পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 303 Tuesday, 7 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩০৩ সংখ্যা ❋ ২০ আশ্বিন ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৭ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ক্ষমতার লোভে বাংলার মানুষের দুর্দশার কথা ভুলে গেছে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবরঃ উত্তর বঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিঙের বন্যায় সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করেছেন কেন্দ্রকে। তিনি বলেছেন কেন্দ্র সরকার বন্যা কবলিতদের সাহায্যের পরিবর্তে নির্বাচন কমিশনকে ঘুষ দিচ্ছে। মমতা তার বক্তব্যে স্পষ্ট বলেছেন নির্বাচন এবং ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে কেন্দ্র সরকার বাংলাকে বঞ্চিত করছেন। মমতা ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার নিন্দে করে বলেন ঝাড়খন্ডকে বাঁচাবার জন্য কেন্দ্র ডিভিসি থেকে জল ছাড়ছে। তিনি আরো বলেন, ''আমি চাই ঝাড়খন্ড বাঁচুক কিন্তু বাংলাকে ডুবিয়ে নয়।'' উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবার দার্জিলিং পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনের সময় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, ''দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে কেন্দ্র সরকার নির্বাচন কমিশনকে ঘুষ দিচ্ছে।'' মমতার এই বিস্ফোরক মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি দার্জিলিং, কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ির বন্যা পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে নির্বাচন ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে কেন্দ্র বাংলাকে বঞ্চিত করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনের সময় বলেন, ''কেন্দ্র সরকার বাংলার মানুষের দুর্দশার প্রতি মোটেই মনোযোগ দিচ্ছে না।''

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোনও ত্রাণ বা আর্থিক সাহায্য পাঠানো হয়নি। তারা শুধু নির্বাচন কমিশনকে ঘুষ দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, ''বাংলার মানুষ বন্যার জলে ভাসছে, বাড়িঘর হারিয়েছে, ফসল

নষ্ট হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা কোনও সাহায্য পাচ্ছি না। এটা বাংলার প্রতি স্পষ্ট বৈষম্য।'' উত্তরবঙ্গে গত কয়েকদিনের ভারী বর্ষণের ফলে তিস্তা নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায়. দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের বহু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বাড়িঘর হারিয়েছেন, এবং কৃষি জমি ধ্বংস হয়েছে। মমতা দাবি করেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বন্যা প্রতিরোধে কোনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন, ''তিস্তা নদীর গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রের উচিত ছিল বাঁধ নির্মাণ বা নদী ব্যবস্থাপনার কাজে সহযোগিতা করা। কিন্তু তারা বাংলাকে উপেক্ষা করছে।'' মমতা দার্জিলিংয়ে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেছেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলেছেন। তিনি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং জেলা প্রশাসনকে দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য তৎপর হতে বলেছেন। তিনি বলেন, ''রাজ্য সরকার তার সাধ্যমতো দুর্গতদের পাশে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়া এত বড় বিপর্যয় মোকাবিলা করা কঠিন।'' তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ''ক্ষমতার লোভে তারা বাংলার মানুষের দুর্দশার কথা ভুলে গেছে।'' মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, মৃতদের পরিবার পিছু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, প্রতিটি পরিবার থেকে একজনকে হোম গার্ড হিসেবে চাকরি দেওয়া হবে, যাতে তাদের দীর্ঘমেয়াদি জীবিকা নিশ্চিত করা যায়। ঘটনার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন। বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, কৃষিজমি নষ্ট হয়েছে, সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এই দুঃসময়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে আছি। সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে।'' সরকার ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ত্রাণ শিবির স্থাপন করেছে যেখানে আশ্রয়, খাদ্য, চিকিৎসা ও বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী, মৃতদের পরিবারকে শুধু আর্থিক সাহায্য নয়, কর্মসংস্থানের সুযোগও দেওয়া হবে। হোম গার্ডের চাকরির মাধ্যমে পরিবারগুলোকে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতার পথে নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়াও, যেসব মানুষ গৃহহীন হয়েছেন, তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার রাস্তাঘাট, সেতু ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত মেরামত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিপর্যয় উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও পরিবেশগত সংকটগুলোর দিকে আবারও চোখ ফেরাতে বাধ্য করেছে। পাহাড়ি অঞ্চলে অপরিকল্পিত নির্মাণ, বন ধ্বংস ও নদী দূষণের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ধরণের পরিস্থিতি রুখতে রাজ্য সরকার একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিচ্ছে। বাঁধ নির্মাণ, নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণ, এবং টেকসই পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য সরকার যেভাবে সাড়া দিয়েছে, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই আর্থিক সাহায্য ও চাকরির সুযোগ শুধু মৃতদের পরিবারগুলোর জন্যই নয়, গোটা সমাজের জন্য একটি বার্তা- রাজ্য সরকার মানুষের পাশে আছে, থাকবে। এবং এই বিপর্যয়ের মধ্যেও সহমর্মিতা ও সংহতির আলো জ্বলবে।

'আমার কিছু যায় আসে না'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ওয়াকিবহাল মহলে। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের দায়ভার যাঁর কাঁধে, এহেন ঘটনায় সেই ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া আজ দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। আজ সকালেই সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন ভারতের চিফ জাস্টিস বি আর গাভাই-এর দিকে একটি জুতো ছোড়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে জুতো বেঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। হামলাকারীকে সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী গ্রেফতার করে। ঘটনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে নির্বিকার থেকেই বিচারপতি গাভাই মন্তব্য করেন, 'আমি এমন বিষয়ে প্রভাবিত হই না'। শুধু তাই নয়, এরপর তিনি শুনানি কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, চিফ জাস্টিস আদালতে দিনের প্রথম মামলার শুনানি শুরু করলে, বৃদ্ধ ব্যক্তি 'ভারত সনাতনের অবমাননা সহ্য করবে না' বলে স্লোগান দিতে দিতে জুতো ছুড়ে তাঁর উদ্দেশে। নিরাপত্তা কর্মীরা দ্রুত তাঁকে নিয়ন্ত্রণে আনেন। জুতো ছোড়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে প্রক্সিমিটি কার্ড ছিল, যা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ক্লার্কদের দেওয়া হয়। কার্ডে নাম ছিল রাকেশ কিশোর। কী কারণে রাকেশ কিশোর এই ঘটনা ঘটালেন, সেই উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জানা গিয়েছে, চিফ জাস্টিস রেজিস্ট্রিকে নির্দেশ দিয়েছেন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। তবে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির অবমাননায় বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তাঁকে সাসপেন্ড করেছে।

একজন আইনজীবী জানিয়েছেন, চিফ জাস্টিস পুরো সময়ই শান্ত ছিলেন। শীর্ষস্থানীয় বিচারজ্ঞ ইন্দিরা জয়সিং তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন, এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে তদন্ত করা উচিত। অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করা হোক এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। এটি সুপ্রিম কোর্টের প্রতি এক স্পষ্ট জাতিগত আক্রমণ বলে মনে হচ্ছে, যা সমন্বিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সকল বিচারপতির দ্বারা নিন্দা করা উচিত। তবে, চিফ জাস্টিস গাভাই আদালতের মর্যাদা বজায় রেখে কাজ চালিয়ে যান। ভগবান বিষ্ণু বিষয়ে চিফ জাস্টিসের এক মন্তব্যের পরে এই ঘটনা ঘটেছে। খজুরাহোর ৭ ফুট কাটা মূর্তির পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা উত্থাপনের সময় তিনি বলেন, 'যাও এবং দেবতার কাছে জিজ্ঞাসা কর।' এই মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় তোলে। পরবর্তীতে চিফ জাস্টিস বলেন, ''আমার মন্তব্যগুলো সামাজিক মাধ্যমে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি।'' সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সামাজিক মাধ্যমে বিষয়গুলো প্রায়ই অতিরঞ্জিত হয়ে যায়। শীর্ষ আইনজীবী কপিল সিবালও মন্তব্য করেন, ''আমরা প্রতিদিন এ ধরনের পরিস্থিতি দেখছি। সামাজিক মাধ্যম নিয়ন্ত্রণের বাইরে।''

শান্তা অধ্যায়ের সমাপ্তি!

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসলেন আশুতোষ, উত্তরে ওম প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃ সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হল স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ। জট কাটল তবে আংশিক। শান্তা দত্ত নিলেন বিদায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পেল স্থায়ী উপাচার্য। আর শুধুই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এদিন স্থায়ী উপাচার্য পেল আরও ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। বাকি পরে থাকল আরও ৭টি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সোমবার রাজ্যের মোট ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে স্থায়ী উপাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য পদে বসানো হচ্ছে আশুতোষ ঘোষকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক তিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসানো হচ্ছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য করা হল ওম প্রকাশ মিশ্রকে। এছাড়াও, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আশিষ ভট্টাচার্য, কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ণব সেন, সাধু রামচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে

চন্দ্রদীপা ঘোষ ও বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবু তালেবকে স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে বলেই খবর। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সর্বদাই বিতর্কে থেকেছেন তিনি। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই ওম প্রকাশ মিশ্র এবার বসলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের পদে। তবে ওম প্রকাশ মিশ্রকে রাজনীতির আঙিনায় বরাবরই দেখা গিয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য পদে থাকাকালীন বিতর্কের মুখে থেকেছেন শান্তা দত্ত। কখনও ব্রাত্য বসু বনাম শান্তা, কখনও বা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা বনাম শান্তা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে ঘিরে শান্তা যে অবস্থান নিয়েছিলেন, রাজনীতির আঙিনায় তো বটেই, শিক্ষামহলেও বেশ সাড়া পড়ে যায়। এমনও দেখা গিয়েছে, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করতে। আর তারপর থেকেই রাজ্য বনাম শান্তা বা তৃণমূল বনাম শান্তা বিতর্ক দানা বেঁধেছে। উপাচার্যকে শান্তাকে একাধিক বিশেষণে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এমনকি, শান্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল ছাত্রনেতা অভিরূপ চক্রবর্তী। পরে তাকে সেন্সর করেন শান্তা। অর্থাৎ শান্তার ইনিংস ছোট্ট হলেও টানটান ছিল। বর্তমানে রাজ্যে মোট ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যার মধ্যে ১৯টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হলেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ে। শেষ শুনানিতে দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জট কেটেছে। বাকি ছিল ১৫টি। যার মধ্যে সোমবার ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জট কাটল বললেই চলে। বাকি পড়ে থাকল ৭টি। যেগুলির 'ভাগ্য' নির্ধারণ আগামী শুনানিতে হবে বলেই খবর। সম্প্রতি, কলকাতা, যাদবপুর-সহ এই ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ভার সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত সার্চ কমিটিকে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ। সেই কমিটির নেতৃত্বেই প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ হয়েছিল বলেও খবর। অবশেষে মিটল বাছাই পর্ব।

'তৃণমূলের কিছু নেতা আর রাজ্যের একাংশ আমলার লুটের ফলেই উত্তরবঙ্গের এই দুর্যোগ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবরঃ উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি ও তার জেরে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজ্য সরকার এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, এই দুর্যোগ প্রকৃতির যতটা, মানুষজনের লোভ ততটাই দায়ী। সোমবার সকালে আকাশপথে শিলিগুড়ি এসে শমীক বলেন, দক্ষিণবঙ্গ থেকে কিছু তৃণমূল নেতা ও আমলা উত্তরবঙ্গে আসে শুধু জমি লুট করতে। ডুয়ার্সে কত জমি কার নামে রেজিস্ট্রি হয়েছে, খোঁজ নিলে এই দুর্যোগের আসল ছবি পরিষ্কার হবে। নদীর গতিপথ বদলানো, অবৈধ বোল্ডার তোলা, জঙ্গল উজাড়-এই সবই হয়েছে প্রশাসনের মদতে, বলে অভিযোগ তাঁর। শমীকের কথায়, ''নিজেদের লোভে নদীর স্বাভাবিক গতি পাল্টে দিয়েছে তৃণমূলের লোকজন। চোদ্দ বছর ধরে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করছে রাজ্য সরকার। এলাকার মানুষের বোঝা উচিত, কে তাদের পাশে আর কে কেবল ভোটের সময় আসে।'' দুর্যোগ মোকাবিলায় রাজ্যের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, ''প্রকৃতির ওপরে কারও হাত নেই, কিন্তু বিপর্যয়ের পরে রাজ্য সরকার কী করেছে? উদ্ধারকার্যে যা কিছু হচ্ছে, সবই তো জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের তত্ত্বাবধানে। আমাদের সাংসদ-বিধায়করা শনিবার রাত থেকেই এলাকায় রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীও প্রতি নিয়ত খোঁজখবর নিচ্ছেন।'' এরপরই উদ্ধারকাজের সময় মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল-যোগ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। শমীকের কথায়, ''রাজ্যের মানুষ মরছে, আর মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় কার্নিভালে ব্যস্ত। গোটা রাজ্যের মানুষ তা টিভির পর্দায় দেখেছেন। ছাব্বিশে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।'' এখন দেখার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় শাসক দল কী বলে!

২ দফায় ভোট বিহারে, তারিখ জানাল জাতীয় নির্বাচন কমিশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ছট পুজোর পরই হবে বিহারে ভোটগ্রহণ। সোমবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বিহারে ২৪৩টি বিধানসভা আসনে ২ দফায় ভোটগ্রহণ হবে। ভোটের ফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ঘোষণা করেন, প্রথম দফার ভোট হবে ৬ নভেম্বর। আর বিহারে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে ১১ নভেম্বর। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। একইসঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার জানান, বিহারে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণের দিন দেশের একাধিক জায়গায় ৮টি বিধানসভায় উপনির্বাচন হবে। ওই ৮টি আসনে উপনির্বাচনের ফলও ১৪ নভেম্বর ঘোষণা করা হবে। দিন ছয়েক আগেই বিহারে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ৪৮ লক্ষের নাম বাদ পড়েছে। বিহারে এসআইআর হওয়ার আগে গত ২৪ জুন মোট ভোটার ছিল ৭.৮৯ কোটি। গত ৩০ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে ৭.৪২ কোটির। এই ভোটাররাই নির্বাচনে ভোটদান করতে পারবেন বলে এদিন জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এদিন জানিয়েছেন, ৭.৪২ কোটি ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩.৯২ কোটি। এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩.৫ কোটি। প্রথমবার ভোট দেবেন ১৪ লাখ ভোটার। জ্ঞানেশ কুমার জানান, প্রথম দফায় ১২১টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। আর দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে ১২২টি আসনে। ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরই এদিন থেকেই বিহারে আদর্শ আচরণবিধি লাগু হল বলে তিনি জানান। অক্টোবরের ২৫ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ছট পুজো পালিত হবে। সেই জন্য রাজনৈতিক দলগুলি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছিল, ছট পুজোর পরপরই যেন ভোটগ্রহণ হয়। তাতে বেশি সংখ্যক ভোট পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, ভিনরাজ্যে কর্মরত অনেকেই ছট পুজোর জন্য এইসময় বিহারে ফিরবেন। সেইমতো ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

৯ বছর পর এসএসসি-র পরীক্ষা, ফলাফল কবে? প্রকাশ্যে বড় তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃ ৯ বছর পর নির্বিঘ্নে মিটেছে এসএসসির পরীক্ষা। পরীক্ষা দিয়েছেন লাখ লাখ চাকরিপ্রার্থী। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষা ঘিরে বিস্তর দুর্নীতি এবং অনিয়মের অভিযোগ। যার জেরে স্বাভাবিকভাবেই নানা মহলে মুখ পুড়েছিল শিক্ষা দফতরের। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিলও হয়ে যায় সেই প্যানেল। চাকরি খুইয়ে পথে বসেন ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। অবশেষে যোগ্য-অযোগ্য বাছাইয়ের পর্ব শেষ করে গত মাসেই নেওয়া হয় ফের পরীক্ষা। বয়সের ক্ষেত্রে 'সীমাহীন' ছাড় থাকায় ২০১৬ সালের 'যোগ্য' প্রার্থীরা ছাড়াও এই পরীক্ষায় বসতে দেখা যায় অন্য চাকরিপ্রার্থীদেরও। তবে পরীক্ষা তো হল, কিন্তু ফলাফল? 'ভাগ্য পরীক্ষার' ফলপ্রকাশ কবে? এসএসসি সূত্রে খবর, চলতি মাসেই হতে পারে ফলপ্রকাশ। নির্দিষ্ট ভাবে বললে, অক্টোবরের শেষ দিকে ৯ বছর পর নেওয়া এসএসসি-র ফলপ্রকাশের সম্ভবনা। এরপর নভেম্বর নাগাদ শুরু হয়ে যাবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। সব মিলিয়ে একেবারের ছক কষে নেমেছে এসএসসি দফতর। আর না নেমেই বা উপায় কি? সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া 'ডেডলাইনেই' করতে হবে কাজ। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ

দিয়েছিল, মে মাসের মধ্যে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। আর গোটা নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই। এবার সেই নিয়ম মেনেই ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহকে 'পাখির চোখ' করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। দুর্নীতির বেড়াজাল টপকে, হাজার বিতর্ক পেরিয়ে ৯ বছর পর নিয়োগ শুরু এসএসসি-র। বাতিল হওয়া ২০১৬ সালের প্যানেলে 'অস্বচ্ছতা' দেখা গিয়েছিল ওএমআর শিট ঘিরে। কেউ কেউ বলেন, নিয়োগ দুর্নীতিকে ঘিরে না পাওয়া উত্তরগুলোও হারিয়ে গিয়েছে ওই পুড়ে যাওয়া ওএমআর শিটের সঙ্গেই। তবে এবার আর সেই 'অস্বচ্ছতা' তৈরির কোনও পথ খোলা রাখতে চায় না শিক্ষা দফতর। পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে উত্তরপত্রের কার্বন কপি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথায়, ''ফলাফল সবার চোখের সামনেই রয়েছে। ভারতবর্ষে আর কোনও রাজ্যে কখনওই এমনটা হয়নি। যেখানে প্রশ্ন এবং উত্তর ওয়েবসাইটে আপলোড করা।'' তবে একাংশের পরীক্ষার্থীদের মনে ওএমআর-'অনিশ্চয়তা' কাটলেও, চিন্তা বেড়েছে ইন্টারভিউ নিয়ে। কেউ কেউ বলছেন, ইন্টারভিউ কতটা স্বচ্ছ হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অবশ্য শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ''এসব হাস্যকর। কিছু দুর্নীতি হবে না। আমি শুধু এটাই কামনা করি যেন যোগ্যরা তাদের চাকরি আবার ফিরে পান।''

উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে মৃত বেড়ে ৩২, শঙ্কর-খগেনদের উপর হামলা হওয়া সেই নাগরাকাটাতেই সংখ্যাটা ৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবরঃ প্রায় ১২ ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড়। ধসে কোথাও ঘরবাড়ি, কোথাও সেতু ভেঙে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটও। এই বিপর্যয়ে অন্তত ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা এবং একজনের হোমগার্ডের চাকরি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মৃতদের মধ্যে নাগরাকাটাতেই মৃতের সংখ্যা ৯। প্রকৃতির হঠাৎ তাণ্ডবে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স কার্যত বিধ্বস্ত। প্রবল বৃষ্টি ও পাহাড়ি জলোচ্ছ্বাসে রাতারাতি ডুবে গেছে নাগরাকাটার বিস্তীর্ণ এলাকা। মৃত অন্তত ৫ জন, তাঁদের মধ্যে এক শিশু। আরও কয়েকজনের কোনও খোঁজ নেই। ভেসে গিয়েছে গ্রামীণ সড়ক ও সেতু, জলমগ্ন হয়ে পড়েছে শতাধিক বাড়িঘর। গত দু'দিনের বৃষ্টিতে নাগরাকাটার ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল। সোমবার শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ এবং মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু সেখানে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তারপরই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়। বামনডাঙায় পৌঁছতেই বিজেপির প্রতিনিধি দলের ওপর হামলা চালায়

কিছু দুষ্কৃতী। একের পর এক গাড়িতে ভাঙচুর চালান ও ইট-পাথর ছোঁড়েন বলে অভিযোগ। এমনকি জুতোও ছোঁড়া হয় বলে দাবি বিজেপির। হামলার জেরে মুখ ফেটে যায় বিজেপি সাংসদের। শনিবার গভীর রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত টানা বৃষ্টিতে উপচে পড়ে বামনডাঙা এলাকার সমস্ত খাল-বিল, নদী ও নালাগুলি। নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় মুহূর্তে জল ঢুকে যায় মডেল ভিলেজে-যেখানে প্রায় ৫০০ পরিবার বাস করেন। কোমরসমান জল প্রথমে গৃহবন্দি করে, পরে রূপ নেয় প্রবল স্রোতে। আতঙ্কে মানুষ ঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে শুরু করেন। সেই সময়েই ঘটে যায় ভয়াবহ বিপর্যয়। জলের তোড়ে ভেসে যান একাধিক গ্রামবাসী। প্রাণ হারিয়েছেন ৬৫ বছরের শানচারোয়া সাউ, ৩০ বছরের কস্তু লোহার, তাঁর স্ত্রী ২৫ বছরের রাধিকা লোহার, ২৫ বছরের শিল্পা মুন্ডা এবং আলিশা নাগাসিয়ার দুই মাসের শিশুকন্যা। মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে জলে হারিয়ে যায় শিশুটি-যে দৃশ্য আজও যেন আঁতকে উঠছে গোটা গ্রাম। কস্তু ও রাধিকা ছিলেন নবদম্পতি। তাঁদের নিথর দেহ উদ্ধার হয় কয়েক ঘণ্টা পরেই। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে গিয়েছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপরের সেতুর একাংশ। ভেসে গেছে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে তৈরি রাস্তা ও সেতুও। বহু স্থানে উপড়ে পড়েছে গাছ। বন্ধ বিদ্যুৎ সংযোগ। রবিবার রাত পর্যন্ত ফের চালু করা যায়নি বিদ্যুৎ পরিষেবা। বিপর্যস্ত এলাকা জুড়ে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে এনডিআরএফ ও প্রশাসন। বাগানের ফ্যাক্টরিতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে অন্তত ৫০০ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে।

'বাংলায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতার উপর হামলা', তীব্র প্রতিবাদ বিজেপির, দিল্লি থেকে দেওয়া হল বার্তা

হি.স., নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃ খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে করে কড়া বার্তা দেওয়া হল রাজ্য তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী ওই ঘটনার পর প্রশ্ন তুলেছেন, 'তবে কি বাংলায় সাংসদ ও বিধায়কও নিরাপদ নন?' সরকার ও ইন্ডিয়া জোট গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। উত্তর মালদহের সাংসদ খগেন মুর্মু এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতা। তাঁর উপর হামলার ঘটন মোটেই ভালভাবে নেয়নি বিজেপি। সুধাংশু ত্রিবেদী বলেন, ''একজন এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের নেতার উপর আক্রমণ করা হয়েছে। এটা ঠিক নয়।'' এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, ''যখন প্রথম আদিবাসী হিসেবে প্রথমবার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হন দ্রৌপদী মুর্মু, তখন হার জেনেও তৃণমূল বিরোধিতা করেছিল। এই হামলা থেকেই বোঝা যায় পশ্চিমবঙ্গের সরকার কতটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠছে।'' এই প্রসঙ্গে সন্দেশখালির কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। বিজেপি নেতা মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে বলেন, ''এই ঘটনা প্রত্যেক বাঙালির কাছে লজ্জার। এটা রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলা নয়। যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে আসন্ন ভোটে জবাব পাবেন মমতা। ফলাফল জেনেই তৃণমূল এই কাজ করছে। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে।'' এদিকে, উত্তরবঙ্গে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''সবাই একসঙ্গে সঙ্কটের পরিস্থিতি মোকাবিলা করা দরকার। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না, এমন কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে, যা কাম্য নয়। কারও উপর কোনও আঘাত নয়। যে যার মতো আসবে কথা বলবে চলে যাবে। সবার অধিকার আছে। আসুন সবাই মানুষের পাশে এসে দাঁড়াই।''

সোমবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর ঃ দেশীয় বাজারে সোমবার পেট্রোল-ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৯০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৪৮ টাকা।

প্রতিটি মৃতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং একজন আত্মীয়কে চাকরির আশ্বাস মমতার

কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ যদিও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়, আমরা প্রতিটি মৃতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি পরিবারের একজন আত্মীয়কে একটি বিশেষ হোমগার্ডের চাকরি দেব। সোমবার উত্তরবঙ্গে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে এ কথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি লিখেছেন, আজ আমরা উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের কাজ দেখতে আমি সেখানে দুই দিন থাকব। আমার মুখ্য সচিব আমার সাথে আছেন, পুলিশের ডিজি ইতিমধ্যেই সেখানে গেছেন। পুলিশ ও প্রশাসন সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের কাজ করছে।কমিউনিটি রান্নাঘর খোলা হয়েছে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সর্বাত্মক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং যেখানে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করার কথা, সেখানে আমাদের খরচে তা করা হবে। উত্তরবঙ্গ রাজ্য পরিবহন কর্পোরেশন এবং আমাদের অন্যান্য পরিবহন সংস্থাগুলি আটকে পড়া পর্যটকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ ভলভো এবং দূরপাল্লার বাসের ব্যবস্থা করছে।

বিহারে ভোট প্রস্তুতি শুরু এনডিএ-র, বৈঠক বসলো বিরোধীরাও

পাটনা, ৬ অক্টোবর ঃ বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার আগেই আসন বন্টন নিয়ে তো।জো। শুরু করে দিয়েছে বিজেপি ও তাঁদের শরিক দল। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নির্বাচনী পর্যবেক্ষক কেংদ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইতিমধ্যেই বিহারে এনডিএ-র তিনটি প্রধান দলের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সবার আগে জেডিইউ নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লাল্লন সিংয়ের বৈঠক করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এছাড়াও হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চার প্রধান জিতেন রাম মাঝি ও রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টির উপেন্দ্র কুশওয়াহার সঙ্গেও আসন বন্টন নিয়ে বৈঠক করেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।উল্লেখ্য, বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে চলেছে সোমবার। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

বিলোনিয়ায় গৃহবধূ ধর্ষিতা, গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

বিলোনিয়া (ত্রিপুরা), ৬ অক্টোবর (হি.স.) ঃঅবশেষে গৃহবধূকে ধর্ষণের মামলা নিল পুলিশ। শুধু তাই নয় অভিযুক্ত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত পাইখলা পুরান রাস্তা এলাকায়।জানা গিয়েছে, শনিবার একটি রাবার বাগান থেকে কাজ শেষে পাইখলার বালুর টিলা এলাকার জনৈক গৃহবধূ বাড়ি ফেরার পথে পাইখলা পুরান রাস্তা এলাকায় পূর্ব তৈছামার মিঠুন ত্রিপুরা ও জয় ত্রিপুরা নামে দুই ব্যক্তি গৃহবধূর পথ আটকে ধর্ষণ করে। পরে কোনক্রমে

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

জয়পুরের হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ৬ মৃত্যুর ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকার আশ্বাস

জয়পুর ও নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর ঃ গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়েছিল চিৎকার, ধোঁয়া আর আগুনের লেলিহান শিখা। রাজস্থানের জয়পুরের অন্যতম বৃহত্তম সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র সাওয়াই মান সিং (এসএমএস) হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে রবিবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারালেন ছয়জন রোগী। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আইসিইউ-তে ভর্তি, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। এক মুহূর্তের জন্যও কেউ বুঝতে পারেননি, কীভাবে সেই প্রাণরক্ষার ঘর পরিণত হবে মৃত্যুর কারাগারে। ধোঁয়ার দমবন্ধ করা পরিবেশে, বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর আতঙ্কে চারদিক জুড়ে শুরু হয় হুড়োহুড়ি। হাসপাতালের কর্মীরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও অনেক রোগীকে রক্ষা করতে পারেননি।এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা দেশে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, রাজস্থানের জয়পুরে এসএমএস হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগে অগ্নিকাণ্ডে ৬ জনের মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। যাঁরা প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা করছি। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকেও একটি সরকারি বিবৃতি জারি করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং প্রয়োজনে সমস্তরকম সহায়তা প্রদান করবে।হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ ট্রমা কেয়ারের আইসিইউ বিভাগে হঠাই বিদ্যুতের তারে শর্ট সার্কিট হয়। মুহূর্তের মধ্যেই ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইউনিটে। প্রথমে নার্স ও ওয়ার্ডবয়রা চেষ্টা করেছিলেন ধোঁয়ার উৎস খুঁজে বের করতে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা যায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। হাসপাতালের দমকল বিভাগ সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় শহর দমকল দফতরে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চারটি দমকল ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে।দমকল আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আগুনে পুড়ে যায় আইসিইউ ইউনিটের নানা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন সিলিন্ডার ও কয়েকটি বিছানা। ধোঁয়ার ঘনত্ব এতটাই ছিল যে, অনেক রোগী অক্সিজেন মাস্ক থাকলেও পর্যাপ্ত বাতাস পাননি। অধিকাংশ মৃত্যু হয়েছে ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে। হাসপাতাল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতদের পরিবারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী নিজেও শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা নিশ্চিত করব যাতে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যদি হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা বা অবহেলার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলে কারও প্রতিই রেয়াত করা হবে না।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এসএমএস হাসপাতাল জয়পুর ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির অন্যতম প্রধান সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী চিকিসা নিতে আসেন। হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটটি অত্যাধুনিক সরঞ্জাম ও সুবিধাসম্পন্ন হলেও, দীর্ঘদিন ধরে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। বহু চিকিৎসক ও কর্মচারীই জানিয়েছেন, আইসিইউ ইউনিটে আগুন লাগলে কীভাবে তা মোকাবিলা করা হবে, তার কোনও কার্যকর প্রশিক্ষণ হাসপাতালের কর্মীদের দেওয়া হয়নি।এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট বলেছেন, আগুন লাগার পর আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। দমকলকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয়েছিল। তবে আগুনের গতি এত দ্রুত ছিল যে, কিছুই করার সময় পাওয়া যায়নি। আমরা রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেছি। তিনি আরও জানিয়েছেন, যে সব পরিবার এই ঘটনায় প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের পাশে আমরা আছি। মৃতদের মরদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এবং সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।ঘটনার পর হাসপাতালের বাইরে ভি। জমায় মৃতদের পরিবার, আত্মীয়-পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের ক্ষোভে ফেটে পড়ে অনেকে। তাঁরা অভিযোগ করেন, হাসপাতালের ভিতরে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র থাকলেও সেগুলোর কোনওটিই কাজ করেনি। কেউ কেউ জানান, বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর জরুরি জেনারেটরও ঠিকমতো চালু হয়নি, যার ফলে রোগীরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে আটকে পড়েন।রাজস্থানের স্বাস্থ্য দফতরের সচিব জানিয়েছেন, আমরা ঘটনার সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরি করছি। দমকল, পুলিশ ও বিদ্যুৎ দফতরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়বে।অন্যদিকে, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর দেশের নানা প্রান্ত থেকে শোকবার্তা আসতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও শোকপ্রকাশ করে লিখেছেন, হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে নিরীহ রোগীদের মৃত্যু হৃদয়বিদারক। তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। রাজনীতির পরিসর ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষও সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। অনেকেই লিখছেন, চিকিৎসালয় যেখানে জীবন রক্ষা হওয়ার কথা, সেখানে এমন অব্যবস্থাপনা মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ানো লজ্জাজনক।এই ঘটনার পর হাসপাতালগুলিতে অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থার ঘাটতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। দেশের বড়। বড় সরকারি হাসপাতালগুলিতেও অনেক জায়গায় অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র হয় পুরনো, নয়তো অকেজো। নিয়মিত মহড়া বা প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত, আইসিইউ বা ট্রমা কেয়ার ইউনিটে থাকা বিপুল পরিমাণ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ও অক্সিজেন সিলিন্ডার আগুন লাগলে পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। তাই এই ধরণের সংবেদনশীল জায়গাগুলিতে অতিরিক্তঃ সুরক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য।ঘটনার পর জয়পুর প্রশাসন জানিয়েছে, হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক সংযোগ ও বিল্ডিং সেফটি সার্টিফিকেটের নথি সব খতিয়ে দেখা হবে। তাছা।া রাজ্যজুড়ে সমস্ত সরকারি হাসপাতালের অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মানবিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই দুর্ঘটনা শুধু ছয়টি প্রাণের ক্ষয় নয়-এটি স্বাস্থ্যব্যবস্থার এক গভীর সংকটের প্রতিফলন। আইসিইউ-যেখানে রোগীর জীবনের শেষ আশাটুকু টিকে থাকে মেশিন ও অক্সিজেনের ওপর, সেখানে যদি আগুন গ্রাস করে নেয় প্রাণ, তবে সেই আস্থা ভেঙে পড়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শোকপ্রকাশ ও আশ্বাস এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা এনে দিয়েছে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির কাছে। তবে তাঁদের ক্ষত সারাবে না কোনও বক্তব্য, প্রয়োজন বাস্তব পরিবর্তনের।অগ্নিকাণ্ডের ছায়া নেমে এসেছে জয়পুর শহর জুড়ে। হাসপাতালে আজও ধোঁয়ার গন্ধ ভাসছে বাতাসে, ছিন্নভিন্ন চাদর, পুড়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি যেন সাক্ষ্য দিচ্ছে এক বিভীষিকার রাতের। চিকিৎসকরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, আহতদের বাঁচাতে মরিয়া প্রচেষ্টা অব্যাহত। কিন্তু হাসপাতালের করিডরে ঘুরে বেড়ানো চোখেমুখে আতঙ্ক, অবিশ্বাস আর এক অজানা শূন্যতা-যেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটাই প্রশ্ন, আর কত মৃত্যু দরকার, অব্যবস্থাপনা বুঝতে?এই মর্মান্তিক ঘটনাই আবারও মনে করিয়ে দিল-জীবন বাঁচানোর জায়গাটিই যখন মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত হয়, তখন কেবল শোক নয়, দরকার কঠোর আত্মসমালোচনা ও প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ। জয়পুরের এই দুর্ঘটনা যেন সেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়, এই প্রার্থনাই আজ দেশের প্রতিটি নাগরিকের।

ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব উল্লেখ কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃকেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সম্প্রতি কলকাতার ভারতীয় পাট শিল্প গবেষণা সংস্থায় (ইজিরা) এক সভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে উদ্ভাবনের গুরুত্বের কথা বলেন। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির তৈরি নতুন ও আরও দক্ষ যন্ত্রের নমুনা পরিদর্শন করেন এবং পাট আঁশের মান নির্ধারণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক শিল্প মডেলের চলমান কাজের খোঁজ নেন। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানের মাপকাঠির উন্নয়নে, চাষীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে এবং বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।পাট ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু বা আঁশ, যা মূলত পূর্ব ভারতে চাষ হয়। পাট তৈরির প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপ রয়েছে - জাগ দেওয়া, আঁশ বের করা, সুতো তৈরি ও বুনন। জাগ দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রচুর জলের প্রয়োজন এখনও একটি প্রধান সমস্যা। অন্যদিকে সুতো কাটা ও প্রস্তুতির অনেক যন্ত্রই পুরনো এবং স্বাভাবিক ভাবেই খরচ সাপেক্ষ। এই সীমাবদ্ধতাগুলি উৎপাদনশীলতা কমায় এবং চাষীদের আগ্রহ সীমিত রাখে। কম জলে জাগ দেওয়া এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক আঁশের মান নির্ধারণের মতো নতুন প্রযুক্তি এই সমস্যাগুলি লাঘব করবে, ভাল মানের আঁশ দেবে এবং আমদানি করা যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।ইজিরার বিজ্ঞানীরা গিরিরাজ সিংকে জানান যে দুটি উন্নত যন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং চীনা যন্ত্রের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমছে। তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীদের লাভের চিন্তা যেকোনো নতুন প্রযুক্তির মূলে থাকবে। তিনি এছাড়াও যন্ত্র নির্মাণে উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, যেমন খরচ কমাতে লোহার বদলে কার্বন ফাইবার ব্যবহার। তিনি সরকারের এক মিল এক গ্রাম উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন, যা পাট প্রক্রিয়াকরণকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জীবিকা গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে। মন্ত্রী বলেন, ভারত যদি সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে চায় তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক তন্তুর উল্লেখযোগ্য উন্নতি দরকার। পাটের সঙ্গে অন্যান্য কাপড়ের মিশ্রণ ফ্যাশনের ক্ষেত্রে এর চাহিদা বাড়াতে পারে এবং রপ্তানি বর্তমানের ৪,০০০ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।গিরিরাজ সিং বাঁশ ও শীশামের মতো সহযোগী কৃষির গবেষণার কথাও তুলে ধরেন। বাঁশের প্রথম ফসল আসতে চার বছর লাগলেও এর পর প্রতি এক থেকে দু'বছরে ফসল কাটা যায়। আরও সুবিধা হল ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ এবং মিশ্র চাষ ব্যবস্থায় সহায়তা।মন্ত্রী কলকাতার প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকে স্বীকৃতি দেন। ইজিরা, কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী আঁশ গবেষণা ইনস্টিটিউট (ক্রিজাফ, এবং জাতীয় প্রাকৃতিক তাঁত প্রকৌশল ও প্রযুক্তি সংস্থার (নিনফেট) মত সংস্থাগুলি চাষী, শিল্প ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সেতুর কাজ করে। তিনি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম পাট উৎপাদক হিসেবে ভারতের রয়েছে প্রাকৃতিক আঁশ প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা। সুস্থায়ী উদ্ভাবন ও বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে উচ্চতর বৃদ্ধি এবং আশাপ্রদ আন্তর্জাতিক উপস্থিতি সম্ভব হবে বলে তিনি আস্থা ব্যক্ত করেন।

সুন্দরবনে আবার ম্যানগ্রোভ কাটার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,পাথরপ্রতিমাঃ আবার সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ চুরির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য। সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ ও ঝাউ গাছ কাটার অভিযোগ উঠল আবার। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর এলাকায়। অভিযোগের তির শাসক দলের বিরুদ্ধে। স্থানীয়দের দাবি, ২৭০টি'র মতো ঝাউ গাছ এবং বেশ কিছু ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলা হয়েছে।গাছগুলো ২০১৯ সালে আয়লা বাঁধ রক্ষার জন্য রোপণ করা হয়েছিল। তার দেখভালের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'ফরেস্ট কমিটি' গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধেই গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।গ্রামবাসীরা বন দপ্তরের রামগঙ্গা রেঞ্জ অফিসে লিখিত অভিযোগ জানালেও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।আর এই গাছ কাটার ইস্যুতে শাসক দলকেই নিশানা করেছেন বিরোধীরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে কাটা গাছের গুঁড়ি আটকে রেখে প্রতিবাদে শামিল হন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব।বিজেপি'র বুথ কমিটির সদস্য সুব্রত মণ্ডলের অভিযোগ, গাছ রক্ষার জন্য যে জয়েন্ট ফরেস্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে, তাতে শুধুমাত্র তৃণমূলের নেতা-কর্মীদেরকেই রাখা হয়েছে। যাঁদেরকে বনাঞ্চল রক্ষার দাযিত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাঁরাই এখন ভক্ষক। ওই কমিটিতে থাকা শাসক দলের নেতাদের নির্দেশেই গাছগুলো কাটা হয়েছে। মূলত বিক্রি করার জন্যই গাছগুলোকে কাটা হয়েছে। গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়ানোয় কাটা গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখে চম্পট দিয়েছে অভিযুক্তরা। 'বাঁধ রক্ষার জন্য এই গাছগুলো রোপণ করা হয়েছিল। সেগুলোকে যদি এ ভাবে কেটে নেওয়া হয়, তা হলে আগামী দিনে নদী বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হবে। আমরা প্রশাসন ও বনদপ্তরের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।'গাছ কাটার ঘটনায় অভিযুক্ত শ্রমিক পঞ্চানন মণ্ডল বলেন, নতুন করে ওই জায়গায় গাছ লাগানোর জন্য পুরোনো বড় ঝাউ গাছ কাটতে বলা হয়েছিল তাঁকে। জয়েন্ট ফরেস্ট কমিটির লোকজনই তাঁকে গাছ কাটার অনুমোদন দিয়েছিল।স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তপতী জানা গিরি বলেন, 'বা চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে, এরকম গাছ কাটানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এ ভাবে নির্বিচারে গাছ কাটার কোনও নির্দেশ আমি দিইনি। যদি কেউ লুকিয়ে গাছ কেটে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন এবং বন দপ্তর যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।'আর এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরে বন দপ্তরের রামগঙ্গা রেঞ্জ অফিসের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছ কাটার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে কাটা গাছের গুঁড়িগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা বলেন, 'প্রশাসন এবং সরকার এই ঘটনার সঙ্গে কোনও ভাবেই আপস করবে না। দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ওই এলাকায় আবার নতুন করে গাছ লাগানো হবে।'

সোনম ওয়াংচুকের স্ত্রীর আবেদনে সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ, ১৪ অক্টোবর ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবরঃজেলবন্দি ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের মুক্তির দাবি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের প্রশাসন এবং যোধপুর সেন্টাল জেলের পুলিশ সুপারকেও নোটিশ জারি করেছে। আগামী ১৪ অক্টোবর এই মামলার পুনঃশুনানি হবে।লেহ-এ সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনার পর সোনম ওয়াংচুককে গ্রেফতার করা হয়। বর্তমানে তিনি যোধপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি অ্যাংমো শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তাঁর মুক্তির আবেদন করেছেন। গীতাঞ্জলির পক্ষ থেকে মামলার শুনানি পরিচালনা করেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি আদালতে বলেন, সোনমকে কেন আটক করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে, তা পরিবারকে যথাযথভাবে জানানো হয়নি।অন্যদিকে, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান, সোনমকে গ্রেফতারের কারণ তাঁকে জানানো হয়েছে। এই বিতর্কিত অবস্থার মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে ১৪ অক্টোবর পুনঃশুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।এই মামলাটি কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির দাবিই নয়, বরং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং বন্দি অধিকার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও উত্থাপন করেছে। সোনমের স্ত্রী গীতাঞ্জলি অ্যাংমোর আবেদন অনুযায়ী, তাঁর স্বামীর আটক প্রক্রিয়া এবং গ্রেফতার সংক্রান্ত তথ্য যথাযথভাবে পরিবারের সঙ্গে ভাগ করা হয়নি। আইনজীবী কপিল সিব্বল এই বিষয়টিকে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বরোপ করেছেন।অভিযোগের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানিয়েছেন যে, আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সোনমকে আটক করা হয়েছে এবং সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য তাঁকে জানানো হয়েছে। এই অবস্থায় শীর্ষ আদালত বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করতে যাচ্ছে।লাদাখ প্রশাসনও আদালতের নোটিশের জবাব দিতে বাধ্য হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তারা আগামী শুনানিতে সোনমের গ্রেফতারের পরিস্থিতি এবং সংক্রান্ত নথি উপস্থাপন করবে। আদালত সমস্ত পক্ষের বক্তব্য শুনে সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি বা আটকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।সোনম ওয়াংচুককে গ্রেফতারের ঘটনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের একাংশ এই ঘটনা নজরদারি করছে। এই মামলার মাধ্যমে বন্দি অধিকার, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং সুশাসনের প্রশ্ন নতুনভাবে সামনে এসেছে।১৪ অক্টোবরের শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট সব পক্ষের বক্তব্য বিবেচনা করে চূ।ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। এটি শুধু সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি সংক্রান্ত নয়, বরং দেশের আইন এবং মানবাধিকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হিসেবেও গণ্য হচ্ছে।

দুর্গাপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে কটকে অশান্তি ৩৬ ঘণ্টার কার্ফু, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ

ভুবনেশ্বর, ৬ অক্টোবরঃদুর্গাপুজোর উৎসবের আনন্দ পূর্ণ মুহূর্ত যেন মুহূর্তেই উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়ে গেল কটকে। শনিবার গভীর রাতে শহরের বাজার এলাকায় এক সাধারণ মাইক বাজানোর ঘটনায় শুরু হয় তর্ক। মুহূর্তের মধ্যে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষে, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের দিকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। শহরে ৩৬ ঘণ্টার কার্ফু জারি করা হয়েছে।কার্ফু কার্যকর করার পাশাপাশি ইন্টারনেট পরিষেবাও অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকার রবিবার সন্ধে ৭টা থেকে সোমবার সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তে ভাঙচুর ও অশান্তি রুখতে প্রশাসনের তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।ঘটনাস্থল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজার এলাকার ছোট ছোট দোকানপাট ও যানবাহনে আগুন লাগানো হয় এবং কিছু এলাকায় লুটপাটের ঘটনাও ঘটে। স্থানীয় পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও উত্তেজনা ততক্ষণে অনেক জায়গায় ছড়িয়ে গেছে।এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভিএইচপি সোমবার কটকে ১২ ঘণ্টার বন্ধের ডাক দিয়েছে। এদিকে, রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দল-বিজেডি ও কংগ্রেস-উভয়েই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে। তারা এই ধরনের অশান্তি বন্দ করতে প্রশাসনের পদক্ষেপকে সমর্থন জানাচ্ছে।উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেও প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশ সদস্যরা সতর্কতা অবলম্বন করছেন। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি বা।ানো এবং সম্ভাব্য সংঘর্ষ ঠেকাতে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য, কটকের এই অশান্তি দুর্গাপুজোর উৎসবের সময় ঘটেছে, যা সাধারণত আনন্দ, সঙ্গীত ও মিলনের প্রতীক। তবে সামান্য তর্ক বা মতভেদও কখনো কখনো ব। ধরনের সংঘর্ষের রূপ নিতে পারে। তাই প্রশাসনের এই তৎপরতা এবং ৩৬ ঘণ্টার কার্ফু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।স্থানীয়রা আশা করছেন, বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যাবে এবং দুর্গাপুজোর আনন্দ আবার ফিরে আসবে।

সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাইপর্বের জন্য ২৩ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃরবিবার রাতে ভারতের সিনিয়র পুরুষ জাতীয় দলের প্রধান কোচ খালিদ জামিল ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন, যারা স্বাগতিক দলের বিরুদ্ধে এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ বাছাইপর্বের গ্রুপ সি-এর ফাইনাল রাউন্ডের ম্যাচের জন্য সিঙ্গাপুরে যাবে। ৯ অক্টোবর জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুর ভারতকে আতিথ্য দেবে।সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ডাবল-হেডারের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ব্লু টাইগার্স ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন করছে, যার হোম লেগটি ১৪ অক্টোবর গোযার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।ভারত বর্তমানে গ্রুপ সি-তে দুই ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে সবার নিচে, অন্যদিকে সিঙ্গাপুর একই খেলায় চার পয়েন্ট নিয়ে আছে গ্রুপের শীর্ষে। গ্রুপের শীর্ষে থাকা দলটি ২০২৭ সালে সৌদি আরবের এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে।ঘোষিত ভারতীয় দলঃগোলরক্ষকঃঅমরিন্দর সিং, গুরমিত সিং, গুরপ্রীত সিং সান্ধু।ডিফেন্ডারঃআনোয়ার আলি, হামিংথানমাউইয়া রাল্টে, মোহাম্মদ উভাইস, প্রমবীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিংগান।মিডফিল্ডারঃব্র্যান্ডন ফার্নান্দেস, ড্যানিশ ফারুক ভাট, দীপক ট্যাংরি, ম্যাকার্টন লুই নিকসন, মহেশ সিং নওরেম, নিখিল প্রভু, সাহল আবদুল সামাদ, উদন্ত সিং কুমাম।ফরোয়ার্ডঃফারুক চৌধুরী, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, লিস্টন কোলাকো, রহিম আলি, সুনীল ছেত্রী, বিক্রম প্রতাপ সিং।

রাশিফল

মেষঃ আপনার ত্যাগের মানসিকতা দেখে আপনার সঙ্গী খুবই খুশি হবেন। আপনি উত্তেজনাপূর্ণ কিছু নিয়ে হয়তো আলোচনা করতে চাইবেন। বাজারের খবর রাখুন এবং দেখুন যে অদূর ভবিষ্যতে চাকরি

বৃষঃ আপনি যেহেতু প্রেমের জন্য কিছু জিনিস বলিদান দিতে রাজি, আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে। আজ আপনার ভালো অর্থ উপার্জন হবে।

মিথুনঃ আপনার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে আপনি আমোদে মাতবেন। তাদের সঙ্গে হয়তো মজাদার কথাবার্তা বলাও শুরু করবেন। এর ফলে মধুর সন্ধ্যা কাটানোর রাস্তা প্রশস্ত হবে।

কর্কট রাশি ঃআপনার প্রেমিকের সঙ্গে আজকের দিনটি আপনার খুব ভালো কাটবে। যারা অবিবাহিত তারা বিপরীত ঙ্গের কাউকে আকর্ষণ করতে পারেন সহানুভূতিসম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে। বিবাহের যোগ ।

সিংহঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনি ভালো কিছু মুহূর্ত কাটাতে পারেন আপনার ভবিষ্যত এবং অন্ত ঃস্থ মানসিক শক্তি সম্পর্কে আলোচন করে।

কন্যা ঃআজকে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। আপনার পেশাদারী বৃত্ত থেকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। আপনার আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গীরও অবদান থাকবে।

তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহেরযোগ

বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী ।

ধনুঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। কিছু বাড়তি পয়সা উপার্জনের জন্য আপনার উদ্ভাবনী চিন্তার ব্যবহার করুন। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমগ্র মহাবিশ্বের উচ্ছ্বাস দুই জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম

মকরঃ আপনার বাচ্চাদের চিন্তাগুলিকে সমর্থন করা জরুরী হবে। কামদেব আপনাকে আপনার জীবনে প্রেমের ঝরনা বওয়াতে অগ্রধাবন করবে।।

কুম্ভঃ অর্থের বিষয়টি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কোনও বিরোধ হতে পারে। আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের অর্থ এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়ার পরামর্শ দেওয়া উচিত।

মীনঃআপনার আচরণে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনার পেশার ক্ষেত্রে আপনি অলস বোধ করবেন। অন্যদের সমস্যায় সাহায্য করে আপনি আপনার স্নেহময় প্রকৃতি প্রদর্শন

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রযেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

গরস্থের গণধোলাই! সটান থানায় হাজির ‘চোর’

কলকাতা, ৪ অক্টোবর (হি. স.)ঃ চোর করল পুলিরে কাছে অভিযোগ। তাও আবার গৃহস্থের বিরুদ্ধে। শুধু চোর সন্দেহেই তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়েছে। যদিও গৃহস্থের পাল্টা দাবি, তিনজন চোরের মধ্যে একজনকে ধরে ফেলা হয়। তার কাছ থেকে কিছু চোরাই সোনার গয়নাও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পূর্ব কলকাতার তিলজলা থানা এলাকায় ঘটেছে এই ঘটনাটি। কয়েক মাস আগে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল দক্ষিণ কলকাতার পাটুলিতে। সেখানেও গণধোলাইয়ের পর গৃহস্থের বিরুদ্ধে পাটুলি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল ‘ ফের একই ধরনের ঘটনা ঘটল তিলজলায়। তিলজলা এলাকার তপসিয়া রোডের এক বাসিন্দা অভিযোগ জানান যে, তাঁরা সপরিবার বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় পরিবারের লোকেরা বাড়ি ফিরে দেখেন, বা।রি দরজার লক ভেঙে ভিতরে ঢুকেছে তিন চোর। তাঁরা ঘরের ভিতর ঢুকে চিকার, চেঁচামেচি করতে শুরু করার পরই তারা পালিয়ে যায়। ঘরের আলমারির দরজা ছিল খোলা। বিছানার উপর তারা ফেলে রেখে যায় ফাঁকা গয়নার বাক্স। তাদের সন্ধানে বাড়িতে খোঁজ চালাতে গিয়ে এক যুবককে পরিবারের লোকেরা ছাদে লুকিয়ে থাকতে দেখেন। তাকে ধরে কিছু গয়নাও উদ্ধার করা হয়। এদিকে, মহম্মদ ইরফান নামে ওই যুবকের অভিযোগ, সে তপসিয়া রোড দিয়ে যাওয়ার সময়ই তাকে চোর সন্দেহে ধরা হয়। তাকে গণধোলাই দেওয়া হয়। প্রচণ্ড মারধর করা হয় তাকে। একটি লাঠি দিয়েও মারা হয়। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গা ও বাম চোখে আঘাত লাগে। শেষ পর্যন্ত গৃহস্থরা তাকে তিলজলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। পুলিশ তাকে হাসপাতালে ভর্তির পর নজরদারি রাখতে শুরু করেছে। পুলিশের কাছে সে-ও মারধরের পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশের এক কর্তা জানান, অভিযোগ দায়ের করার স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই রয়েছে। দু’পক্ষের অভিযোগই নেওয়া হয়েছে। দু’টি অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর পচাগলা দেহ উদ্ধার নিউটাউনের গেস্ট হাউসে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ নিউটাউনের গেস্ট হাউস থেকে উদ্ধার তথ্য-প্রযুক্তি কর্মীর দেহ। অক্টোবরের ২ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন যুবক। অবশেষে শনিবার রাতে একটি গেস্ট হাউস থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে। দেহের পাশ থেকে একাধিক ঘুমের ওষুধ পাওয়া গিয়েছে। তবে খুন নাকি, আত্মহত্যা তা নিয়ে ধোঁয়াশা। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বয়স ৩৪ বছর। তিনি উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের বাসিন্দা। একটি আইটি সংস্থায় কর্মরত ছিলেন তিনি। দিনকয়েক আগে নিখোঁজ হয়ে যান যুবক। পরিবারের পক্ষ থেকে নোয়াপাড়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে চন্দ্রনাথের মোবাইল ফোন ট্রাক করে। শেষ লোকেশন পাওয়া যায় নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরের একটি গেস্ট হাউসের। সেই সূত্রেই গেস্ট হাউসে আসেন তদন্তকারীরা। রুমের সামনেই আসতেই পচাগন্ধ পান তদন্তকারীরা। দরজা ভাঙতেই উদ্ধার হয় যুবকের পচাগলা দেহ। মৃতদেহের পাশে ঘুমের ওষুধ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন যুবক? এতগুলি ঘুমের ওষুধ যুবক পেলেন কী করে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। যুবক আত্মহত্যা করেছেন নাকি, খুন তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট

বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে অবশেষে শুরু হলো ভাবাডিঘি রেল প্রকল্প

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৬ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিন ধরে বহু প্রশাসনিক জটিলতা ও স্থানীয় বিরোধ সত্ত্বেও অবশেষে হুগলির ভাবাডিঘি রেল প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের পর প্রকল্পের কাজ শুরু করতে পারা সম্ভব হয়েছে। ভাবাডিঘি রেল প্রকল্পটি হুগলি জেলাকে উন্নত রেল যোগাযোগের সঙ্গে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি স্থানীয় মানুষদের দৈনন্দিন যাতায়াত সহজ করবে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে। দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে প্রকল্পটি স্থগিত ছিল। মূল সমস্যা ছিল জমির অধিগ্রহণ, স্থানীয় বিরোধ, এবং প্রশাসনিক অনুমোদনের বিলম্ব। স্থানীয় প্রশাসন ও রেল কর্মকর্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে সব বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আলোচনা ও সভার মাধ্যমে প্রকল্পের সুফল এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, প্রকল্প শুরু হওয়ায় আমরা অনেক আনন্দিত। এটি আমাদের এলাকার জন্য বড় পরিবর্তনের সূচনা করবে। প্রকল্পের আওতায় নতুন রেললাইন নির্মাণ এবং স্টেশনের আধুনিকীকরণ করা হবে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রকল্পের কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হবে এবং ভবিষ্যতে এটি যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প সম্পন্ন হলে, হুগলির বিভিন্ন এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী জেলার সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ এবং দ্রুত হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন, রেল প্রকল্পের ফলে এলাকার অর্থনীতি নতুনভাবে গতি পাবে। কৃষি, বাণিজ্য এবং স্থানীয় ব্যবসা এই নতুন রেল সংযোগের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া, যাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াতের সময় এবং ব্যয় কমবে, যা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে নানা সমস্যা সমাধান করতে স্থানীয় প্রশাসন ও রেল কর্তৃপক্ষ একযোগে কাজ করেছে। জমি অধিগ্রহণে আইনি জটিলতা, স্থানীয়দের উদ্বেগ, এবং পরিবেশগত দিকগুলো বিবেচনা করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রেল বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আমরা চেষ্টা করেছি প্রকল্পের ফলে কোনো বিরোধ সৃষ্টি না হোক এবং স্থানীয়রা প্রকল্প থেকে সর্বাধিক সুবিধা পান। স্থানীয়রা আশা করছেন, রেল প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে এবং এই অঞ্চলটি উন্নয়নের পথে এগোতে পারবে। পাশাপাশি, স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলিও সহযোগিতা করছে যাতে প্রকল্পে কোনো বিলম্ব না ঘটে।

বারুইপুর থেকে গ্রেফতার এক বাংলাদেশী নাগরিক, উদ্ধার ভুয়ো পরিচয়পত্র

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর,৬ অক্টোবর ঃ আবার বারুইপুর থেকে গ্রেফতার এক বাংলাদেশী। বারুইপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করলো এক বাংলাদেশি নাগরিককে। অভিযুক্তের নাম মহম্মদ সুজন মোল্লা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে অবৈধ পথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে সে।তারপর থেকেই বারুইপুরের চম্পাহাটি সোল গোয়ালিয়া এলাকায় ভুয়ো পরিচয়ে বসবাস করছিল। অভিযোগ, স্থানীয় আলমগীর মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে নিজের ‘ হিসাবে দেখিয়ে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এমনকি প্যান কার্ডও তৈরি করে ফেলেছিল ধৃত সুজন। পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। সুজনের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ও। মনে করা হচ্ছে, এই নথিগুলো ব্যবহার করেই সে সীমান্ত এলাকা পারাপার করতো।শুধু তাই নয়, সুজন নাকি ছিনতাই চক্রের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। পুলিশের দাবি, বাইক ও মোবাইল ছিনতাই করে সেগুলি বাংলাদেশে পাচার করা ছিল তার নিত্যকার কাজ।এই ঘটনায় শুধু সুজন নয়, তাকে সাহায্য করার অভিযোগে আলমগীর মোল্লাকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দুটি মোবাইল,একাধিক ভুয়ো নথি ও পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। কীভাবে দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে সে এখানে ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জাতীয় অপরাধ রেকর্ডস ব্যুরো বক্তব্য

শহর কলকাতায় শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বড় পরিসরে নিশ্চিত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ শহর কলকাতায় শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বড় পরিসরে নিশ্চিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে জাতীয় অপরাধ রেকর্ডস ব্যুরো। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শিশু ও প্রবীণদের বিরুদ্ধে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের সংখ্যা গত কয়েক বছরে কমেছে, যা পুলিশের কার্যক্রম এবং স্থানীয় প্রশাসনের সচেতনতার ফলাফল বলে মনে করা হচ্ছে। NCRB-এর রিপোর্টে দেখা গেছে, শিশুদের বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের ঘটনা তুলনামূলকভাবে কমেছে। প্রতিবছর কলকাতায় নির্দিষ্ট বয়সের শিশুদের জন্য নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার ওপর নজরদারি বৃদ্ধি পেয়েছে। পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসন শিশুদের স্কুল, খেলার মাঠ এবং আবাসিক এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। এই উদ্যোগের ফলে শিশুরা সুরক্ষিত পরিবেশে শিক্ষা এবং খেলার সুযোগ পাচ্ছে। প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি অনুরূপ। NCRB-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রবীণদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ যেমন জবরদখল, প্রতারণা বা হিংসার ঘটনা কমেছে। স্থানীয় পুলিশ স্টেশনগুলো প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন চালু করেছে, যা জরুরি পরিস্থিতিতে তৎক্ষণা সহায়তা প্রদান করে। পাশাপাশি, বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রবীণদের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে। কলকাতার বিভিন্ন জেলাশাসক এবং পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শহরে শিশু ও প্রবীণদের নিরাপত্তার ওপর নিয়মিত নজরদারি রাখা হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সেফটি অডিট, আবাসিক এলাকার জন্য

সিসিটিভি নজরদারি, এবং প্রবীণদের জন্য হেল্পলাইন ও কমিউনিটি ভিজিট প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, স্থানীয়.প্রশাসন সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সচেতন নাগরিক অংশগ্রহণে গুরুত্ব দিচ্ছে, যাতে শহরের নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী হয়। NCRB রিপোর্টে দেখা যায়, শিশু এবং প্রবীণদের ক্ষেত্রে সাধারণ অপরাধের হার অনেক কম। বিশেষ করে শিশুদের ওপর যৌন বা শারীরিক হেনস্থা, স্কুল সংক্রান্ত জড়িত অপরাধ, এবং প্রবীণদের ওপর অর্থ বা সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রতারণার ঘটনা ক্রমেই কমছে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি ঘটনার তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। শহরের নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী, এই পরিস্থিতি তাদের জন্য আশ্বাসজনক। কলকাতার বাসিন্দারা বলছেন, শিশু ও প্রবীণদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্কুল এবং আবাসিক এলাকায় পুলিশি নজরদারি ও সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে আমরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছি। নাগরিকরা পুলিশ এবং প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে প্রশংসা করেছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, গক্টঙক্ক-এর এই তথ্য শুধুমাত্র পুলিশি উদ্যোগই নয়, বরং সামাজিক সচেতনতা এবং কমিউনিটি অংশগ্রহণের ফল। তারা বলছেন, শিশু ও প্রবীণদের নিরাপত্তা শুধু পুলিশের দায়িত্ব নয়। সমাজের প্রতিটি স্তরকেই এতে অংশগ্রহণ করতে হবে। কলকাতায় দেখা যাচ্ছে, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ে শহরের নিরাপত্তা পরিবেশ অনেকটা উন্নত হয়েছে।

লক্ষ্মীপুজোয় বাজারে দাম বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন হাওড়া-হুগলির স্থানীয় মানুষজনরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৬ অক্টোবর ঃ আসন্ন লক্ষ্মীপুজোকে সামনে রেখে হাওড়া ও হুগলির বাজারে চাহিদার তুলনায় পণ্যদামের

অব্যাহত বৃদ্ধি স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। প্রতিদিন বাড়তে থাকা ক্রেতাদের চাপ এবং বিভিন্ন পুজো সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষ কেবল বাজেট নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না, বরং অনেকেই ভয় পাচ্ছেন যে, পুজোর আনন্দই কমে যেতে পারে। স্থানীয় বাজারে পুজোর মৌসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথেই প্রধান পুজো সামগ্রী যেমন কাঁঠালের মালপত্র, ফুল, আলতা, প্রদীপ, কুন্ডলী, এবং মাটির পুতুলের দাম বেড়েছে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, সরকারি সরবরাহে কিছুটা ব্যাঘাত ও অযথা চাহিদার কারণে বাজারে দাম স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে হাওড়া হুগলি অঞ্চলের ছোট হাটগুলোতে এই দাম বৃদ্ধি ক্রেতাদের ওপর প্রভাব ফেলছে। স্থানীয় ক্রেতারা জানিয়েছেন, আমরা প্রতিদিনের জীবনের খরচ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি, এমনকি পুজোর জন্য ছোট খরচও এখন ভীষণ চাপ তৈরি করছে। আগের বছরের তুলনায় সবকিছুর দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। ছোট দোকানদাররা বলছেন, তারা সরবরাহের অভাবে মূল্য বাড়ানোর বাধ্যবাধকতায় রয়েছেন। এছাড়া, ফুল, ফল ও আলতা প্রভৃতি দ্রুত নষ্ট হওয়া সামগ্রীর দাম নিয়মিতভাবে ওঠানামা করছে।

হুগলির বিভিন্ন বাজারে দেখা গেছে, পুজো উপলক্ষে বিশেষ ধরনের পুষ্পমালার এবং ফুলের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, মাটির প্রদীপ এবং দেবীপুতুলের জন্য ক্রেতাদের চাপ বেড়ে গেছে। সরবরাহকারীরা জানাচ্ছেন, উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় এবং পণ্যের পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে স্বাভাবিক দামে সামগ্রী পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তারা পুজোর বাজারে মনিটরিং চালাচ্ছে। বিভিন্ন বাজারে দাম সমন্বয় এবং ভোক্তাদের সহায়তার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে। তাছাড়া, ক্রেতাদের সচেতন করতে বাজারে ভিজিট এবং দোকানদারদের জন্য নিয়মিত নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, পুজোর বিশেষ সামগ্রী যেমন আলতা, কাঁঠাল, মাটির প্রদীপ এবং ফুলের কৃত্রিম মালপত্রের উপাদন প্রায় পুরোপুরি সীমিত। তাই ক্রেতাদের জন্য এসময়ে দাম বৃদ্ধি প্রায় অনিবার্য। তবে, সরকার এবং স্থানীয় সংস্থাগুলি চেষ্টা করছে যাতে দাম বৃদ্ধির প্রভাব কমানো যায় এবং ভোক্তারা সহজে পুজোর সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন। ক্রেতারা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, যদি দাম বৃদ্ধি এমনভাবে অব্যাহত থাকে, তবে সাধারণ মানুষ পূজার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। ছোট খরচের পুজোও এখন ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে ভোক্তাদের সচেতন থাকা এবং বাজার পর্যবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মহেশতলায় স্থবির জলে সাপের কামড়ে কিশোরী মৃত্যুঃ এলাকায় শোক ও আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায় এক মর্মান্তিক ঘটনায় কিশোরী এক চিকিসাধীন অবস্থায় মারা গিয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, ওই কিশোরী স্থবির জলে সাপের কামড়ের শিকার হন। স্থানীয়রা জানান, কিশোরী বাড়ির কাছে জল জমা থাকা এলাকায় খেলতে বা কাজ করতে গিয়ে এই ঘটনায় আহত হন। পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের বরাত দিয়ে জানা গেছে, কিশোরীকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হলেও সাপের বিষক্রিয়ার প্রভাব সামলাতে ব্যর্থ হয় চিকিৎসকরা। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই তার মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এমন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। স্থবির জল জমা থাকা এলাকায় এখন সকলেই সতর্ক হয়ে উঠেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীরা জানিয়েছেন, বর্ষাকাল এবং এই ধরনের জলজমায় সাপের উপস্থিতি স্বাভাবিক, তবে সচেতনতার অভাবের কারণে মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় প্রশাসন সতর্কবার্তা জারি করেছে এবং স্থানীয় মানুষদের সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের নির্দিষ্ট এলাকায় খেলাধুলা বা কাজ করার সময় সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।পুলিশের স্থানীয় ইনচার্জ জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিবারের সদস্য এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়রা আরও জানিয়েছেন, কিশোরীর মৃত্যু পরিবারের জন্য এক বড় ধাক্কা। এলাকায় তার পরিবারের পাশে থাকার পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী এবং প্রতিবেশীরা শোক প্রকাশ করছেন। এই দুর্ঘটনা এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করেছে, বিশেষ করে যেসব জায়গায় জল জমে থাকে এবং যেখানে সাপের উপস্থিতি হয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য স্থবির জলে খেলাধুলা, কাজ বা অন্যান্য কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা উচিত। এছাড়া, শিশুদের এবং কিশোরদের শিক্ষিত করে রাখা উচিত যে, এমন এলাকায় প্রবেশের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে পুলিশের জালে ২ অভিযুক্ত

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ বরানগরে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের দায়ে সোমবার সকালে কলকাতা থেকে দু’জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাদের জেরা করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের হদিশ পাওয়ার চেষ্টায় রয়েছে পুলিশ। এই খুনের ঘটনায় প্রথম থেকেই নজরে ছিল ‘ ডাকু’ সুবোধ সিংয়ের গ্যাং। তাঁর টিমের ডাকাতির কিছু বিশেষত্ব থাকে। যেমন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে ভয় দেখিয়ে সময় নষ্ট না করে খুব বেশি হলে ১০মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করা। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, এগুলোর কোনওটাই অনুসরণ হয়নি এক্ষেত্রে। সোনার দোকানে থাকা ভারী লোহার দণ্ড ব্যবহার করেই মাথায় আঘাত করা হয়েছিল ষাটোর্ধ স্বর্ণ ব্যবসায়ী শংকর জানাকে। দোকান থেকেই সেটি উদ্ধার হয়েছে। হামলার শুরুতেই ব্যবহার করা হয়েছিল লঙ্কার গুঁড়ো! ক্রেতা সেজে ঠিক যেই সময়ে দুষ্কৃতীরা এসেছিল তখন অন্যান্য দোকান বন্ধ থাকে। শংকর জানাও সাধারণত সেই সময় দোকান বন্ধ করেন, আবার বিকেল ৫টার পর খোলেন। তাই পরিচিত কেউ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলেই সন্দেহ ছিল পুলিশ ও ব্যবসায়ী মহলে। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে জড়িত সন্দেহে ২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। লুটের উদ্দেশ্যেই এই খুন? নাকি পিছনে লুকিয়ে অন্য কোনও রহস্য, জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গে সরাসরি পরিদর্শনে যাচ্ছেন রাজ্যপাল সি.ভি. আনন্দবোস, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ অক্টোবর ঃ রাজ্যের উত্তরবঙ্গের বন্যা ও বর্ষণ পরিস্থিতি সরাসরি পর্যালোচনা করতে আজ উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি.ভি. আনঃদবোস। প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, তিনি বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে সরাসরি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করবেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলা সম্প্রতি ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি নদীর জলস্রোতের কারণে বন্যার কবলে পড়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়িড়, কোচবিহার ও কালিম্পং জেলায় নদী ও খাল বেষ্টিত এলাকায় জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রশাসন এবং উদ্ধারকর্মীরা অবিরাম কাজ করছেন। এই পরিস্থিতি আরও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে রাজ্যপাল ব্যক্তিগতভাবে এলাকায় যাচ্ছেন। রাজ্যপাল আনন্দবোসের এই সফর মূলত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষ ও উদ্ধারকর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ এবং পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, তিনি বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় প্রশাসন, পুলিস এবং উদ্ধার টিমের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এর পাশাপাশি,

তিনি বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলোও শুনবেন। উত্তরবঙ্গের স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসন আশা করছেন, রাজ্যপালের সরাসরি উপস্থিতি তাদের জন্য স্বস্তির খবর এবং এটি প্রশাসনের তপরতা আরও বাড়াবে। স্থানীয় প্রশাসন ইতিমধ্যেই নিরাপদ স্থানান্তর, খাদ্য, জল ও জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা জোরদার করেছে। রাজ্যপালের পরিদর্শন সেই কার্যক্রমের প্রভাব আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া, রাজ্যপাল সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং বন্যা প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, স্থানীয় প্রশাসন এবং উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গে রাজ্যপালের সরাসরি পর্যালোচনা দ্রুত সঙ্কট মোকাবেলায় সহায়ক হবে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ইতিমধ্যেই বর্ষণজনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্য জেলা প্রশাসনের পর্যায়ে.ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করেছে। রাজ্যপালের এই সফর সেই কার্যক্রমের ত্বরান্বয় ঘটাবে এবং স্থানীয়দের মনোবল বৃদ্ধি করবে। প্রশাসনিক সূত্রের খবর অনুযায়ী, তিনি শুধু অবস্থা পর্যবেক্ষণই করবেন না, পাশাপাশি দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের জন্যও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন। স্থানীয়রা আশাবাদী, রাজ্যপালের উপস্থিতি তাদের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আশা জাগাবে। স্থানীয় রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতারা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন রাজ্যপালের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় করতে, যাতে প্রতিটি জেলা পর্যায়ে পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

বাংলায় ‘জঙ্গল রাজ’, কটাক্ষ বিপ্লব দেবের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ এই হিংস্রতা বিজেপিকে মানুষের সেবা করা থেকে থামাতে পারবে না। উত্তরবঙ্গে ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে রক্তাক্ত বিজেপি সাংসদের ছবির ভিডিয়ো যুক্ত করে এ কথা লিখলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব। বিপ্লববাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, নাগরাকাটায় ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক ডঃ শঙ্কর ঘোষের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালানো হয়েছে। ২৩ জনেরও বেশি মানুষের জীবনহানি, হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন, তবুও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কলকাতায় নাচে মগ্ন ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে আর গণতন্ত্র নেই ঃ সুকান্ত

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, আমাদের সাংসদ, বিধায়ক এবং রাজ্য নেতাদের উপর যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তাতে বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। আজ, আমাদের রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে বিজেপির একটি দল ত্রাণ কাজের জন্য, জনগণের সঙ্গে দেখা করতে সেখানে গিয়েছিল।

কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার আয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর, ৬ অক্টোবর ঃ কোন্নগর রাজেশ্বরী মহালক্ষ্মী মাতার মন্দিরে হিনন্দু শাস্ত্র বিধি মেনে নিস্টার সঙ্গে পালিত হল কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা। জগৎ গুরু শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত রাজ রাজেশ্বরী মন্দির তথা সেবা মঠে এই দিন প্রথমে সিদ্ধি দাতা গণেশের আরাধনা করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে কোজাগরি লক্ষী মাতার পূজা সুসম্পন্ন হল। এমনিতেই এই মন্দিরে মহালক্ষ্মী রাজরাজেশ্বরী মাতার পিঠস্থান তার মধ্যে হিন্দু শাস্ত্র বিধি অনুসারে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার প্রচলন যা ঘরে ঘরে পালিত হয়ে আসছে, সেই উৎসব এই রাজরাজেশ্বরী মাতার মন্দিরে বিপুল সমারোহে পালিত হলো। এই দিন সকলে যোগিনীদের পূজা করা হয়। পঞ্চামৃত তে অভিষেক করানো হয়। মহালক্ষী মাতার কোজাগরী রূপের পূজা তথা শস্য দানার পূজা করা হয়। এই দিন মাতা রাজরাজেশ্বরী বা মহালক্ষী মাতা কে বেনারসি এবং ওড়না সাজে অলংকৃত ও সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীযন্ত্রের ও শঙ্খের পূজা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এছাড়া হোম যজ্ঞ করা হয়। এই মন্দিরে শ্রী যন্ত্র তথা মাতা কে বিভিন্ন প্রকার ভোগ নিবেদন করা হয়। অন্ন ভোগ থেকে শুরু করে ফল-ফলাদি বস্ত্র, শাঁখা, সিঁদুর এমনকি সোনার গহনা নিবেদন করা হয়। এই দিন মাতা লক্ষীকে সোনা, রুপা এবং স্ফটিকের অলংকারে সুসজ্জিত করা হয় এমন ভাবে যেন স্বর্গের দেবী জাগ্রত রূপে এখানে বিরাজ করছেন। এছাড়া নারী এবং শিশু কন্যাদের প্রতি বিশেষ সম্মান ও দানধ্যান করে মাতা লক্ষীর অবস্থানকে জাগ্রত করা হয়। এই মন্দিরে, দুপুরে সকলকে মাতা লক্ষীর ভোগ প্রসাদ বসিয়ে খাওয়ানো হয়। লক্ষী পূজা উপলক্ষে ৫০১টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। এছাড়া শঙ্খ ধনির সাথে বিভিন্ন সুগন্ধি, পুষ্প, ধুপ, দীপ প্রজ্জলন করা হয়। পাশাপাশি ১০৮ রকমের শস্য দানা এবং চারা গাছকে মাতা লক্ষীর আধার রূপে পূজা করা হয়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে কোনরকম শব্দ দূষণ বা বিশৃঙ্খলা বা আপ্যায়নের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস ধন-সম্পদ ঐশ্বর্যের দেবী হলেন লক্ষী। সুখ-শান্তিতে বাস করতে অর্থের প্রয়োজন। তাই সবাই চান ধন-সম্পদে থেকে পরিবার পরিজন সহ জীবন ধারণ করতে। দেবী লক্ষী হলেন শ্রী সমৃদ্ধি বিকাশ ও অভ্যুদয়ের প্রতীক। মন্দিরের মূল প্রধান মহারাজ সচ্চি স্বরূপ এবং শ্রীধর দ্বিবেদী এবং পন্ডিত আচার্য রবিশঙ্কর দ্বিবেদী বলেন লক্ষী বিনা এই জগৎ সংসার শ্রীহীন এবং অভুক্ত। তাই মহালক্ষী মাতার রাজরাজেশ্বরী মন্দিরে ও মঠে এই পূজা চলে আসছে। এই পূজার আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন ঋত্বিক মিশ্রা, সৌরভ মিশ্রা, রবি চৌবে, প্রভাত পাচৌরি প্রমুখ ও বিশিষ্ট জনেরা।

কুলতলিতে গুলিতে গুরুতর আহত এক তৃনমূল কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন কুলতলির বিধায়ক

নিজস্ব সংবাদাতা,কুলতলি, ৬ রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতুলির কুন্দখালী গোদাবর পঞ্চায়েতের বৃন্দাবনের খেয়া মোড়ে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হলেন তৃণমূল কর্মী সেলিম খাঁ (৪০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেলিমের একটি চায়ের দোকান রয়েছে ওই মোড়েই। এদিনও তিনি প্রতিদিনের মতো দোকানে বসে ছিলেন। ঠিক সেই সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে। এলাকায় অন্ধকার নেমে আসতেই সুযোগ নেয় দুষ্কৃতীরা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আচমকাই

চার রাউন্ড গুলি এবং তিনটি বোমা ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। তার মধ্যে দুটি গুলি সেলিমের পিঠ ও গালে লাগে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দুষ্কৃতিরা একটি বাইকে দুজন এসেছিলেন বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ।সেলিমের বাড়ি বকুলতলা থানার বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েতের বুইচবাটি গ্রামে। সে শশুর বাড়িতে থাকতো।গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সোমবার সকালে সেলিমের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।তবে গুরুতর আহত সেলিমের স্ত্রী কুলতলি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে সোমবার বলেন,আমার স্বামীকে খুনের হুমকি আগেই দেওয়া হয়েছিল। পুলিশকে বারবার বলার পরেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলে আজ এই ঘটনা ঘটতো না।আমি চাই ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেফতার করুক পুলিশ।এদিন কলকাতার পি জি হাসপাতালে গিয়ে আহত তৃনমূল কর্মী সেলিম খাঁকে দেখে আসেন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল।তিনি এদিন বলেন, পুলিশকে বলেছি দ্রুত অপরাধীদের গ্রেফতার করতে। সেলিম তাড়াতাড়ি সুস্থ হলে কেন তাকে মারার চেষ্টা করা হলো তা সামনে উঠে আসবে।

বালিতে ফের এটিএম জালিয়াতির চেষ্টা, সচেষ্ট পুলিশ

সুমন আদক, বালি, ৬ অক্টোবর ঃ বালিতে ফের এটিএম জালিয়াতির চেষ্টা, খবর পেয়েই সচেষ্ট পুলিশ। এদিন অভিযোগ পেয়েই তদন্তের স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হলো দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএম। চলছে তদন্ত। বালিতে ফের এটিএম জালিয়াতির চেষ্টা। সোমবার সকালের ঘটনা। গ্রাহকের সচেতনতায় রক্ষা পেয়েছে তাঁর সঞ্চিত অর্থ। বালির জি টি রোডে পাশাপাশি দুটি এটিএম মেশিনে কার্ড আটকে যাওয়ার ঘটনা ঘটে এদিন সকালে। পাশে ভুয়ো হেল্পলাইন নং দেওয়া হাতে লেখা কাগজ সাঁটিয়ে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও হয় বলে অভিযোগ। ঘটনা জানাজানি হলে বালি থানার পুলিশ এসে এটিএম দুটি বন্ধ করে দেয়। এদিন

লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে ব্যাঙ্ক ছুটি থাকায় মঙ্গলবার ব্যাঙ্কে তদন্ত চালাবে পুলিশ। আতঙ্কে গ্রাহকরা। ব্যাঙ্কের গ্রাহক সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্ক্রিনে লেখা ছিল ’প্লিজ টেক ইওর কার্ড।’ কিন্তু কার্ড বের করা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি করলে কার্ড ব্লক হয়ে যাচ্ছে। এর আগেও আমার একবার হয়েছিল। এরকম হলেই গ্রাহকদের বিপদের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা টাকা হাতানোর টার্গেট করবে। এই এটিএম কাউন্টারে বারে বারে এই ধরনের অপরাধ ঘটছে। আরেক গ্রাহক বলেন, এটিএমে আগে থেকেই একটা কার্ড ব্লক করে রাখা আছে। এর আগের বারেও একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। যখনই গ্রাহক থানায় অভিযোগ জানাতে যাবেন তখন কেপমাররা এসে নিজেদের কোড নম্বর দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেবে। আগের বারেও যা ঘটনা ঘটেছিল আজও সেই ঘটনা ঘটেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২০ আশ্বিন, ১৪৩২

বিবেকানন্দের দুর্গা

১৮৯৮ সাল!!চিকাগো থেকে ফেরার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। স্বামীজী বসে আছেন বেলুড় মঠের গঙ্গার তীরে। শীতের বিকালের শেষ রোদ গঙ্গার ঢেউয়ের বিভঙ্গে লুকোচুরি খেলছে তখন। স্বামীজীর পাশেই বসে আছেন, তাঁর বিদেশীনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা। নৈস্বর্গীক নিস্তব্ধতা ভেঙে, জলদগম্ভীর কন্ঠে স্বামীজী বলে উঠলেন, না, সিস্টার! এই ভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না! সিস্টার - বলুন স্বামীজী কি করতে হবে? স্বামীজী বললেন, সারা পৃথিবীকে আমি ভারতীয় দর্শন তো বোঝালাম। কিন্তু আমি নিজে কি আজও ভারত মা'কে জানা চেনার চেষ্টা করেছি? ভাবছি পায়ে হেঁটে আমি ভারত মাকে দর্শন করবো। তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে যেতে? সিস্টার বললেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য স্বামীজী! এই দেশটাকে আমি আমার নিজের দেশ ভেবে সব ছেড়ে চলে এসেছি। এই দেশকে চেনা জানার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে চাই। যত কষ্টই হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব স্বামীজী! যেমন ভাবনা, তেমন কাজ! দক্ষিণের কন্যাকুমারী থেকে শুরু হল পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন। গন্তব্য উত্তরের কাশ্মীর উপত্যকা। টানা প্রায় ৬ মাস পথ চলে, অক্টোবরে স্বামীজী পৌঁছালেন কাশ্মীর। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর তখন প্রায় চলছেনা, একটু বিশ্রাম চাইছে। উপত্যকার একটা ফাঁকা মাঠের পাশে একটা পাথরের খন্ডের উপর বসে ক্ষণিক বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজী। সামনের মাঠে খেলা করছে কয়েকটি স্থানীয় শিশু কিশোর। একটি বছর পাঁচেকের শিশুকন্যাও তাদের মধ্যে রয়েছে। ঐ কন্যাটির দিকে একদৃষ্টে দেখছেন স্বামীজী। কন্যাটির মা, তাঁর মেয়েকে ডেকে, একটি পাত্র করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। মেয়েটিও খাবারটি সবে মুখে তুলতে যাবে! এমন সময়ে, আরও দূর থেকে, আরও ছোট একটি ছেলে চিৎকার করে নিজেদের ভাষায় কিছু একটা বলতে বলতে মেয়েটির কাছে ছুটে এল। মেয়েটি নিজের মুখের খাবারটা রেখে দিলো আবার পাত্রের মধ্যে। খাবার সমেত পাত্রটি এগিয়ে দিলা ঐ ছেলেটির দিকে। স্বামীজীও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন! চিৎকার করে বললেন, সিস্টার আমি পেয়ে গেছি! সিস্টার বললেন, কি পেলেন স্বামীজী? স্বামীজী বললেন, - মা দূর্গাকে পেয়ে গেছি! ভারত মাকে খুঁজে পেয়েছি! স্বামীজী- ঐ দ্যাখো সিস্টার! যে মেয়েটা নিজের মুখের খাবার, হাসতে হাসতে ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারে, যুগ যুগ ধরে সেই তো আমার মা দূর্গা! সেই তো আমার ভারত মাতা! স্বামীজী - সিস্টার! তুমি পূজার উপকরণ সাজিয়ে ফেল। আগামীকাল দূর্গাপূজার অষ্টমীতে এই মেয়েটিকেই আমি ক্ষির ভবানী মন্দিরে, দূর্গার আসনে বসিয়ে কুমারীপূজা করবো। আমি যাচ্ছি মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলতে। হঠাৎ স্বামীজীর রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাশ্মীরী পন্ডিত! স্বামীর্জী! আপনি দাঁড়ান! পন্ডিতরা - স্বামীজী!! আপনি না জেনে বুঝেই ভুল করতে যাচ্ছেন! ঐ মেয়েটিকে আপনি কখনোই দূর্গা রূপে পূজা করতে পারেন না! ওর জন্ম মুসলমান ঘরে! ওর বাবা একজন মুসলমান শীকারা চালক! ও মুসলমানের মেয়ে! স্বামীজীর কান দুটো লাল হয়ে গেছে! চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠেছে! গম্ভীর গলায় স্বামীজী বললেন,
আপনারা আপনাদের মা দূর্গাকে হিন্দু আর মুসলমানের পোষাক দিয়ে চেনেন! আমি আমার মা দূর্গাকে অন্তরাত্মা দিয়ে চিনি! ঐ মেয়েটির শরীরে হিন্দুর পোষাক থাক বা মুসলমানের পোষাক, ওই আমার মা দূর্গা! আগামীকাল ওকেই আমি দূর্গার আসনে বসিয়ে পূজা করবো! পরেরদিন সকাল! দূর্গাপূজার অষ্টমী! ক্ষির ভবানী মন্দিরে ঘন্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে!

অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি

অধ্যাপক ও সমাজবিজ্ঞানী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সংক্ষেপে ডি পি মুখার্জি নামে পরিচিত, ভারতীয় অধ্যাপক ও সমাজবিজ্ঞানী ছিলেন। সমাজতত্ত্ব ও মার্কসবাদ বিষয়ের উপর কাজে ও বক্তৃতায় দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেন। সাহিত্য সমালোচনায় তিনি 'মার্কসীয় নন্দন তাত্ত্বিকদের পুরোধা' অভিধায় পরিচিত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদের জন্ম বৃটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির হুগলি জেলার চাতরায়। পিতার নাম ভূপতিনাথ মুখোপাধ্যায় এবং মায়ের নাম এলোকেশী দেবী। তাঁদের পৈতৃক নিবাস ছিল অধুনা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার ভাটপাড়ার কাছে নারায়ণপুর গ্রামে। পিতা বারাসতের আইনজীবী ছিলেন। তাই ধূর্জটিপ্রসাদের শৈশবের পড়াশোনা বারাসত গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। এখান থেকেই তিনি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ধূর্জটিপ্রসাদ রিপন কলেজ (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসে এম.এ এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতিতে এম.এ পাশের পর কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। নতুন লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অর্থনীতির ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন এবং তিন দশকের (১৯২২ - ৫৪) বেশি সময় অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.জাকির হোসেনের আহ্বানে তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যোগ দেন। ধূর্জটিপ্রসাদ তার সময়কালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন। পূরণচাঁদ জোশী, ত্রিলোকী নাথ মদন, অশোক মিত্র ও কিশোর সরন, ভি বি সিং প্রমুখ তার ছাত্রদের জীবনে ও ভাবনায় আদর্শ হতে পেরেছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থনীতি বিষয়ক এক সাপ্তাহিকের প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে তিনি লাইট উইদাউট হিট বা 'তাপ ব্যতীত আলো' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৭-৪০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন পদে কাজ করেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন মা শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। মা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি দিয়েছিলেন। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান।

সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে।শক্তির কথা বলতেন মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ের শক্তি দেন।

রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের শরিক ডিরোজিও

রবীন্দ্র কুমার শীল

('ইয়ং বেঙ্গল' নেতা শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও কে নিয়ে আলেচনা করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। আমি কেবল তাঁর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি মাত্র দিক তুলে ধরতে কলম ধরলাম। তাঁর রচিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী কাব্যটি ''দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল''' (১৮২৮) শিক্ষিত সমাজে গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে সেই সময়ে শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব শক্তিশালী হিন্দু দল নেতা এই বইটি পড়তে গোঁড়া হিন্দুদের নিষিদ্ধ করেছিলেন। ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেন ১৮০৯ সালে ১৮ এপ্রিল। পরলোকগমন করেন ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে) ঃ

ডিরোজিওর বাড়িটি এখন হেরিটেজ তকমা লাভ করেনি। এই নিয়ে একটি চাপা ক্ষোভ রয়েছে ডিরোজিও স্মরণ সমিতির সদস্যদের। তাঁরা বলেছেন যে কলকাতা পুরসভাকে বহুবার অনুরোধ করা হয়েছিল ডিরোজিওর বাড়িতে একটি ফলক, মূর্তি এবং হেরিটেজ নীল প্লাক লাগাতে। সেটা এখনও পর্যন্ত লাগানো হয়নি। ১৫৫এ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডে বসবাস করতেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। কাগজে কলমে এই বাড়িকে হেরিটেজ বলে স্বীকৃতি দিলেও এখনও পর্যন্ত কোনও নীল প্লাক লাগানো হয়নি পুরসভা থেকে। অথচ কলকাতার বহু ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়িতে হেরিটেজ তকমা লাগানো হয়েছে। ডিরোজিও স্মরণ সমিতির সদস্যরা আবার পুরসভাকে এই দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানায়। ১৮৩১ সালের ২৬ জানুয়ারি ডিরোজিও ২২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক ছিলেন। গত ২৬ ডিসেম্বর ডিরোজিও পরলোকগমন করার দিনে তাঁকে স্মরণ করতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিরোজিওর স্মরণ সমিতির সদস্যঅধ্যাপক শক্তি সাধন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শঙ্কর নাথ প্রমুখ। বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও ডিরোজিওর মূর্তি মাল্যদান করেন সাউথ পার্ক স্ট্রিট সমাধিক্ষেত্রে। ডিরোজিও স্মরণ সমিতির পক্ষ থেকে অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় বলেন যে ডিরোজিও বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিক ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক, সাংবাদিক এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তাঁর অনুগামী ছাত্ররা তৈরি করেছিলেন ইয়ং বেঙ্গল নামে একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীরা হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ডিরোজিও সংস্কার মূক্ত মনকে আজকে আমাদের খুবই প্রয়োজন। তিনি প্রথম প্রতিবাদী শিক্ষক এবং প্রথম বিতারিত শিক্ষক। তাঁর আগে আর কোনও শিক্ষককে জোর করে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়নি। ডিরোজিও অপরাধ তিনি হিন্দু ধর্মের সুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছাত্রদের লড়াই করার মানসিক শক্তি জোগাচ্ছিলেন। এই মহান

শিক্ষককে নিয়ে আজকে আর কোনও চর্চা হয় না। ডিরোজিও স্মরণ সমিতির একজন বিশিষ্ট সদস্য ডাক্তার শঙ্কর কুমার নাথ জানান যে ডিরোজিও বাড়িতে এখন একটি হাসপাতাল হয়েছে। সেই হাসপাতাল বেসরকারি। সেখানে ডিরোজিওর একটি ফলক তৈরি করে বাড়ির সমানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে স্মরণ সমিতির পক্ষ থেকে। কিন্তু কলকাতা পুসসভার থেকে কোনও হেরিটেজ ফলক বা নীল প্লাক বসানো হয়নি। এই বাড়িতে ফলক এবং মূর্তি বসানোর ফাঁকা স্থান রয়েছে।

যুক্তিবাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্তির মধ্যে থেকে হিন্দু ধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি ডিরোজিও। তাঁর প্রধান কারণ হল রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হুগলির জেলার রাধানগরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। আর ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮০৯ সালে। উভয়ের বয়সের তফাৎ ৩৭ বছর। বলতে গেলে রাজা রামমোহন রায় ডিরোজিও জ্যাঠামশাই তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস জন্ম ১৭৭৯ সালে। রাজা রামমোহন রায়ের চেয়ে সাত বছরের বড়। রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন ১৮১৪ সালে। ডিরোজিও তখন মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ছিলেন। ডিরোজিও শিক্ষক ছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড। তাঁর স্কুলে ছাত্রজীবন শেষ করতে ডিরোজিও ১৮২৩ সাল পার হয়ে গিয়েছিল। অল্পকালের জন্য কেরানি জীবন এবং ইণ্ডিয়ান গেজেটে' সংবাদপত্রে কাজ করার পর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকার পদে যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক ডিরোজিও একই সঙ্গে কলকাতা বাসিন্দা ছিলেন ১৮২৬-১৮৩০ সাল পর্যন্ত। মাত্র চার বছর। ১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিলাতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানেই তিনি দেহ রাখেন ১৮৩৩ সালে। আর ডিরোজিও কর্মচ্যুত হন ১৮৩১ সালে ২৩ এপ্রিল। তারপরে তিনি 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৮৩১ সালে ২৬ ডিসেম্বর। তবুও রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সতী দাহ প্রথার বিরোধী আন্দোলনের তিনি একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য বিলাত পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন আবার কলকাতা নির্মাণ কর্তা জব চার্নক সতী হওয়া এক মহিলাকে শ্মাশন ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। জব চার্নকের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি নজির স্থাপন করলেন বলা যেতে পারে। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়া এবং ইংরজ শাসকদের দিয়ে বিধান তৈরি করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ ডিরেজিওর মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। সেই রেখাপাতের ফল স্বরূপ ডিরোজিও একটি কাব্য লিখে ফেললেন 'দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল''। ১৮২৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পুরোদস্তুর আখ্যান কাব্য। এই কাব্য রচনা করে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও খুব সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও একটি আখ্যান কাব্য রচনা করে সতীকে মানবিক মর্যাদা দান করলেন। সেখানে দেখিয়েছিলেন নলিনী নামে একজন তরুণী বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করার আয়োজন করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে চিতাস্থল থেকে এক দস্যু ফকির (যিনি ছিলেন সতী নলিনীর পূর্ব প্রেমিক) তাকে কীভাবে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। তাদের ভালোবাসা রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া দুঃসাহসিক বেদনার করুণ কাহিনী। ডিরোজিও এই কাব্যের পদটীকায় লিখেছেন-''Sattee is a spectacle of misery, exciting in the soectator a malancholy reflection upon the tyranny of superstition and priest craft''। এবং তিনি মনে করেছেন এই দানবিক প্রথাটি রদ করার জন্য মানব হিতৈষীদের সক্রিয়তা রয়েছে-''The practice of sattee, or of burning or burying alive the widows of Hindoos is heeby declared illegal, and punishable by criminal courts-REG XVII,1829''। এই কাব্য প্রকাশের এক বছর বাদে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা আইন পাশ করেন। এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে ডিরোজিও নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। কবিতাটি ৮ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয়। শিরো টিকায় বেন্টিকের সতীদাহ বিজ্ঞপ্তি।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে ছবি বিশ্বাস ছিলেন অভিজাত শিল্পী

রাজেন তরফদার

কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পুত্র সন্দীপ রায় তাঁর পিতার অভিনয় জগতৎ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'অভিনয়ের তথা সংগীতের কথা বলতে গেলেই ছবি বিশ্বাসের কথা না বলে পারা যায় না। প্রথমটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সকলের কাছেই স্পষ্ট, দ্বিতীয়টির কথা কেন বললাম সেটা আমার বাকি কথা থেকেই পরিষ্কার হবে। ছবিবাবুর সঙ্গে আলাপ 'জলসাঘর'-এর সুত্রে। 'জলসাঘর' -এর কাজের জন্যই মুর্শিদাবাদের নিমতিতা গ্রামের চৌধুরীবাড়িতে একাধিকবার বেশ কয়েকদিনের জন্য আমাদের একসঙ্গে থাকতে হয়েছিল। বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস ছাড়া আর কোনও অভিনেতার কথা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কাস্টিং পর্বে যখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হল, তখন বুঝলাম যে আর সবদিক দিয়ে আদর্শ নির্বাচন হলেও, দুটি ব্যাপারে সংশয়ের কারণ রয়ে যাচ্ছে। এক হল; তিনি কোনওদিন ঘোড়ায় চড়েননি; আর দ্বিতীয়; তিনি সংগীত সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। 'সারে গামা জানেন?দ 'সন্দেহ আছে। 'রাগরাগিণী?' 'আদপেই না। ঘোড়া চড়া যদি বা শিখিয়ে নেওয়া যায়, এ বয়সে সংগীতবোধ জাগানোর চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি না হলেও, দুটোর কোনওটাই আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

অশ্বারোহণের দৃশ্যে বিশ্বম্ভরের পোশাক পরিয়ে একটি 'ডাবল'-এর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এই 'ডাবল'-এর ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি নাকি কলকাতার তথা বাংলা দেশের সেরা 'স্টান্টম্যান'। কিন্তু ছবির শেষে ঘোড়া থেকে বালির উপর পড়ে যাওয়ার দৃশ্যে এই 'স্টান্টম্যান' যে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তার ফলে ভবিষ্যতের কোনও ছবিতে বাংলা দেশের স্টান্টম্যান ব্যবহার করার বাসনায় জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল। একটি মাত্র আছাড়ের ফলেই আমাদের খাঁ সাহেবকে তিনদিনের জন্য শয্যা নিতে হয়েছিল। সংগীতের ব্যাপারটা অবিশ্যি এর চেয়ে অনেক ভালই উতরেছিল। এমনকী একটি দৃশ্যে ছেলের গানের সঙ্গে সংগতি রেখে এসরাজের উপর ছড় ও অঙ্গুলি চালনা করতে হয়েছিল ছবি বাবুকে। অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে এই কঠিন পরীক্ষাতেও তিনি দিব্যি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আরেকটি দৃশ্যে বিশ্বম্ভর রায় জ্যোৎস্না রাত্রে তাঁর বাড়ির বারান্দায় একা বসে আছেন। অদূরে মহিম হালদারের বাড়ি থেকে খেয়াল সংগীতের রেশ ভেসে আসছে, বিশ্বম্ভর বিষণ্ন তন্ময়তার সঙ্গে সে গান শুনছেন। বাঁ হাতে তাঁর ছড়িটি ধরা আছে, ডান হাতটা ছড়ির মাথার উপর রাখা। দৃশ্যটি যখন তোলা হয়, তখন অবিশ্যি কোনও সংগীত ব্যবহার করা হয়নি। আমি কেবল বলে দিয়েছিলাম; আপনি শুনতে শুনতে যে-কোনও একটা মুহূর্তে আপনার ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ছড়িটার উপর একটা মৃদু আঘাত করবেন; ব্যস, তা হলেই আমার কার্যসিদ্ধি হবে। ছবির কাজের শেষ দিকে শব্দ সংযোজনার সময় এই মূক দৃশ্যে যখন খেয়াল গানটি জুড়ে দেওয়া হয়, তখন গানের একটি সম-এর সঙ্গে ছবিবাবুর তর্জনীর ওই আঘাতটি মিলিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে বিশ্বম্ভর যে গানের সমঝদার, সে বিষয়ে অন্তত সংগীতজ্ঞদের মনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না।

এই ছবিবাবুই একদিন সংগীত সম্পর্কে হঠাৎ ভীষণভাবে সচেতন হয়ে পড়েন। সেও এই 'জলসাঘর' -এর শুটিংয়েই। নিমতিতার রাজবাড়ির প্রশস্ত বারান্দার দুই প্রান্তে দুটি ঘরের একটিতে ছবিবাবু ও আরেকটিতে আমি থাকতাম। (আমার ঘরটিতে বসেই নাকি এককালে ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলিবাবা' রচনা করেছিলেন।) শুটিং চলত সকালে ও বিকালে। সন্ধ্যাবেলা থেকে ছবিবাবু তাঁর নিজের ঘরেই থাকতেন। যেদিনের ঘটনা, তার পরের দিন তোলা হবে রায়বাড়িতে উৎসবের দৃশ্য। তাতে গড়ের বাদ্যি বাজবে। তাই মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছে ব্যান্ডপার্টি। রাত তখন হবে সাড়ে আটটা। আমি আমার ঘরে বসে ল্যাম্পের আলোয় চিত্রনাট্যের পাতা উলটোচ্ছি। একতলায় বারান্দার সামনেই ব্যান্ডপার্টি মহড়া দিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমি আমার জানলা থেকে এটা বাজাও সেটা বাজাও বলে নির্দেশ দিচ্ছি।

হঠাৎ শুনি বারান্দার অপর প্রান্ত থেকে প্রচণ্ড হুংকার; 'মিস্টার রয়!'; ছবিবাবুর কণ্ঠস্বর। হন্তদন্ত হয়ে বাইরে এসে দেখি ভদ্রলোক লুঙ্গি পরে বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চেয়ে ভারী বিরক্ত ও অস্থিরভাবে মাথা নাড়ছেন। আবছা অন্ধকারে আমায় দেখতে পেয়ে একটা হাত ব্যান্ড বাদকদের দিকে নির্দেশ করে পরম অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে কী? আমি বললাম, 'কাল যে বিশ্বম্ভরের বাড়ির উৎসবে ব্যান্ড বাজবে। তাই মহড়া দিচ্ছে আর কী।' ভদ্রলোক গর্জিয়ে উঠলেন, 'ডু ইউ কল দিস এ ব্যান্ড? না আছে তাল, না আছে স্পিরিট; হুঃ!' আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে ভাল ব্যান্ড আর কী করে পাবেন বলুন।...''
-সত্যজিৎ রায় (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুজতবা আলি

বিকাশ মৈত্র

'আমি যখনই ভালো হই তখনই জানবেন সেটা পারিবারিক ঐতিহ্যকে পীড়িত করে। আপনিও তো লেখেন অনিচ্ছায়, হাতের লেখা দেখেই তো বোঝা যায়। আমাদের এই সদ্দৃষ্টান্ত যদি বাঙালি লেখক অনুকরণ করতো'। ১৯৬০ সালের ১৩ রা মার্চ লেখা আরেকটি চিঠিতে জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি প্রামাণিক বই লিখবার স্বপ্নের কথা, 'প্রিয়বরেষু, 'পট বয়লার' না লিখতে হলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানা প্রামাণিক বই লেখার বাসনা ছিল। বছর তিনেক লাগত। ততদিন খাব কি? তাই অবসর সময়ে পূরবীর একটি টীকা লিখছি। বিপদ হয়েছে, সাধারণ পাঠক কতখানি রবীন্দ্রনাথ বোঝে তার স্ট্যান্ডার্ডটা ধরতে পারছি না। বাংলায় এম এ পাস ছোকরার কবিতা-বোধশক্তি দেখে তো নিরাশ হতে হয়। অতএব একটু বাখানিয়াই টীকাটি 'প্রস্তুত' (বেতারের ভাষায়) করছি। আপনাকে আবার কবে দেখব কে জানে?'

উল্লেখিত পত্রাংশদ্বয় থেকে বোঝা যায়, মুজতবা আলী তখন জীবিকার জন্য টানা লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। একদিকে শান্তিনিকেতনের মধ্যেকার অসহ্য অবক্ষয়, অপরদিকে 'রাইটিং মেশিন' হিসেবে ক্রমাগত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হালকা লেখার চাপ,এই দুইয়ের পাল্লায় পড়ে তাঁর জীবন ওষ্ঠাগত হচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আশৈশব প্রীতি ও শ্রদ্ধার কারণে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটি বড় বই লেখার ইচ্ছা বহুদিন ধরে পোষণ করলেও এই হালকা লেখার চাপেই তা আর সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য বৈকি! এরপর এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তিনি বিশ্বভারতীতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগলাভ করলেন। ওই সময় বিশ্বভারতীর উপাচার্য হয়ে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস। তিনি আগে থেকেই মুজতবা আলীর যোগ্যতা ও গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তখন আবার বিশ্বভারতীর ইসলামের ইতিহাস বিভাগে 'রিডার'-এর একটি পদ শূন্য ছিল। সুধীরঞ্জন দাসের উদ্যোগে ওই পদে মুজতবাকে 'ভারপ্রাপ্ত' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট তিনি বিভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। এই বিষয়ে নিয়োগ প্রাপ্তির দুদিন

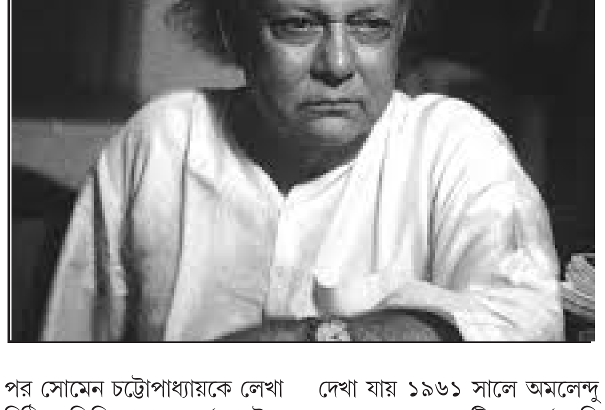

পর সোমেন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন, 'শেষটায় আমিও চাকরি নিয়েছি। গত শুক্রবার, পয়লা ভাদ্র বিশ্বভারতীতে জয়েন করেছি as Reader of Islamic History & German. ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হলো, আমি ১৮ আগস্ট স্বাধীনতা হারালুম। এ কাজ নিয়ে হয়তো মুহম্মদের(দ.) জীবনীটি লেখা যাবে,এই যা সান্ত্বনা। ' প্রসঙ্গত, মুজতবা আলী বহুদিন ধরেই মহানবীর একটি জীবনী লেখার কথা ভাবছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর সম্ভাব্য গবেষণা -পরিকল্পনা জেনে বিশ্বভারতী সেটি প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহীও হয়েছিল।

তবে বিশ্বভারতীতে তখন ইসলামের ইতিহাস বিভাগে কোনো শিক্ষার্থী ছিল না। তাই প্রথমদিকে শুধু মুজতবা আলীকে অতএব নিয়োগপত্রে লিখিত চুক্তি অনুযায়ী জার্মান ভাষা বিষয়ে ক্লাস নিতে হতো। তবে পরে উক্ত বিভাগে ছাত্ররা ভর্তি হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এসবের পাশাপাশি উচ্চতর ডিগ্রি যেমন পিএইচডি থিসিসের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনও করছিলেন তিনি। তবে নতুন চাকরি নিয়ে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। এর প্রকাশ দেখা যায় ১৯৬১ সালে অমলেন্দু সেনকে লেখা একটি পত্রে, 'আমি চাকরি নিয়ে ন্যাজে-গোবরে। জার্মান আর ইসলামিক কালচার পড়াতে হয়। কেরালা ফ্রেস্কো সম্বন্ধে দু-একটি ছোকরা থিসিস লিখছে। সেটাও দেখে দিতে হয়।' ১৯৬১ সালে আরেকটি প্রাপ্তিযোগ ঘটে, তিনি আনন্দ পুরস্কার পান। অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্তির এক বছর পর, ১৯৬২ সালে মুজতবা আলীকে রিডার পদে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর জন্য তাঁকে আরেকজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সঙ্গে নিয়োগবোর্ডের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ওই বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে নিয়োগ বোর্ডের সামনে সাক্ষাৎকার দেবার পর ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁকে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্তির সংবাদটি পত্র মারফত অবহিত করা হয়।

ভাতাসহ স্থায়ীপদে তাঁর মোট বেতন দাঁড়ায় ১১০০ টাকা। এই বছরের জুনে তিনি আর একবার জার্মানিতে যান। ফিরে আসেন আগস্টের প্রথম সপ্তাহে।

তবে দিন যত গড়াচ্ছিল, ততই শান্তিনিকেতনের পরিবেশ তাঁর নিকট আরো বেশি অসহ্য হয়ে উঠছিল। এমনও নাকি তিনি বলতেন যে কবিগুরুর মৃত্যুর সাথে সাথে শান্তিনিকেতনের শান্তি গিয়েছে উবে, আর এখন দিকে দিকে খালি নিকেতনই গজাচ্ছে কেবল। ১৯৬১ সালে সেখানে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানাদি হয়, সেসব তাঁর বিন্দুমাত্র পছন্দ হয়নি। এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পী রাজশেখর বসুর নাতি দীপংকর বসুকে তিনি বলেছিলেন, 'এখানে যা হয়েছে তা অবর্ণনীয়। বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথকে কেউ স্মরণ করেনি। করেছে পোয়েট টেগোরকে। প্রধান পুরোহিত ছিলেন পণ্ডিতজী গুজওহরলাল নেহেরু ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। এঁরা তো 'সোনার বাংলার' কবি রবিঠাকুরকে চেনেন না; এঁরা চেনে গীট্যানজলি, চিট্রা, স্যাডনার.(সাধনা) লেখক মিস্টার টেগোরকে। আর তাবৎ কার্যক্রম ইংরাজিতে! আমি অবশ্য কোনো পরবে যাইনি, বেতারে যা শুনেছি তার থেকে বলছি।' লেখিকা লীলা মজুমদার ওই সময় শান্তি নিকেতনে ছিলেন, তিনিও খেয়াল করেছিলেন, অভিমান ও নব্য শান্তিনিকেতনীদের ওপর বিরক্তির কারণে মুজতবা আলী রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চাননি।

যেহেতু বিভাগে ছাত্র নেই, সেহেতু মুজতবা আলীর নিয়োগ নিয়ে দিল্লির বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রশ্ন তুলতে পারে এমন শঙ্কা ছিল। সমস্যার সমাধান করা হয়।

না হয় সেজন্য তার জন্য ব্যবস্থা উপাচার্য কারণ, গবেষণা প্রবন্ধ লিখলে অন্তত তিনি কিছু একটা করছেন, এমন কথা কমিশনকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। সেই

প্রাচীন কলকাতার যাত্রীবাহী যান

শঙ্করলাল কর্মকার

কলকাতার প্রাচীন যানবাহন বলতে গেলে বলা যেতে পারে পালকির কথা। আগে কলকাতায় পালকি করে লোকেরা যাতায়াত করতো। তার আগে ছিল গোরুর গাড়ি। তাতে করেই কলকাতা লোকেরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেত। আর বড় লোকেরা পালকি করে যেত। তারপরে গোরু গাড়ি কলকাতায় পণ্য পরিবহনের যান হিসাবে ব্যবহার হতে শুরু করে যখন শহরে পরিণত হয়। কলকাতা শহর তৈরি হয়েছিল উত্তরে। উত্তর থেকে শুরু করে মধ্য কলিকাতায় তখন শহর তৈরি হতে শুরু করে। তারপরে দক্ষিণ কলিকাতা গড়ে ওঠে ছিল। তখন পালকি করেই লোকেরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াত করতো। সাহেবরা কলকাতায় এসে ঘোড়া গাড়ি তৈরি করলো এবং ঘোড়ায় চলে তখন এক স্থান থেকে আর স্থানে যাতায়াত করতো। কলকাতার ইংরেজ শাসকেরা তখন ঘোড়ায় চলে কলকাতা শহরের শাসন ব্যবস্থার দেখভাল করতো। লর্ড কার্জন আবার রিক্সা ব্যবহার করতেন। তাঁর রিক্সাটি এখনও রাজভবনে রয়েছে। ঘোড়া গাড়িওটাও দেখতে পাওয়া যায় রাজভবনে। লর্ড ক্লাইভ ঘোড়ায় চড়ে কলকাতা ঘুরতে বের হলেন। তারপরে এসে উপস্থিত হল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। এই সব ট্রাম আবার কলকাতার বাসিন্দারা যাতায়াত বেশি করে করতো। তকন কলকাতায় অফিস কাছরি বেশি ছিল না। বলতে গেলে দোকানপাট বেশি ছিল। তারপরে কলকাতায় ধীরে ধীরে বহু কোম্পানি গড়ে ওঠে। হোটেল তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছিল। এই সব হোটেলের থাকা লোকেরা তখন কলকাতা দেখতে বা ব্যবসা করতে ঘোড়াকে ব্যবহার করতো। রানি রাসমনির নিজস্ব পালকি ছিল। তিনি তাই চড়ে কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর যেতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার পালকি করে যেতেন বাগবাজার। স্টার থিয়েটার নাটক দেখতে গিয়েছিলেন পালকি করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় পালকি ব্যবহার করতেন। ইংরেজ শাসকেরা আবার ঘোড়া গাড়ি ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিল। সুপ্রিম পোর্টের বিচারপতি ইলিজা ইম্পে এবং লর্ড হেস্টিংস ঘোড়া গাড়ির ব্যবহার করতেন আবার কখনও তারা ঘোড়া চড়ে বেড়াতেন।

কলকাতার ট্রাম ঃ কলকাতার ট্রাম গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ সালে শিয়ালদহ থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত। প্রায় ২.৪ কিমি রাস্তা সেই সময়ে প্রথম ট্রাম পথ অতিক্রম করেছিল। তারপরে কলকাতা ট্রাম একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। না হয় সিটিসি। এটি প্রতিষ্ঠা হয়েঠিল ১৮৮০ সালে ২২ ডিসেম্বর লণ্ডনে। তখন লণ্ডন ছিল এই ট্রাম কোম্পানি সদর দফতর। কলকাতার ম্যাঙ্গো লেনে ছিল শহরের প্রধান অফিস। সেই সময়ে ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছিল। কলকাতা ট্রাম চলাচলের শুভ সূচনা করেছিলেন ভাইসরয় লর্ড রিপন ১ নভেম্বর ১৮৮০ সালে। ১৮৮২ সালে লোকোমোটিভ ট্রাম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছিল। তখন ১৬৬ টি ট্রাম গাড়ি ছিল এবং তা টানার জন্য এক হাজার ঘোড়া থাকতো। ১৯০০-১৯৫১ঃ প্রথম ইলেট্রিক ট্রাম চালু হয় এসপ্লানেটে থেকে খিদিরপুর পর্যন্ত ২৭ মার্চ ১৯০২ সালে। ওই বছর ১৪ জুন কালীঘাট পর্যন্ত ট্রাম চলাচল চালু করা হয়। তারপরে এসপ্লানেড থেকে বেলগাছিয়া (ভায়া বিধান সরনি হয়ে শ্যামবাজার) ট্রাম চালু করা হয়। বিবাদি বাগ থেকেও ট্রাম চালু করা হয়েছিল। শিয়ালদহ থেকে বাবুঘাট পর্যন্ত ট্রাম চালু করা হয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ দ্বারা ১৯.৬৯ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী (গাঁজা) জব্দ

মালিগাঁও, ৬ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে

সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) অবৈধ সামগ্রী চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযান জোরদার করেছে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, আরপিএফ-এর টিম উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি সফল অভিযান চালায়, যার ফলে ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে মোট ১৯৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে যার মূল্য ১৯.৬৯ লক্ষ টাকারও বেশি। আরপিএফ টিম এই নিষিদ্ধ সামগ্রী পাচারের সাথে জড়িত বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে। ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ দুটি পৃথক অভিযানে আনুমানিক ১.৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের মোট ১৪.১ কেজি নিষিদ্ধ গাঁজা জব্দ করে। ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে, আরপিএফ কর্মীরা ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে, অন্যদিকে আরপিএফ / আলিপুরদুয়ার জংশনের সিপিডিএস টিম নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১৩১৭৪ ডাউন থেকে আরও ৪১,০০০ টাকা মূল্যের ৪.১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। জব্দকৃত সমস্ত সামগ্রী দাবিবিহীন হিসেবে গণ্য করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জিআরপি ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, আগরতলা আরপিএফ-এর টিম আগরতলা ইয়ার্ড থেকে ৩.১০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩১ কেজি দাবিহীন গাঁজা উদ্ধার করে। পরবর্তীকালে জব্দকৃত মাদকদ্রব্য জিআরপি আগরতলার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়, তিনি পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধারা ১০৬ এর অধীনে একটি জিডিই নং. ১১, তারিখ ৩০.০৯.২০২৫ নথিভুক্ত করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, আরপিএফ এবং জিআরপি, বদরপুরের একটি যৌথ দল বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১২৫০৮ (শিলচর-তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল) এক্সপ্রেসে একটি নিয়মিত অভিযান চালায়। অভিযানকালে সন্দেহজনক ব্যাগ বহনকারী দুই মহিলা যাত্রীকে থামানো হয়। তল্লাশির পর, ব্যাগে প্রায় ২৬.৪৪৫ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়, যার মূল্য প্রায় ২.৬৪ লক্ষ টাকা। জব্দকৃত মাদকদ্রব্যসহ মহিলাদের গ্রেপ্তার করে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জিআরপি / বদরপুরে হস্তান্তর করা হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ অবৈধ কার্যকলাপ, যেমন চোরাচালান, চুরি এবং মানব পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে সজাগ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁরা ভ্রমণের সময় প্রয়োজনে যাত্রীদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। রেল ব্যবহারকারীদের সতর্ক থাকার এবং ট্রেন ভ্রমণের সময় যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তাৎক্ষণিক সহায়তার জন্য ১৩৯ নম্বর (টোল-ফ্রি) হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করা যেতে পারে।

পর্যটকদের সুন্দরবনে বেড়ানোর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহন সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ৬ অক্টোবর ঃ পর্যটকদের বেড়ানোর নিরাপত্তা ঠিক রাখতে এবার সুন্দরবনে ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়া এনওসি পাবেই না কোনও বোট। যে সমস্ত বোট পর্যটকদের নিয়ে সুন্দরবনের জলপথে ঘুরে বেড়ায় তাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) পাওয়ার ক্ষেত্রে এবার কড়াকড়ি করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। তারা জানিয়ে দিয়েছে, ফিটনেস সার্টিফিকেট (সিএফ) না থাকলে সংশ্লিষ্ট বোটকে এনওসি দেওয়া হবে না। অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরীক্ষায় পাশ না করলে মিলবে না এনওসি। এতদিন সিএফের আগেই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হতো। বোটের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জেলা পরিষদ ইতিমধ্যেই একটি এজেন্সিকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভেবেছে। ঠিক করেছে। তারাই দেবে ফিটনেস সার্টিফিকেট। ওই সার্টিফিকেট দেখিয়ে বোট মালিক এনওসির জন্য জেলা পরিষদে আবেদন করতে পারবেন। তারপর ওই নথি নিয়ে বোট লাইসেন্সের জন্য সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে আবেদন করতে হবে। কেউ যদি সিএফ না পান, তাহলে এনওসি তো দূরঅস্ত, লাইসেন্সের জন্য আবেদনও করতে পারবেন না। জানা গেছে, এনওসি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে নভেম্বর মাসে। তার আগে টেন্ডার ডেকে একটি এজেন্সিকে কাজের দায়িত্ব দেবে জেলা পরিষদ। জানা গেছে, যে সব এজেন্সি বোট পরীক্ষার কাজের সঙ্গে যুক্ত বা আগে এই ধরনের সরকারি কাজ করেছে, তেমন কোনও সংস্থাকে এই বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অক্টোবরের মধ্যে মালিকদের বোট পরীক্ষা করাতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বোটের ইঞ্জিন কেমন, পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না, আয়তন কতটা ইত্যাদি যাচাই করবে ওই সংস্থা। কোথাও কোনও খামতি থাকলে আটকে যেতে পারে এই ফিটনেস সার্টিফিকেট।

সুন্দরবন ভ্রমণে আসা পর্যটকদের একাংশই বোট নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ তুলেছিলো। পাশাপাশি সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকেও এনওসি দেওয়া নিয়ে কড়াকড়ি করার কথা বলা হয়েছে। তার প্রেক্ষিতেই জেলা পরিষদ পদ্ধতিতে বদল আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল বলেন, পর্যটকদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই এবার থেকে লাইসেন্স দেওয়ার নিয়মের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হচ্ছে। যেহেতু এই বোটে সারা বছর হাজার হাজার পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণ করেন, তাই এই জলযানের পরিকাঠামো ঠিক রাখা বাঞ্ছনীয়। আর সেই কারনে সব দিক বিবেচনা করেই তবেই তাদের জলযানকে নদী পথে নামার অনুমতি দেবে সরকার।

যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে রামরাজাতলা - রাজাবাজার রুটে বেসরকারি বাস পরিষেবা চালু

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৬ অক্টোবর ঃ যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে রামরাজাতলা - রাজাবাজার রুটে রাজ্য পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে বেসরকারি বাস পরিষেবা চালু। খুশি যাত্রীরা। উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। সোমবার কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন সকালে হাওড়ায় 'HB-9' (রামরাজাতলা - রাজাবাজার) রুটের নতুন বেসরকারি বাস পরিষেবার শুভ সুচনা হয়। এদিন এই রুটে ৬ টি বাসের সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। আগামী দীপাবলির আগেই বাকি বাসগুলিও পথে নামবে। মোট ১২টি বাস চলবে এই রুটে। এর ব্যবস্থাপনায় থাকছে 'HB - 9' বাস অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন, হাওড়া। এদিন হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়াম ২নং গেটে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মন্ত্রী জানান, বেসরকারি এই বাস পরিষেবার ফলে যাত্রীদের কর্মস্থলে যেতে অনেক সুবিধে হবে। 'HB - 9' রুটের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব পাত্র বলেন, 'এটি আগে 'নাইন রুটে'র মিনি বাস ছিল। তারপর সেটি বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর পরিবহন দপ্তর মিনি বাসকে বাস ক্যাটাগরি করে বাস হিসেবে চলাচলের অনুমতি দেয়। আমরা এরপর আবেদন জানাই। সেইমতন এদিন থেকে এই রুটে বাস পরিষেবা চালু করা হলো। হাওড়ার রামরাজাতলা থেকে শুরু করে নতুন রাস্তা, শ্যামাশ্রী, মল্লিক ফটক, হাওড়া ময়দান, হাওড়া স্টেশন, বড়বাজার, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, কলেজ স্ট্রিট, শিয়ালদহ হয়ে রাজাবাজার পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিমি. যাতায়াত করবে এই বাস। আগে যেহেতু এখানে মিনি বাসের রুট ছিল, সেই হেতু যাত্রীদের চাহিদা ছিলই। সুতরাং এতে মানুষের উপকার হবে। ভাড়াও হবে অন্যান্য বাসের মতোই। আজকে প্রথম দিনে ৬টি বাস চালু হলো। আরো দু-তিন দিনের মধ্যে ২টি বাস নামবে। কালীপূজার আগে বাকি

আরও চারটি বাস নেমে যাবে। মোট ১২টি বাস এই রুটে চলাচল করবে।' প্রসঙ্গত, সকাল ৬ টায় রামরাজাতলা থেকে ও সকাল ৭টায় রাজাবাজার থেকে প্রথম বাস ছাড়বে। রাতে শেষ বাস সাড়ে ৮টায় রামরাজাতলা থেকে ও ১০ টায় রাজাবাজার থেকে ছাড়বে। আপাতত রামরাজাতলা থেকে শিয়ালদহ হয়ে রাজাবাজার পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ টাকা। উল্লেখ্য, এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অরূপ রায় ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মধ্য হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, মধ্য হাওড়া আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি গোপাল ভট্টাচার্য্য, ৪২ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর তন্দ্রা বসু প্রমুখ।

কৃষ্ণনগর জুড়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উন্মাদনা শুরু, নতুন চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ৬ অক্টোবর ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নারী শক্তিকেই মূল মন্ত্র করে নদীয়ার কৃষ্ণনগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঘাডাঙ্গা বারোয়ারির জগদ্ধাত্রী পুজোর এবারের থিম। নদীয়ার কৃষ্ণনগর জগৎ বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য, তাই শারদীয়া দুর্গোৎসবের রেস কাটতে না কাটতেই এবার কৃষ্ণনগর জুড়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর উন্মাদনা শুরু।

এদিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যমন্ডিত প্রায় ১৭০ বছরের পুরনো বাঘাডাঙ্গা বারোয়ারীর খুঁটিপুজো সম্পন্ন হল। পাশাপাশি উন্মোচন করা হল নতুন পূজা মন্ডপ থিমের। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নারী, আর তাই সেই দিকের কথা চিন্তা করে এবারে বাঘাডাঙ্গা বারোয়ারীর চিন্তাভাবনা নারী শক্তি। এ বছরে তাদের পুজোর বাজেট আনুমানিক ৩৫ লক্ষ টাকা। পুজোতে এবারও থাকছে বিভিন্ন রকম আলোর খেলা এবং সুসজ্জিত পুজো মন্ডপ। তার সঙ্গে মায়ের আরতির সময় ১০৮ টি ঢাক। সব মিলিয়ে এবছরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় কৃষ্ণনগরের বাঘাডাঙ্গা বারোয়ারী বিশেষ নজর করবে নদীয়াবাসীর, এমনটাই মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণনগরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুজো গুলির মধ্যে একটি বাঘাডাঙ্গা বারোয়ারি। প্রত্যেক বছরই এদের পুজো মণ্ডপ এবং মূর্তি নজর কাড়ে দর্শকদের। বিশেষ করে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা হয় দেখার মতো।

কেলেঘাই নদীর বর্তমান জলস্ফীতিজনিত সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ অক্টোবর ঃ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেলেঘাই নদীর বর্তমান জলস্ফীতিজনিত সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে মোকাবিলা সহ ঢেউভাঙ্গা থেকে নাঙ্গলকাটা পর্যন্ত অংশটি আগামী নভেম্বর মাস থেকেই জোরকদমে পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের আবেদন জানিয়ে সোমবার মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের সেচমন্ত্রী,দুই জেলার জেলাশাসক ও সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক স্মারকলিপিতে অভিযোগ করেন, কেলেঘাই নদীর নিম্নাংশ দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ার ফলে ফি বছর বর্ষার সময় একটু বেশি বৃষ্টি হলেই বা ঝাড়খন্ড এলাকার জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়া হলে দুই মেদিনীপুর জেলার বিশেষতঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর-এক ও দুই,পটাশপুর-এক ও দুই, পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং, নারায়ণগড় ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষজন চরম সমস্যার সম্মুখীন হন। গত ২০২১ সালে কেলেঘাইযের তালছিটকিনিতে নদীবাঁধ ভেঙে বিধ্বংসী বন্যার পর ওই গুরুত্বপূর্ণ নদীর ভেতর বেআইনি ইটভাটা, মাছের ভেড়ি উচ্ছেদ সহ নদীর নাঙ্গলকাটা থেকে ঢেউভাঙ্গা পর্যন্ত অংশটি পূর্ণ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু তারপর কার্যত বিশেষ কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় বর্তমানে অতিবৃষ্টি ও ব্যারেজ থেকে অত্যধিক পরিমাণে জল ছাড়ার কারণে নদীর ওই অংশে বর্তমানে বিপদসীমার উপর দিয়ে জল বইছে। কয়েকটি জায়গায় ইতিমধ্যে ধস ও ঘোগ তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি চলতে থাকলে বা ব্যারেজের জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়লে যে কোনো সময় নদীবাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত হতে পারে। নারায়নবাবুর আরো অভিযোগ, চলতি বর্ষার প্রায় দু মাস পূর্বে নদীর ওই অংশের খানিকটা জায়গা সংস্কারে হাত দিয়েছিল ডব্লিউ বি এম ডি টি সি এল কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত এক ঠিকাদার। নো কস্ট পদ্ধতিতে কাজের ফলে কার্যতঃ সে কাজ বিশেষ এগোই নি। উনি জানান,এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জলস্ফীতিজনিত পরিস্থিতি জরুরী ভিত্তিতে মোকাবিলা সহ নভেম্বর মাস থেকেই যাহাতে নদীর ঐ এলাকা পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের কাজ শুরু করে বর্ষার মধ্যে শেষ করা হয়,তার সুব্যবস্থা করতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে আজকে ই. মেল. মারফত সেচমন্ত্রী মানস ভূঁইয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসক,সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। অতি সত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আমরা ভুক্তভোগীদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব বলে নারায়নবাবু জানান।

দেখা মিলল কাঞ্চনজঙ্ঘার, আনন্দে আত্মহারা পর্যটক থেকে স্থানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৬ অক্টোবর ঃ দীর্ঘদিনের উষ্ণ আবহাওয়া এবং মেঘাচ্ছন্ন আকাশের পর অবশেষে দার্জিলিংয়ের পর্যটকরা পেলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের অপরূপ দৃশ্য। সোমবার সকালে পাহাড়ি শহর দার্জিলিংয়ে সকাল সাড়ে ছয়টার সময় সূর্যের প্রথম আলো শিখরে পড়তেই দর্শকরা চোখের সামনে পেলেন তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার ঝলমলে রূপ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং পরিষ্কার আবহাওয়ার মিলনে শীতের সকালকে উপভোগ করতে শহরের বিভিন্ন দিক থেকে পর্যটক ও স্থানীয়রা একত্রিত হয়েছেন। দার্জিলিংয়ের ওবসারভেশন পয়েন্টগুলোতে সকালে দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। মেঘের আবরণ সরতে শুরু করলে কাঁচা পাহাড়ের আড়ালে লুকানো কাঞ্চনজঙ্ঘা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে আসে। স্থানীয় পর্যটক গাইডদের মতে, অক্টোবর মাসের শুরুতে স্বচ্ছ আকাশ কেবল দার্জিলিং নয়, বরং গোটা নর্দান হিল স্টেশনের জন্য দর্শনীয় সময়। পর্যটকরা বলছেন, মেঘ যখন সরলো, আমরা সামনের পাহাড়ের সৌন্দর্য দেখতে পেলাম। এমন দৃশ্য বছরের বেশিরভাগ সময় মেলে না। দার্জিলিং জেলা পর্যটন দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, পর্যটন মরশুম শুরু হওয়ায় এমন দৃশ্য দর্শনার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়। কাঞ্চনজঙ্ঘার সুন্দর দৃশ্য একদিকে যেমন স্থানীয় ব্যবসা ও হোটেল খাতকে প্রাণ দিয়েছে, অন্যদিকে ফটোগ্রাফারদের জন্য এটি স্বর্গসদৃশ অভিজ্ঞতা। সকালের আলোয় পাহাড়ের শীর্ষে বরফের চাদর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যা দর্শক ও ফটোগ্রাফারদের জন্য চিত্রনাট্যের মতো মুহূর্ত তৈরি করে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে পর্যটকেরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার জন্য ভিড় করে আসেন। এই সময়ে আবহাওয়া সাধারণত পরিষ্কার থাকে, ফলে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করার সুবিধা বেশি। পর্যটকরা মূলত দার্জিলিং ও গ্লেসি পয়েন্ট, টিগর হিলস এবং স্যান্ডাকফুট পার্কের মতো স্থানে গিয়ে শীর্ষের দৃশ্য উপভোগ করছেন। এছাড়াও, শীতের এই সময় শৈত্যপ্রিয় পর্যটকরা ক্যামেরা হাতে পুরো সকাল কাটাচ্ছেন। স্থানীয়রা বলছেন, কেবল পর্যটক নয়, বরং এই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য স্থানীয় মানুষের মনকেও প্রশান্তি দেয়। কৃষক ও হিল ভিলেজের বাসিন্দারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার মাঝেও সকালে উঠে এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। শীতের হালকা হাওয়া এবং পরিষ্কার আকাশের সংমিশ্রণে পাহাড়ের সবুজ বন, নদী ও শিখরের মিলন দর্শনীয় দৃশ্যের জন্ম দেয়। দার্জিলিং জেলা পর্যটন দফতর আশা করছে, শীতকালীন পর্যটন মরশুম আরও প্রসারিত হবে। পর্যটকরা কেবল কাঁচনজঙ্ঘা নয়, পাহাড়ি ট্রেইল, চা বাগান এবং স্থানীয় হেরিটেজ সাইটগুলোও ভ্রমণ করছেন। জেলার পর্যটন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পর্যটকদের নিরাপদ ও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র ও অবসারভেশন পয়েন্টে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির এই দ্যুতি পর্যটকদের মনে একটি বিশেষ প্রভাব ফেলে। অনেকে কেবল দর্শনই নয়, শান্তি ও মননশীলতা খুঁজতে এই পাহাড়ি শহরে আসেন। বিশেষ করে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য মানুষকে প্রকৃতির কাছে টানে, যেখানে ব্যস্ত শহুরে জীবনের চাপ ভুলে যাওয়া যায়। স্থানীয় হোটেল ও রিসোর্টগুলোতে পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনও ধীরে ধীরে সজীব হয়ে উঠেছে।

সুন্দরবনে বাড়লো মাছরাঙার সংখ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন, ৬ অক্টোবর ঃ এবার সুন্দরবনে বাড়লো মাছরাঙার সংখ্যা। জানুয়ারি মাসে যে পাখি শুমারি হয়েছিল, তার বিস্তারিত রিপোর্ট বৃহস্পতিবার প্রকাশ করেছে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। তাতেই বলা হয়েছে, গত তিন বছরে সাতটির মধ্যে পাঁচটি প্রজাতির কিংফিশারকে অনেক বেশি সংখ্যায় দেখা গেছে। তার থেকেই অনুমান করা যায়, সুন্দরবনে মাছরাঙার সংখ্যা বে।ছেছে। ম্যানগ্রোভ জঙ্গল, নদী, খাঁড়ি এলাকায় খালি চোখে তাদের দেখা যাচ্ছে ভালো সংখ্যায়। তবে দু'টি প্রজাতির মাছরাঙা তুলনামূলক কম দেখা গেছে। টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষের যুক্তি, পাখিপ্রেমী ও টাইগার রিজার্ভের আধিকারিকরা ঘুরে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেই হিসেবই রেকর্ড হয়েছে। এমন হতেই পারে যে এর বাইরে বহু মাছরাঙা চোখে পড়েনি। এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বা অল্প সংখ্যায় রয়েছে কি না, তা নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে আরও কয়েক বছর ডেটা সংগ্রহ করতে হবে। তাতে যদি দেখা যায়, সংখ্যা একই আছে, তখন এই নিয়ে আরও নিবিড় গবেষণার প্রয়োজন আছে। দেশে ১২ টি প্রজাতির কিংফিশার রয়েছে। তার মধ্যে শুধু সুন্দরবনেই দেখা যায় সাত ধরনের মাছরাঙা। এবার জানুয়ারি মাসে তিনদিন ধরে যে পাখি শুমারি হয়েছে, তাতে সব থেকে বেশি দেখা গেছে ব্ল্যাক ক্যাপড কিংফিশার। রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২৩ সালে ৩৬টি এই প্রজাতির মাছরাঙা দেখা গিয়ে ছিল। পরের বছর বেড়ে হয় ৪৫। সেই জায়গায় ২০২৫ সালে ২০৭ টি ব্ল্যাক ক্যাপড কিংফিশার দেখা গেছে। পাশাপাশি ৭৫ টি কলার্ড কিংফিশার দেখেছেন শুমারি করতে আসা পাখি প্রেমী ও আধিকারিকরা। গতবার ১১ টি দেখা গিয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই মাছরাঙা নজরে এসেছে তাদের শিকার করার মুহূর্তে। তবে মাত্র একটি স্টর্ক বিল্ড কিংফিশার দেখা গেছে গোটা সুন্দরবনে। এছাড়াও কম দেখা গেছে ব্রাউন উইংগড কিংফিশারও। পাখিদের সংরক্ষণ বা তাদের উপর নজরদারি বাশড়ানো দরকার জরুরি বলে মনে করছেন টাইগার রিজার্ভের কর্তারা। তাই ' পাখিমিত্র' নিযুক্ত করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। মূলত পাখিদের বাসস্থানের এলাকা গুলিতে নজর রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে তাঁদের। কীভাবে এই পাখিদের সুরক্ষিত রাখা যায়, সেটাই হবে 'পাখিমিত্র'-দের মূল কাজ। পাখি প্রেমীরা বন দফতরের এই উদ্যোগে খুশি।

শ্মশানে দাহ করার আগেই নড়ে উঠল মৃতদেহ! চাঞ্চল্য কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৬ অক্টোবর ঃ অবাক কাণ্ড কোচবিহারে। শ্মশানে জেগে উঠল মৃতদেহ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে ফের মৃত বলেই ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার কোচবিহারে ঘটেছে এই ঘটনা। জানা গেছে, হাসপাতাল থেকে মৃত ঘোষণার পরে দেহ সকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে। সেখানেই হঠাৎ নড়ে ওঠে মৃতদেহ। সোমবার দুপুরে ওই মৃত ব্যক্তির আত্মীয় -স্বজনদের এই দাবিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল ছড়ায় এলাকায়। গুড়িয়াহাটি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাটাকুড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন প্রদীপ সরকার। পরিবারের তরফে জানা গেছে, এই মাসের শুরুতে প্রদীপ সরকারের (৪০) শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা হত। গত ১ অক্টোবর কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। সোমবার সকালে সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রদীপের মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মীয়- স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা সকারের জন্য দেহ শ্মশানে নিয়ে যান। তাঁদের দাবি, সেখানেই আচমকা নড়ে ওঠে প্রদীপ সরকারের মৃতদেহ। এই ঘনায় হুলুস্থুলু পড়ে যায় এলাকায়। দ্রুত প্রদীপের দেহ নিয়ে আবার হাসপাতালে আসেন সকলে। যদিও হাসপাতালেও তাদের হতাশ হতে হয়। প্রদীপের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করতে চিকিৎসকরা তাঁর দেহের ইসিজি করেন। সেখানেই প্রদীপেবাবুর মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়।

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-28
Dm/Engg/(APAS)/2025-2026
Date: 06/10/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- Chairman
Dainhat Municipality

কোজাগরী পূর্ণিমায় তারাপীঠে মণ্ডপে সেজে উঠল দেবী তারার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৬ অক্টোবর ঃ বীরভূমের বিখ্যাত তারাপীঠ মন্দিরে কোজাগরী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে বিপুল ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়ে দেবী তারার আরাধনা করেছেন। সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে আলো- দীপে সজ্জিত মণ্ডপ, গরম মিষ্টির গন্ধ আর পূজার উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে। ভক্তরা দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর এই পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মন্দিরে এসে নিজ নিজ ভক্তি নিবেদন করেছেন। কোজাগরী পূর্ণিমা ও লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে যুক্ত এই দিনের বিশেষ তাৎপর্য যথাযথভাবে পালন করতে তারাপীঠ মন্দিরে সকাল থেকে প্রস্তুতি চলছিল। মন্দিরের পুরোহিতরা সকালে দেবীর পুজো আরম্ভাদ্বারা শুরু করেন। মন্দির প্রাঙ্গণ ও আশেপাশের রাস্তা সকাল থেকেই ভক্তদের ঢলে ভরে যায়। ধর্মপ্রাণ মানুষজন বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি কলকাতা থেকেও ভক্তি নিয়েই এসেছিলেন। বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ভক্তরা জানান, কোজাগরী পূর্ণিমায় রাতের এই বিশেষ পূজার মধ্যে দেবী তারার দর্শন এবং আশীর্বাদ পাওয়া এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। তারা বিশ্বাস করেন, এই রাতে দেবী তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। মন্দিরে সেজে ওঠা আলোকসজ্জা, ঢাক-বাদ্য আর মন্ত্রপাঠের সংমিশ্রণে ভক্তরা ভক্তিপূর্ণ ভাবনায় বিভোর থাকেন। বিশেষজ্ঞ পুরোহিতরা বলেন, কোজাগরী পূর্ণিমা হলো লক্ষ্মী পূজোর সঙ্গে যুক্ত রাত, যখন ভক্তরা বিশেষভাবে দেবীর করুণা ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে। পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী দল মেলামেশা ও ভি। নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রবেশাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া, দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের জন্য জল ও প্রাথমিক চিকিসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসাযীরাও এই দিনে বিভিন্ন ধরনের প্রসাদ, মিষ্টি ও সামগ্রী বিক্রি করে থাকেন, যা ভক্তদের অভিজ্ঞতাকে আরও আনন্দময় করে তোলে। সন্ধ্যার দিকে দেবীর বিশেষ আরাধনা শুরু হলে মন্দির প্রাঙ্গণ দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে কণ্ঠস্বরের মন্ত্রপাঠে মুখরিত হয়ে ওঠে। ভক্তরা দীপপ্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে নিজেরা অংশগ্রহণ করেন। রাত জুড়ে মন্দিরে চলতে থাকে ভজন, কীর্তন ও ধ্যানে ব্যস্ত ভক্তবৃন্দ।

আরসিসি গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এসসিএল-ইএনজিজি -৭৭-২০২৫ তারিখঃ ২৪-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিইএন-V/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের নিশ্চিন্তপুর য়ার্ডে (এনসিটিপি) আরসিসি গুডস সার্কুলেটিং এরিয়া, বিজি-এমজি প্ল্যাটফর্ম সহিত বাউণ্ড্যারি ওয়াল, নর্দমা আদির নির্মাণ। টেণ্ডার রাশিঃ ১২,৭৯,৩৪,৯৩২.০৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,৮৯,৭০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২২-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ল্যান সংযোগ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ আরএন-এসটি-২৫-২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৫-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ঃ রঙ্গিয়া ডিভিশনের ১৬টি স্টেশনে এটিভিএম (অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন) এর সাথে ল্যান সংযোগ প্রদানের সাথে সম্পর্কিত টেলিকম কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২০,৭৭,৩২৮.৯২ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪১,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় সিনি. ডিএসটিই/রঙ্গিয়া কার্যালয়ে খুলবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি)/রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

১৬৩ বছর ধরে বিনপুরে একসঙ্গে পুজো হয় লক্ষ্মী-সরস্বতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৬ অক্টোবর ঃ ঝাড়গ্রামের বিনপুর ২ ব্লকের হাড়দা গ্রামে ১৬৩ বছর ধরে প্রতি বছর লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই দেবীর একসঙ্গে পুজো হয়। দেবী সরস্বতীর পরণে সাদা শাড়ি এবং দেবী লক্ষ্মীর পরণে হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি থাকে। পুজোর সময় প্রতি বছর বিশেষ আতশবাজির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে হাড়দার লক্ষ্মী পুজো কমিটি। দুই দেবীর মাথার উপর থাকে নারায়ণ, আর দু'পাশে চারজন সখী বা 'লুক-লুকানি' অবস্থান করে। আয়োজকদের মতে, নারাযণের গোটা পরিবারকেই এখানে পুজো করা হয়। এই ব্যতিক্রমী লক্ষ্মী পুজোর জন্য জেলা জুড়ে মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ রয়েছে। প্রায় কয়েক হাজার লোক অংশ নেন। গত কয়েক বছর ধরে পরিবেশবান্ধব আতশবাজির ব্যবস্থাও চালু করা হযেছে। এই বছরের পুজোর বাজেট প্রায় আঠারো লক্ষ টাকা। পুজোর প্রধান আকর্ষণ সবুজ আতশবাজি, যা দেখতে মানুষের ভিড় হয়। লক্ষ্মী পুজো একদিনের নয়, টানা পাঁচ দিন চলে। পাশাপাশি সাত দিন ধরে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক তারাপদ সাহা বলেন, দেবী লক্ষ্মী পার্থিব ও অপার্থিব সম্পদ, সৌভাগ্য এবং সৌন্দর্যের দেবী। বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী নারায়ণের দুই স্ত্রী-লক্ষ্মী ও সরস্বতী। তাই একজনকে ছেড়ে অন্যজনের পুজো করা সম্ভব নয়। আমাদের পূর্বপুরুষদের শুরু করা এই লক্ষ্মী-সরস্বতী পুজো আজও একই সঙ্গে করা হয়।

উত্তরবঙ্গেও ওবিসি বঞ্চনার ঢেউঃ কোচবিহারে পিআইবি-র সচেতনতা সভায় বিশিষ্টদের উপস্থিতি, আন্দোলনের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৬ অক্টোবর ঃ নতুন ওবিসি তালিকা নিয়ে বঞ্চনার যে ক্ষোভ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দানা বেঁধেছে, এবার সেই ঢেউ আছড়ে পড়লো

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে। ৫ অক্টোবর, রবিবার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে কোচবিহারের নতুন মসজিদে একটি গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা সভার আয়োজন করে প্রোগ্রেসিভ ইন্টেলেকচুয়ালস অব বেঙ্গল (PIB)। প্রবল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সভায় সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিশিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত হন। তাদের এই উপস্থিতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার দৃঢ় সংকল্পকেই প্রতিফলিত করেছে। আগত সদস্যরা PIB-র রাজ্য জুড়ে চলমান OBC আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন। তারা সম্মিলিতভাবে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে একযোগে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন। বক্তারা সভায় তথ্য-পরিসংখ্যান তুলে ধরে ব্যাখ্যা করেন যে, কীভাবে নতুন OBC তালিকা রাজ্যের সংখ্যালঘু অনগ্রসর শ্রেণীকে গভীর সংকটে ফেলেছে। তারা অবিলম্বে এই তালিকায় থাকা ত্রুটিগুলি সংশোধন করে OBC সমাজের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। কোচবিহারের এই সচেতনতা সভা উত্তরবঙ্গের OBC আন্দোলনের একটি নতুন দিক উন্মোচন করলো বলে মনে করা হচ্ছে। বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই জোটবদ্ধ লড়াই আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন PIB-এর স্থানীয় নেতৃত্ব। এই দিনের এই মহতী উদ্যোগে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন- ফকরুল আলম (প্রধান শিক্ষক),আব্দুল হামিদ (সহকারী শিক্ষক),ড. আশিক ইকবাল, ড. সিদ্দিকুল ইসলাম (হর্টিকালচার সায়েন্টিস্ট),অধ্যাপক তারিকুল ইসলাম, হাফিজুল হক (সহকারী শিক্ষক),আব্দুল গাফুর মিঞা (সহকারী শিক্ষক),আকবর আলী (সেচ দপ্তর), আলী রেজা (নিম্ন বিভাগীয় করণিক), জামিলুর রহমান, আলিফ হোসেন, সাইদুল ইসলাম, রবিউল হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ঝাড়গ্রামে বজ্রাঘাতে মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৬ অক্টোবর ঃ ঝাড়গ্রামের জামবনী থানার সরকাটা গ্রামে রবিবার বিকেলে এক মহিলার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম সুভাষিণী মাহাত (৫২), তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে সুভাষিণী মাহাত গ্রামের অন্য দুই মহিলার সঙ্গে গরু নিয়ে মাঠে গিয়েছিলেন। হঠাৎই বজ্রপাত শুরু হয় এবং মূহূর্তের বজ্রপাতে গুরুতরভাবে আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত ঝাড়গ্রাম জেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার দুপুরে হাসপাতালের ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনার পর গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতার বড় ছেলে মোহনীমোহন মাহাতো বলেন, গরু চরানোর সময় বজ্রপাতের আঘাতে মা আহত হন, চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আইআরইএল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
IREL (India) Limited
(পূর্বে ইন্ডিয়ান রেয়ার আর্টস লিমিটেড)
রেয়ার আর্থ ডিভিশন, কোচি, কেরালা, ইমেল- purchase-red@irel.co.in
সিআইএনঃ ইউ১৫১০০এমএইচ১৯৫০জিওআই০০৮১৮৭
An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Company

TECHNOLOGIES FOR NEW INDIA@75
आज़ादी का अमृत महोत्सव

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

আইআরইএল (ইন্ডিয়া লিমিটেড, রেয়ার আর্থস ডিভিশন) নিম্নলিখিত আইটেম/কাজের বিবরণের জন্য দরপত্র আহ্বান করছেঃ

আইটেম/কাজের বিবরণ	জিইএম পোর্টালে দরপত্রের প্রাপ্যতা
বিরল মৃত্তিকা ক্লোরাইডের পরিবহন (এআরসি)	০৪.১০.২০২৫

বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলি দেখুনঃ
gem.gov.in, www.irel.co.in/tender-information https://eprocure.gov.in/cppp
উপরোক্ত দরপত্রের যেকোনো সংশোধনী/বর্ধিতাংশ শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলিতেই হোস্ট করা হবে।

স্বা/-
জিএম অ্যান্ড হেড, আরইডি

cbc48145/12/0006/2526

ফ্যাসন ও রূপ চর্চা

সারা রাত ঠাকুর দেখে চোখের তলায় কালি পড়েছে? এই উপায়ে দূর করুন, রইল টিপস

বাঙালির সেরা উৎসব, প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো। দেদার পেটপুজো,

বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখা, আড্ডা আর সঙ্গে রাতজাগা। সবটা মিলিয়ে ত্বকের জেল্লা যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়। বাঙালির পুজোর রেশ কাটুক বা না কাটুক স্কুল, কলেজ, অফিস সবই শুরু হয়ে যায় নিয়মমাফিক। প্রতিদিনের ব্যস্ততায় চেহারায় সেই পুরনো জেল্লা ফিরিয়ে আনা মুশকিল হয়ে পড়ে। চোখের তলায় কালি পড়ে ঢেকেছে আপনার চোখের সৌন্দর্য। জেনে নিন ডার্ক সার্কেল কমানোর উপায়।রাত জেগে চোখে ফোলা ভাব সঙ্গে চোখের তলার কালি সারাতে বরফের সেঁক দিন। পরিষ্কার কাপড়ে বেশ কয়েকটি বরফ নিয়ে নিয়ম করে ঘষলেই খানিকটা ডার্ক সার্কেল থেকে রেহাই পাবেন। একইসঙ্গে ত্বকে বরফ ঘষলে ত্বকের রক্ত সঞ্চালন উন্নত হবে।এক্ষেত্রে আরও যে জিনিস আপনাকে সাহায্য করতে পারে তা হল টি ব্যাগ। ব্যবহার করা টি ব্যাগ ফেলে না দিয়ে চোখের উপর ১০-১৫ মিনিট রেখে দিন। চায়ে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ত্বকের যত্ন নিতে সাহায্য করে। চোখের ফোলাভাব কমাতে ও ডার্ক সার্কেল কমাতে টি ব্যাগ বিশেষভাবে সাহায্য করে। সমস্ত কিছুর সঙ্গে সবথেকে বেশি যা প্রয়োজন তা হল পর্যাপ্ত ঘুম। সারা দিনের ক্লান্তি শেষে রাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম আপনার শরীর সুস্থ করার পাশাপাশি আপনার ত্বকের স্বাস্থ্যও উন্নত করে। সারা দিনে অন্তত ৯-১০ঘন্টা ঘুমোন। এতে ডার্ক সার্কেল কমবে সঙ্গে কমবে চোখমুখের ক্লান্তির ছাপ।

পুজো মিটতে না মিটতেই শুষ্কতা, খুশকি, চুল পড়ার সমস্যায় জেরবার তন্বী

পুজো মানেই চুলের হরেকরকম স্টাইল। কেউ করেছেন স্ট্রেটনিং, তো কেউ করেছেন কার্ল। আবার কখনও চটজলদি চুল শুকোতে হেয়ার ড্রায়ারের ব্যবহার। আবার তার উপর এই মণ্ডপ থেকে সেই মণ্ডপে ঘোরাফেরার ফলে ধোঁয়া, ধুলো। সঙ্গে ঘাম। সবমিলিয়ে চুলের যাচ্ছেতাই দশা। পুজো মিটতে না মিটতেই শুষ্কতা, খুশকি, চুল পড়ার সমস্যায় জেরবার তন্বী। এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে তাই পুজো মিটতে না মিটতেই নিন বিশেষ যত্ন। নইলে সর্বনাশ।

প্রথমেই ভালো করে চুলে শ্যাম্পু করুন। তার ফলে চুল থেকে তৈলাক্তভাব, ময়লা দূর হবে। মনে রাখবেন, স্ক্যাল্প স্বাস্থ্যকর না হলে চুলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। স্ক্যাল্পে রক্ত সঞ্চালন হলে চুলের গোড়া শক্তপোক্ত হয়। তাই চুল পড়া কমাতে ভাল করে মাসাজ করুন।

তাতে পুজোয় দেদার ঘোরাফেরার ক্লান্তি দূর হবে। কমবে চুল পড়ার সমস্যা।

চুলের শুষ্কতা দূর করতে ব্যবহার করুন হেয়ার মাস্ক। তার ফলে চুলের গোড়ায় ভিটামিন, মিনারেল পৌঁছবে। আরও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হবে চুল। আচমকা ঝরে পড়ার সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। ৩০ মিনিট পর হেয়ার মাস্ক জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। আর সবশেষে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। তাতে চুলে জট পড়ার সমস্যা কমবে। নরম এবং উজ্জ্বল দেখাবে। তাই দেরি না করে অবশ্যই চুলের যত্ন নিন। তাতে আবারও সু ন্দর চুল ফিরে পাওয়া সম্ভব।

আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টিপস - কয়েকদিনে চুলে হিট কম ব্যবহার করুন। স্ট্রেটনিং, কার্লিংয়ের মতো স্টাইল না হয় কদিন পরেই হোক। চুলে রাসায়নিক দিয়ে তৈরি রং ব্যবহার না করাই ভালো। হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকনোর অভ্যাস সম্ভব হলে ত্যাগ করুন।

লক্ষ্মীপুজোয় লক্ষ্মীমন্ত সাজের একগুচ্ছ টিপস রইল

এ যুগের বউমারা আদতেই রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। রাতে ল্যাপটপে মুখ গুজে অফিসের কাজ সারা থেকে ছুটির দিনের বিকেলে শাশুড়ির সঙ্গে ভোগের বাজার সারা, স্বামী-সন্তানের জামাকাপড় ইস্ত্রি করা, সবেতেই পটিয়সী। ফ্যাশন সচেতনও বটে! কোন পার্টিতে কী পরবেন? বাড়ির পুজোয় কোন শাড়ি-ব্লাউজ চলবে? সব দিকেই নজর থাকে তাঁদের। দুর্গাপুজো সবে গিয়েছে। এবার মা লক্ষ্মীকে বরণ করার পালা। বাঙালির বারো মাসে যেমন তেরো পার্বণ রয়েছে, ঠিক তেমনই সেই তেরো পার্বণের সঙ্গে ফ্যাশনের রকমফেরও রয়েছে। অনেকেই দুর্গাপুজোর সময়ে লক্ষ্মীবরণের শাড়ি কিনে রাখেন। কিন্তু পাটভাঙা শাড়ি না থাকলেও কুছ পরোয়া নেহি! লক্ষ্মীপুজোয় 'লক্ষ্মীমন্ত সাজে'র টিপস নিন।পুজোআর্চার দিনে বাড়ির লক্ষ্মীদের কাজও কম থাকে না। কোমর বেঁধে হেঁশেলে ভোগ রান্নার থেকে, জোগাড়জারি, অতিথি আপ্যায়ণ সবেতেই নজরদারি চালাতে হয়। অনেক ঝক্কি! কিন্তু লক্ষ্মীপুজোয় শাড়ি ছাড়া আবার সাজ হয় নাকি? অতএব, হালকা শাড়ি পরাটাই বুদ্ধিমানের। ঠিক যেমনটা কেউ কেউ বেছে নিয়েছেন টিস্যু ম্যাটেরিয়ালের শাড়ি। যেমন হালকা, তেমন পরেও আরাম। ছোটাছুটি করতে কোনও অসুবিধে হবে না। তাছাড়া লক্ষ্মীপুজো মানেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লালপেড়ে সাদা শাড়ি, কিংবা লাল, হলুদ-ঘিয়ে রঙা শাড়িতে সেজে বাড়ির মেয়ে-বউমাদের আলপনা দেওয়ার দৃশ্য। এবার না হয়, 'লক্ষ্মীমন্ত' হয়ে উঠতে একটু অন্যরকম রং বাছুন। ঠিক যেমনটা ইট রঙা টিস্যু শাড়ি বেছে নিয়েছেন, তেমন। কিংবা গাঢ় সোনালি রঙের শাড়িও পরতে পারেন।এবার আসা যাক ব্লাউজের কথায়। ডিপকাট স্কোয়ার নেক ব্লাউজ বেছে নিতে পারেন কিংবা সোনালি জরির কাজ করা জমকালো ব্লাউজও দিব্যি মানিয়ে যাবে। তবে শাড়ির পারে ভারী কাজ থাকলে ব্লাউজে খুব একটা কারুকাজ না হলেও চলবে। যেহেতু বাড়িতেই থাকছেন, তাই হালকা মেকআপ। একটু ব্লাশ। ঠোঁটে থাকুক কৌশানীর মতো লিপগ্লস। তবে আপনি স্বচ্ছন্দ্য না হলে লাল লিপস্টিকও ব্যবহার করতে পারেন। কপালে থাকুক ছোট্ট টিপ। তার সঙ্গে কানে থাকুক ঝুমকো কিংবা কান টানা। হাতে বালাজোড়া। তবে কানে ভারী গয়না পরলে নেকলেস পরার দরকার নেই। ছিমছাম সাজেই লক্ষ্মীপুজোয় মোহময়ী হয়ে উঠুন।

সুগন্ধী ছাড়া পুজোর সাজই অসম্পূর্ণ, পারফিউম, বডি স্প্রে-র সঠিক ব্যবহার

পুজোর ক'টাদিন বাঙালির প্রাণে খুশির তুফান ওঠে। সাজগোজ থেকে খাওয়াদাওয়া, বাঁধে না কোনও মানা। আর সাজ তো সম্পূর্ণ হয় না সুগন্ধী ছাড়া। মেকআপ করে, পোশাক পরে, চুল বেঁধে ফেলার পর যা বাকি থাকে, তা হল পারফিউম বা বডি স্প্রে লাগানো। কেউ কেউ শুধু পোশাকে নয়, কানের পাশে, ঘাড়েও পারফিউম ব্যবহার করে থাকেন। তবে কখন, কোনটা ব্যবহার করবেন বা কোন অংশে কোনটা লাগাবেন, তা সঠিকভাবে জানেন তো? যদি এ বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট না থাকে, তাহলে এখনই চটপট জেনে নিন।

পারফিউমের ব্যবহার।

বডি স্প্রে আর পারফিউমের তফা রয়েছে ঢের। গন্ধের ফারাক ছাড়াও গুণমানও দু'য়ের দু'রকম। তা বুঝতে হলে আগে জানতে হবে কোনটা কী উপাদানে তৈরি। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বডি স্প্রে-তে সুগন্ধী তেলের পরিমাণ থাকে মাত্র ৩ শতাংশ। বাকিটা জল আর অ্যালকোহল। ফলে তার স্থায়িত্ব কম। বড়জোর চারঘণ্টা। তাই গোটা দিনে বারবার ব্যবহার করতে হয়। সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই অনেকে পোশাকেই বডি স্প্রে লাগান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সিল্কবস্ত্র অতি সূক্ষ্ণ। তাই বডি স্প্রে-র মতো সুগন্ধী ব্যবহার করলে তাতে দাগ থেকে যায়। তাই কাপড় বুঝে তাতে বডি স্প্রে ব্যবহার করুন। নইলে পোশাকের ক্ষতির সম্ভাবনা।

বডি স্প্রে-র ব্যবহার।

পারফিউমের উপাদানে ১০ থেকে ৪০ শতাংশ সুগন্ধী তেল থাকে। কোনটায় কত পরিমাণ আছে, তার উপর নির্ভর করে দাম। পারফিউমের স্থায়িত্বও অনেক বেশি, প্রায় ১২ ঘণ্টা। তাই বিশেষ অনুষ্ঠান বা সারাদিন বাইরে থাকতে হলে আদর্শ পারফিউম। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার ক্ষতি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, দামি পারফিউম সামান্য কানের পিছনে, গলা বা ঘাড়ে ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। সুগন্ধী ছড়িয়ে পড়বে গোটা শরীরে। আলাদা করে পোশাকে পারফিউম দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

পোশাক নয়, কবজিতে পারফিউম প্রয়োগ।

কেউ কেউ আবার দুটোই একসঙ্গে ব্যবহার করেন। তা কতটা বিজ্ঞানসম্মত, সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। স্তরে স্তরে সুগন্ধী প্রয়োগ করাই যায়। এতে গন্ধ আরও গাঢ় হয়। তবে এই কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। বডি স্প্রে এবং পারফিউমের গন্ধ কিছুটা কাছাকাছি হওয়া চাই।

বার্সেলোনায় দেবী বিসর্জনেও ধুমধাম! ধুনুচি নাচ, সিঁদুরখেলায় সমাপ্ত শারদোৎসব

বিশেষ প্রতিবেদক, ৬ অক্টোবর ঃ গত সপ্তাহভর দুর্গাপুজোর রেশ ছিল বঙ্গে। চলতি সপ্তাহ শুরু হয়েছে ধনদেবীর আরাধনা দিয়ে। সোমবার লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে। তবে প্রবাসের ছবিটা একটু ভিন্ন। এখানে সদ্য শেষ হওয়া সপ্তাহেও ভরপুর ছিল দুর্গোৎসবের আমেজে। স্পেনের বিখ্যাত শহর বার্সেলোনাতেই সবে ইতি পড়ল পুজোয়। একেবারে বাংলার মতোই

ধুনুচি নাচ, সিঁদুরখেলার মাধ্যমে উমার বিদায়পর্ব সম্পন্ন হল। উদ্যোক্তা স্পেনের বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সদস্যদের বার্তা, বাংলার দুর্গাপুজোর আনন্দ এভাবেই গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এত আয়োজন। জানালেন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য গৌতম রায়। বার্সেলোনার এই দুর্গাপুজো শুরু হয় ২০২২ সালে। প্রথমে হাতে গোনা চারজনের উদ্যোগে পুজো শারদোসবের সূচনা হয়েছিল। তখন শোলার কাটআউটের দুর্গাপ্রতিমায় পুজো হত। যামিনী রায়ের আঁকা ছবির আদলে তা তৈরি। ২০২৩-এ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেন সফরে যান। বার্সেলোনাতেও গিয়েছিলেন। সেই সফরই যেন বার্সেলোনার প্রবাসী বাঙালিদের বাঙালিয়ানায় মেতে ওঠার অনুপ্রেরণা ছিল। সেই আবেগকে অবলম্বন করেই শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ায় সেখানকার বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজো।এবছর কুমোরটুলি থেকে অর্ডার দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা বানানো হয়েছিল। জাহাজপথে তা নিয়ে যাওয়া হয় বার্সেলোনায়। এই পুজোয় এবার শামিল হয়েছিলেন প্রায় ৩০০ জন। তাঁরা সকলেই যে স্পেনের, তা নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বন্ধু, আত্মীয়রাও গত সপ্তাহান্তে শারদোসবের আনন্দ ভরপুর উপভোগ করেছেন। এসব জানালেন বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য গৌতম রায়।

রবিবার, উমার বিদায়বেলাতেও সেই আনন্দে এতটুকু ছেদ পড়েনি। মহিলারা দেবীবরণ, সিঁদুরখেলা, ধুনুচি নাচে মেতেছিলেন। আর পুরুষরা প্রবাস জীবনে স্বদেশি বন্ধুদের কাছে পেয়ে আড্ডায় মেতে ওঠেন। দেবীবরণের পর চলে মিষ্টিমুখ। বাংলার দুর্গাপুজো যে কতটা রঙিন, এসব টুকরো ছবিই তার প্রমাণ। আর সাগরপাড়েও সেই রং ছড়িয়ে দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে বার্সেলোনার বেঙ্গলি কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। আবার এক বছরের অপেক্ষা। হয়ত আরও সমারোহে এখানে শারদোৎসব হবে। হয়ত ইউরোপবাসীও কয়েকটা দিনের জন্য মনেপ্রাণে বাঙালি হয়ে উঠবে। টেলিপর্দার ' কাকিমা'র লক্ষ্মীপুজো মানেই এলাহি আয়োজন। নিজে হাতে যে মূর্তি গড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই প্রতিমাকেই একেকবছর একেক সাজে সাজান অভিনেত্রী। এবারও কাজ, শুটিংয়ের ব্যস্ততার সামলে রাত-বিরেতে মা লক্ষ্মীর পোশাক কিনতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়েই মহাফাঁপড়ে পড়তে হয় অপাকে! কেন?রাত আড়াইটের সময় মাকে সাজাতে সাজাতে সেই ঘটনাই ভাগ করে নিলেন অনুরাগীদের সঙ্গে। আসলে ফি বছর যেখান থেকে মায়ের পোশাক, সাজশৃঙ্গারের জিনিসপত্র কিনে আনেন, বৃষ্টিতে সেই দোকানের বেশিরভাগ অংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় দুষ্কৃতী হামলায় মৃত্যু ভারতীয় ডাক্তারী পড়ুয়ার

বিশেষ প্রতিবেদক, ৬ অক্টোবর ঃ আমেরিকায় গ্যাস স্টেশনে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করতেন বছর ২৭-এর ভারতীয় যুবক। রাতে কর্মরত অবস্থায় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। ডাক্তরি পড়তে মার্কিন মুলুকে যান হায়দরাবাদের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর পোলে। হাত খরচের জন্য ডালাসের একটি গ্যাস স্টেশন কাজ করছিলেন তিনি। সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল তাঁর। হায়দরাবাদে দাঁতের শল্য চিকিৎসা বিভাগে স্নাতক হওয়ার পর মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর পোলে। মাস ছয়েক আগেই সেখানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। আমেরিকারই কোনও হাসপাতালে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এই সময়ে হাত খরচ চালাতে ডালাসের গ্যাস স্টেশনে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে কাজ করছিলেন। তাতেই বিপত্তি ঘটে হল। অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর গুলিতে মৃত্যু হল তাঁর। যুবকের মৃতদেহ দেশে ফেরাতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছে পোলে পরিবার। শনিবার হায়দরাবাদে মৃত ডাক্তারি পড়ুয়ার বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী টি হরিশ রাও এবং বিআরএস বিধায়ক সুধীর রেড্ডি। মর্মান্তিক ঘটনার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যুবকের মৃতদেহ দেশে ফেরাতে সব রকম সাহায্য করুক রাজ্য সরকার। বিআরএস বিধায়কও একই দাবি তোলেন সরকার পক্ষের কাছে।

পূর্ণ সহাতার আশ্বাস অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.)ঃ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে ধারাবাহিক ভূমিধস ও ক্রমবর্ধমান বন্যায় মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিধ্বস্ত উভয় রাজ্যকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।দার্জিলিং জেলায় সরকারিভাবে কমপক্ষে ২৪ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও বেসরকারি সূত্রে মৃত্যুর সংখ্যা ৩০-এর বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। দুর্যোগের কবলে পড়ে এখনও নিখোঁজ বহুজন এবং আটকে পড়েছেন হাজার হাজার পর্যটক। অবিরাম বর্ষণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত ভূমিধসের ফলে বাড়িঘর তাসের মতো ধসে পড়ছে, ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে এবং বন্যার জলে ভেসে বহুজনের মৃত্যু বহু মানুষ। বেশ কয়েকটি পাহাড়ি এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ সোমবারও বিপন্ন মানুষজনকে উদ্ধার করতে ব্যাপক অভিযান চলছে। গোটা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কার্যালয়কে ট্যাগ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ' বৃষ্টিপাতের ফলে দার্জিলিং এবং উত্তরবঙ্গের অন্যত্র ধ্বংসযজ্ঞ এবং প্রাণহানির ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত।''

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সুচিকিৎসা

Name Change

I, Anwara Khatun (Old Name) W/o Golam Mabud Khan Residing at Vill - Mukundapur, P.o - Sagareswar, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721446 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Anuara Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Anwara Khatun (Old Name) and Anuara Begum (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sangita Devi More (Old Name) W/o Lalit Kumar More Residing at 4/2, Sarat Bose Road, District - Kolkata, Pin - 700020 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sangita More (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-09-2025. Sangita Devi More (Old Name) and Sangita More (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Mijanur Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Mamin Mandal ঠিকানা Vill - Takshali, P.o - Mamjoan, P.s - Taherpur, District - Nadia, Pin - 741121, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 26-09-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mijanur Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mijanur Mondal (নতুন নাম) ও Mijanur Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ashanur Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Gaffar Biswas ঠিকানা Jagannathpur, Patikabari, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 26-09-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ashanur Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ashanur Biswas (নতুন নাম) ও Ashanur Khatun (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Change of Name

I ,DEBASHID BHATTACHARYA (OLD NAME) S/O LATE KALIDAS BHATTACHARYA , RESIDING AT 144/84 , A.C.ROAD BY LANE, 12 , POST - INDRAPRASTHA, BERHAMPORE, DIST - MURSIDABAD WEST BENGAL - 742103 , INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASHIS BHATTACHARYA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 26/09/2025 DEBASHIS BHATTACHARYA (NEW NAME) DEBASHID BHATTACHARYA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Abul Hamid Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Osman Mandal ঠিকানা Ramnagar, Kumari Ramnagar, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 26-09-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abdul Hamid Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abdul Hamid Mandal (নতুন নাম) ও Abul Hamid Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Change of Name

I ,SURAJ KESHRI & SURAJ KESHARI (OLD NAME) S/O LATE SHIV KUMAR KESHARI , RESIDING AT HYDERPUR , PIAJIMORE , POST - MALDA , P. S - ENGLISH BAZAR, DIST - MALDA , WEST BENGAL - 732101 , INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAJ PRASAD KESHARI (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 26/09/2025 , SURAJ PRASAD KESHARI (NEW NAME) SURAJ KESHRI & SURAJ KESHARI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON.

Change of Name

I, PRAKASH CHANDRA THARD (Old Name) S/O BENI PRASAD THARD Residing at Lakhotia Tower, 7th Floor, 118, Girish Ghosh Road, Bally, District - Howrah, Pin - 711204 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PRAKASH CHAND THARD (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 26-09-2025. PRAKASH CHANDRA THARD (Old Name) and PRAKASH CHAND THARD (New Name) both are same and identical person.

Change of Name

I ,PROMATHA PODDER & PROMATHA NATH PODDER (OLD NAME) S/O LATE PANCHANAN PODDAR , RESIDING AT , VILL - MALLICKPUR , P. O - BALTI ,P.S - SWARUPNAGAR, N. 24.PGS. - 743273 , WEST BENGAL , INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRAMATH NATH PODDAR (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE BARASAT , DATED 23/09/2025 (SL. No -6055) PRAMATH NATH PODDAR (NEW NAME) AND PROMATHA PODDER & PROMATHA NATH PODDER (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON.

Name Change

I, Jiniya Parveen daughter of Late Rabiul Islam Ansari, residing at Kulut Dakshinpara, Manteswar, Purba Bardhaman, Pin: 713422, West Bengal, declare that my father's actual and correct name is Rabiul Islam Ansari but in my Educational Certificate his name recorded as Rabiul Islam instead of Rabiul Islam Ansari. Rabiul Islam and Rabiul Islam Ansari both are same and one identical person as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 03/10/2025.

Name Change

I, Magbul Mia & Magbul Miyan (Old Name) S/O–Mazibar Minya resident of Vill- Narayanpur , Po-Amiya Narayanpur , Ps- Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741165 do hereby declared that I have changed my name from Magbul Mia & Magbul Miyan to Moquebul Minya and henceforth I shall be known as Moquebul Minya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Moquebul Minya (new name) & (old name) Magbul Mia & Magbul Miyan both are same and one identical person.

Name Change

I, Profulla Mandal (Old Name) S/O– Dayal resident of Vill & Po-Goas , Ps- Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Profulla Mandal to Prafulla Mondal and henceforth I shall be known as Prafulla Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Prafulla Mondal & Profulla Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Avijit Mondal (Old Name) S/O– Sunil Mondal of Vill- Namupara , Po- Rasora, Ps- Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742139 do hereby declared that I have changed my name from Avijit Mondal to Abhijit Mondal and henceforth I shall be known as Abhijit Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Abhijit Mondal & Avijit Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Rahaman Ali Biswas (Old Name) S/O– Mojammel Biswas of Habibpur, Ranghat-1 , Nadia , West Bengal, Pin-741402 do hereby declared that I have changed my name from Rahaman Ali Biswas to Rahaman Biswas and henceforth I shall be known as Rahaman Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate affidavit Ranaghat court on 15/09/2025. My name Rahaman Biswas & Rahaman Ali Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Most Ayesha Khatun (Old Name) W/O– Abdul Alim of Vill- Madhya Chachanda , Po- Chachanda, Ps- Samserganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my name from Most Ayesha Khatun to Ayesha Khatun and henceforth I shall be known as Ayesha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Ayesha Khatun & Most Ayesha Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, Salam Mia (Old Name) S/O– Moquebul Minya resident of Vill- Narayanpur , Po-Amiya Narayanpur , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Salam Mia to Salam Miyan and henceforth I shall be known as Salam Miyan (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Salam Miyan & Salam Mia both are same and one identical person.

Name Change

I, Ejimul Haque (Old Name) S/O– Abdul Goni Sekh resident of Vill- Karkatapara , Po-Pulinda , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Ejimul Haque to Eminul Hoque and henceforth I shall be known as Eminul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Eminul Hoque & Ejimul Haque both are same and one identical person.

Name Change

I, Subhas Prasad Gupta (Old Name) S/O– Narayan Gupta resident of Vill-Basudebpur , Po & Ps-Hili , Dist-Dakshin Dinajpur , West Bengal, Pin-733126 do hereby declared that I have changed my name from Subhas Prasad Gupta to Subhash Gupta and henceforth I shall be known as Subhash Gupta (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Balurghat court on 15/09/2025. My name Subhash Gupta & Subhas Prasad Gupta both are same and one identical person.

Name Change

I, Lutfannechha Khatun (Old Name) W/O– Mohammad Sazidur Rahman resident of Vill- Fulbaganpara , Po-Plassey , Ps- Kaliganj, Dist-Nadia , West Bengal, Pin- 741156 do hereby declared that I have changed my name from Lutfannechha Khatun to Lutfunnechha Khatun and henceforth I shall be known as Lutfunnechha Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Lutfunnechha Khatun & Lutfannechha Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, Palash Mandal (Old Name) S/O– Prafulla Mondal resident of Vill & Po-Goas , Ps-Karimpur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Palash Mandal to Palash Mondal and henceforth I shall be known as Palash Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Palash Mondal & Palash Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Rabiul Islam & Rabiul Islam (Old Name) S/O–Md Sertaz Molla resident of Vill- Soluadanga , Po-Bejpara , Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Md Rabiul Islam & Rabiul Islam to Md Rabiul Islam Molla and henceforth I shall be known as Md Rabiul Islam Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 26/09/2025. My name Md Rabiul Islam Molla (new name) & (old name) Md Rabiul Islam & Rabiul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Shibsankar Das (Old Name) S/O–Shyamapada Das resident of Vill-Faridpur , Po-Kashimnagar , Ps-Suti , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Shibsankar Das to Md Maniruzzaman and henceforth I shall be known as Md Maniruzzaman (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Jangipur court on 19/12/2000.My name Md Maniruzzaman & Shibsankar Das both are same and one identical person.

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION Pvt. Ltd.

ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড

CIN: U67100TZ2014PTC020363

নিবন্ধিত অফিসঃ- কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৭ তম তলা, এন.সি.কেলকার মার্গ, আরজি গড়কারি চক, দাদার (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০২৮
মোবাইলঃ ৯১ ৮৮৬৬৬৮২৯৩৭, বোর্ডঃ৯১ ২২ ৬৯২৩১১১১, ইমেলঃvishal.bodha@omkaraarc.com, www.omkaraarc.com

পরিশিষ্ট - IV-A নিয়ম ৮ (৬) এর শর্তাবলী দেখুন । স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইনন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI অ্যাক্ট) এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৯(১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতা / বন্ধক / জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মূল সুরক্ষিত ঋণদাতাদের (বিশেষ করে নীচের টেবিলে উল্লেখিত) কাছে বন্ধকচার্জ করা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি স্ট্রেসড অ্যাসেটস স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (SASF), যার ভৌত দখল ০৮-০৮-২০২৫ তারিখে ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা নেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু, ৩১-০৮-২০২৪ তারিখের SASF ভিউ অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, মেসার্স ইস্টার্ন সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ঋণ ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড (OARPL) (ওমকারা পিএস ১৩২০২৪-২৫ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে) কে অর্পণ করেছে।

OARPL হল কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি এবং রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে একটি সম্পদ পুনর্গঠন কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত এবং এর নিবন্ধিত অফিস ৯, এমপি নগর, প্রথম স্ট্রিট, কঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর-৬৪১৬০৭ এবং কর্পোরেট অফিস কোহিনূর স্কোয়ার, ৪৭ তম তলা, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর.জি. গড়করি চক, দাদার (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০২৮। অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, OARPL SASF থেকে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি সহ সম্পূর্ণ বকেয়া ঋণ অর্জন করেছে এবং বকেয়া আদায় এবং সিকিউরিটি প্রয়োগ করার অধিকারী।

OARPL-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা এতদ্বারা SARFAESI আইনের অধীনে নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করতে চান, যাতে ঋণদাতাদের পাওনা আদায় করা যায়, যেমনটি নীচের টেবিলে দেখানো হয়েছে। SARFAESI আইনের বিধান অনুসারে অধিকার এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে **'যেমন আছে, যেখানে আছে, যেমন আছে, যা আছে, যা আছে, যা আছে এবং যা আছে' এবং সমস্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দায়বদ্ধতার** উপর ৩০-১০-২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত চাপযুক্ত সম্পদ স্থিতিশীলকরণ তহবিলের (বর্তমানে OARPL) পাওনা আদায়র জন্য মেসার্স ইস্টার্ন সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী হনুমান সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (SHILগ্যারান্টর/ মর্টগেগার), এবং নোপানি ইনভেস্টমেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড (NIPLগ্যারান্টর/ মর্টগেগার) থেকে ১ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের হিসাবে ২২৫৫,৮৭,৯১,৪৩৪- টাকা (দুই হাজার দুইশ পঞ্চান্ন কোটি সাতাসি লক্ষ একানব্বই হাজার চারশ চৌত্রিশ টাকা মাত্র)।ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা, জামিনদার, সিকিউরিটির বিবরণ, রিজার্ভ মূল্য, বর্ধিত বিডের পরিমাণ, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (EMD) এবং জ্ঞাত দায় (যদি থাকে) এর বিবরণ নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ঋণগ্রহীতা / জামিনদার / বন্ধকদাতাদের নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	সম্পত্তির মালিক	রিজার্ভমূল্য (টাকা)	বিড বৃদ্ধি পরিমাণ	ইএমডি
১. ইস্টার্ন সুগার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ২. শ্রী হনুমান সুগার অ্যান্ডইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (জামিনদার/ বন্ধক) ৩. মেসার্স নোপানি ইনভেস্টমেন্ট স প্রাইভেট লিমিটেড (জামিনদার / বন্ধক) ৪. শ্রী বিমল কুমার নোপানি (অবসন্ন) (ব্যক্তিগত জামিনদার)	প্রাঙ্গণ নং ১১১, ১১০০ বর্গফুট আয়তনের, ১১ তলা, বজাজ ভবন, প্লট নং ২২৬সিএস নং১৯২৪, ব্লক নং ৩,ব্যাকবে পুনরুদ্ধার, নরিমান পয়েন্ট , মুম্বাই - ৪০০০২১।	**মেসার্স নোপানি বিয়োগ প্রাইভেট লিমিটেড।**	টাকা ৬,৫০,০০,০০০/-	টাকা ১৫,০০,০০০/-	টাকা ৬৫,০০,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়- ৩০-১০-২০২৫ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত

দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় ২৯-১০-২০২৫ বিকাল ৫,০০ টা পর্যন্ত

পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়-১৭-১০-২০২৫ বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়- ০৭.০৮.২০২৫ তারিখের হিসাবে সোসাইটির পাওনা (বজ ভবন), মোট ৬১,২৩,৯৬৯- টাকা।

বিচারাধীন মামলা-NIL

অ্যাকাউন্ট ঃ ১১৪৯৩২১১৫৫, সুবিধাভোগীর নামঃ ওমকারা পিএস ১৩২০২৪-২৫ ট্রাস্ট, ব্যাংকের নাম - কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক,শাখাঃ মুম্বাই বিকেসি, আইএফএসসি কোডঃ কেকেবিকে ০০১৪০৫

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য http:omkaraarc.comauction.php-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। নিলামটি গকঞ্জুল্ল অনলাইনে পরিচালনা করবে। EMD (DDমূল পে অর্ডার অথবা NEFTRTGS-এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ) সহ দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৯-১০-২০২৫ বিকাল ৫,০০ টা পর্যন্ত। যেসব দরদাতা EMD জমা দিয়েছেন এবং লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড তৈরি, ডেটা আপলোড, দর জমা দেওয়া, ই-বিডিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে সহায়তা চান, তারা ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী Ms. C1 India Pvt Ltd, টেলিফোনঃ৯১-৭২৯১৯৮১১২৪২৫২৬,হেল্পলাইন ই-মেইল আইডিঃsupportbankeauctions.com, মি. ভাবিক পাণ্ড্য, মোবাইলঃ৮৮৬৬৬৮২৯৩৭ ই-মেইল - maharashtrac1indiaúcom এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন ৮০৮২৪৮৮৯০৭ ইমেল - vishal.bodhaomkaraarc.com।

ইচ্ছুক দরদাতাদের দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ২৯A এর অধীনে মেনে চলতে হবে এবং ঘোষণা দিতে হবে,বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে শর্তাবলী দেখুন।২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালার বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৯(১) এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য সংবিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি।

এই নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এবং বিধি ৯(১) এবং আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা(দের) প্রতি কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিনের একটি বাধ্যতামূলক নোটিশ, যাতে তাদের উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ে ই-নিলামের মাধ্যমে নিলামবিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হয় এবং যদি তারা চান তবে SARFAESI আইন ২০০২ এর ১৩(৮) এর বিধান অনুসারে সুদ, খরচ এবং ব্যয় সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করে সম্পদ খালাস করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, সম্পত্তিটি বিবেচনার ভিত্তিতে হবে অনুমোদিত কর্মকর্তাসুরক্ষিত পাওনাদারকে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ এর বিধি ৮ (৫) এর অধীনে নির্ধারিত যেকোনো পদ্ধতিতে বিক্রি করা হবে।

স্বাক্ষর /-
বিশাল বোধা- প্রধান ব্যবস্থাপক
অনুমোদিত কর্মকর্তা ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
(ওমকারা পিএস ১৩২০২৪-২৫ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন)

তারিখ ঃ ৭.১০.২০২৫
স্থানঃ মুম্বাই

নাগরাকাটায় বন্যা পরিদর্শনে গিয়ে আক্রান্ত বিধায়ক শংকর ঘোষ ও খগেন মুর্মু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ৬ অক্টোবর ঃ নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে আক্রান্ত শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। একেবারে রক্তাক্ত অবস্থা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। জানা যাচ্ছে, এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার সময় হঠাৎই তাঁদের উপর এই হামলা চলে। শুরু হয় ব্যাপক ইঁটবৃষ্টি। ইঁটের আঘাতে আহত হন শিলিগুড়ির বিধায়ক। এমনকী তাঁর গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ইঁট লাগে মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদের শরীরেও। ইতিমধ্যে ঘটনার পরের একটি ভিডিও সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ইঁটের আঘাতে রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিজেপি সাংসদের শরীর। তছনছ অবস্থা বিজেপি বিধায়কের গাড়িও। রবিবারের ভয়াবহ পরিস্থিতির সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও কিন্তু চারপাশে ছড়িয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছাপ। এমনকী বহু জায়গায় প্লাবনের পরিস্থিতিও তৈরি হয়। এদিন সোমবার সকালে দুর্যোগকবলিত নাগরাকাটা পরিদর্শনে যান মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। কিন্তু বামনডাঙায় ঢোকার সময় হঠাৎ ওই করেই তাঁদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। একেবারে লাঠি, জুতো হাতে বিজেপি নেতাদের উপর চলে হামলা। শুধু তাই নয়, গাড়ি থেকে নামতেই তাঁদের লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি শুরু হয়। ইঁটের আঘাতে মাথা ফেটে যায় খগেন মুর্মু। জুতো মারা হয় শংকর ঘোষকেও। কোনওরকমে এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন দুই বিধায়ক। জানা গেছে, দু'জনকেও আপাতত স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গোটা ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালিয়েছে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গে । ভেঙে গিয়েছে সেতু, কালভার্ট, বহু বাড়িঘর। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ২৮। উদ্ধারকাজ চলছে। এমন পরিস্থিতিতে এদিন দুর্গত এলাকায় গিয়েছিলেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক। অভিযোগ, নাগরাকাটায় পোঁছোতেই তাঁদের দিকে তেড়ে আসে একদল দুষ্কৃতী। বাঁশ, লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয়। ভাঙচুর করা হয় গাড়িতেও। গুরুতর আঘাত লাগে সাংসদ খগেন মুর্মুর। আক্রান্ত হন বিধায়ক শংকর ঘোষও। ইতিমধ্যে আক্রান্ত সাংসদ-বিধায়ককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাংসদের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক বলে জানা যাচ্ছে। খবর পেয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল চিকিৎসার জন্য। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্যের নেতাদের কাছ থেকে এই নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি, ভূমিধসের জেরে প্রাণ গেছে বহু মানুষের, এখনও একাধিক জেলা প্লাবিত। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবারই বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রওনা দিয়েছেন উত্তরবঙ্গে। মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । একাধিক বিজেপি নেতা এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার সোমবার সাংসদ অফিসে সাংবাদিকদের বলেন মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা কমছে তাই বিজেপির প্রতিনিধি দলকে আটকাতে তার নির্দেশেই এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কোনরকম ভাবেই বিজেপিকে ত্রাণ কাজে নামতে দেওয়া হবে না এই নির্দেশ আসার পরেই এই ধরনের আক্রমণ এর জন্য বিজেপি প্রতিবাদ জানাবে রাস্তায় নামবে প্রয়োজনে আইন দ্বারস্থ হবে। এছাড়াও আজ অথবা কাল সুকান্ত মজুমদার নিজেই বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় যাবেন পরিদর্শনে।

জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে কয়েক লক্ষ কেজি তৈরি চা পাতা! ব্যাপক ধাক্কা চা শিল্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর ঃ প্রকৃতির রোষে তছনছ উত্তরবঙ্গ। কোথাও জলে ডুবেছে বাগান। কোথাও জলের স্রোতে গাছ উপড়ে ভেসে গেছে। চারপাশ তাকালে শুধুই ধ্বংসলীলা! বর্ষণের জেরে হড়পা বানের ধাক্কায় উত্তরের চা শিল্প বিরাট বিপর্যয়ের মুখে। সেখানকার বিভিন্ন কারখানায় ঢুকে গেছে জল। যার ফলে নষ্ট হয়েছে কয়েক লক্ষ কেজি তৈরি চা পাতা। মাথায় হাত কারখানায় মালিকদের। এই বিপর্যয়ের ফলে প্রাথমিক হিসেবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭৫ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, প্রবল বর্ষণে ক্ষতি হয়েছে বাগানের রাস্তা, কালভার্ট, শ্রমিকদের আবাসনও। চা বণিকসভাগুলোর শঙ্কা, যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। মেখলিগঞ্জের মৈনাক টি হিলসের কর্তৃপক্ষ সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও বাগানে ঢুকতে পারেননি। নদীর জল ঢুকে পড়েছে বাগান। জলের তলায় সম্পূর্ণ চা বাগান। এদিকে চ্যাংমারি চা বাগানের কারখানায় জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকার সিটিসি এবং গ্রিন টি। ভেঙে পড়েছে বাগানে যাওয়ার রাস্তাও। এমনকী জলের তোড়ে ভেসে গেছে কালভার্টও। এখানেই শেষ নয়, ডুয়ার্সের গেন্দ্রাপাড়া, গাঠিয়া, গুডহোপ, জিতি, আইভিল, আনন্দপুর, বানারহাট, নাগরাকাটার মতো অন্তত ৫০টি বড় চা বাগান মারাত্মকভাবে প্রবল বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চা বণিকসভাগুলো সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই মিলিয়ে উত্তরে ২৭৬টি বড় চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে পাহাড়ে চা বাগানের সংখ্যা ৮২টি। পাহাড়ের অন্তত দশটি চা বাগান ভূমিধসে বিধ্বস্ত হয়েছে। তরাইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পনেরোটি চা বাগান। ডুয়ার্সের আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের সুভাষীনি চা বাগানের ১০০ একর এলাকা জলে ভেসেছে। একই দশা হয়েছে কালচিনি, বীচ, সাতালি চা বাগানে।

সুদূর আমেরিকাতেও বিশেষ খ্যাতি নয়াবাজারের দইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ অক্টোবর ঃ বঙ্গবাসীর মন জয় তো আগেই হয়েছে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে দই প্রত্যেক বছর পাড়ি দেয় সুদূর প্রবাসেও। কথা হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিখ্যাত নয়াবাজারের দই এর। যার খ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে শহর ছেড়ে গ্রাম, জেলা, রাজ্যে ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন দেশে। যেমন অতুলনীয় গন্ধ তেমনিই স্বাদ সেই কারণেই বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে নয়াবাজারের দই কিনতে। কথায় বলে বাঙালির শেষ পাতে একটু দই না হলে ঠিক জমে না। নয়াবাজারের দইয়ের মধ্যে ক্ষীর দই, টকদই, সাদা দই, চিনিপাতা দই এবং মিষ্টি দই প্রভৃতি জনপ্রিয়। পুরনো রীতি মেনেই দুধ সংগ্রহের পর মাটির সরা বা পাত্রে দই প্রস্তুত করেন বিক্রেতারা। জন্মদিন বিয়ে থেকে শুরু করে নানান অনুষ্ঠানে অতিথি আপ্যায়নে নয়াবাজারের দই এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে বহু প্রজন্ম ধরে। নয়াবাজারের দই বিক্রেতা বিপ্লব ঘোষ বলেন, উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা, পার্শ্ববর্তী রাজ্য এমনকি আমেরিকাতেও আমাদের দই পাড়ি দেয় প্রত্যেক বছর । তার কথায় গত দুইবছর লকডাউনে ব্যবসা কিছুটা খারাপ হলেও লকডাউন শিথিল হতেই পুনরায় ব্যাবসা ভালো হচ্ছে। দই কিনতে আসা এক ক্রেতা মানিক সরকার বলেন, নয়াবাজারের দই রাজ্য জুড়ে নামডাক রয়েছে, সাধ্যের মধ্যে এত সস্তায় এইরকম ভাল দই পশ্চিমবঙ্গে কোথাও পাওয়া যাবে না।

বাংলার প্রাচীন গৌড়ে সুলতানি আমলের সরাইখানার আজ মলিন মিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ অক্টোবর ঃ প্রাচীন ভারতের একাধিক ইতিহাস কে জানাতে আজও দেশ-বিদেশ থেকে ছুটে আসেন বহু পর্যটকরা। দিল্লি, কলকাতা সহ একাধিক বড় শহরের ঐতিহাসিক স্থাপত্য গুলির ইতিহাস পর্যটকদের কাছে বিশেষ পরিচিতি পেলেও বাংলার এই জায়গার একাধিক ইতিহাস আজও অজানা অনেকের কাছে। দিল্লির কুতুব মিনার, কলকাতার শহীদ মিনার সহ বড় শহরগুলির একাধিক স্থাপত্য দেশ-বিদেশে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। তবে প্রাচীন বাংলার এককালীন রাজধানী গৌড়ে অবস্থিত এই মিনারের ইতিহাস আজও অজানা অনেকের কাছে। প্রাচীন বাংলার গৌড় শাসনকালে সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ দ্বারা নির্মিত এই মিনারের রয়েছে একাধিক ইতিহাস। ইতিহাসবিদদের মতে সুলতানি আমলে শাসন কেন্দ্রের অবস্থানকে বোঝাতে এই মিনারটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এবং এই মিনার থেকেই সুলতানের সেনাবাহিনী গৌড় নগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নজর রাখতেন। ইতিহাসবিদ এম আতাউল্লাহ জানান, প্রাচীন গৌড়ের যেমন একাধিক শাসন ব্যবস্থা ও রাজত্বের ইতিহাস সম্পর্কে বইয়ের মাধ্যমে জানা যায়। তেমনই ভাবে তাদের তৈরি একাধিক স্থাপত্য ও নির্মাণ দেখলে শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যদিও আজও অনেক ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে অজানা। এই মিনারটি মূলতঃ গৌড়ের রাজপ্রাসাদের নিরাপত্তা ঘিরে তৈরি করা হয়েছিল। শত্রুদের আগাম আক্রমণ পরিস্থিতি উপর নজর রাখতে এই উঁচু নির্মাণ

তৈরি করেছিলেন হাবশী রাজবংশের সুলতান সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ। যদিও পাচিতলা এই মিনারটি আজ ভগ্নদশা অবস্থায়। ১৪৮৬ থেকে ১৪৮৯ সালে এই মিনারটি নির্মাণ করা হয় যার উচ্চতা প্রায় ৮৪ ফুট এবং ৬২ ফুট পরিধি। প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ের এটি ছিল উচ্চতম স্থাপত্য যা আজও প্রায় ৫৫০ বছর ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মালদার বুকে।

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং:ঃ আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৮-২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৬-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং:ঃ আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৮-২০২৫-২৬, কাজের নামঃ অভয়পুরী আসাম স্টেশনে বিদ্যমান ১২ শয়নকক্ষ রানিং রুমের কাছে নতুন ৪৫ শয়নকক্ষ রানিং রুমে ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৬০,৩২,৯৫২.৩৩ টাকা। বায়নার ধনঃ ১,২০,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/রঙ্গিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

নদীর জলে তলিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৬ অক্টোবর ঃ গরু চরাতে গিয়ে নদীর জলে তলিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম শেখ রকিব (৬০), বাড়ি দুবরাজপুর ব্লকের সদাইপুর থানার অন্তর্গত ঝরিয়া মহম্মদপুর গ্রামে। রবিবার সকালে গরু চড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হন তিনি। দীর্ঘ রাতভর তল্লাশির পর সোমবার সকালে বক্রেশ্বর নদী থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ গরু চরাতে বেরিয়েছিলেন শেখ রকিব। বিকেলে গরুগুলি ফিরে এলেও তিনি আর ফেরেননি । রাতভর চলতে থাকে খোঁজাখুঁজি। সোমবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুরোধে ও সদাইপুর থানার উদ্যোগে নীল নির্জন জলাধারের গেট বন্ধ করে নদীর জল কমানো হয়। এরপর গ্রামবাসীরা বক্রেশ্বর নদীর এক ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকে থাকা শেখ রকিবের দেহটি উদ্ধার করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রিয়াজউদ্দিন মির্ধা বলেন, উনি প্রতিদিনের মতোই গরু চরাতে গিয়েছিলেন। বিকেলে গরু বাড়ি ফিরে এলেও উনি ফেরেননি। রাতভর গ্রামবাসীরা খোঁজাখুঁজি করেছেন। এদিন সকালে নদীর জল কমানোর পর দেখা যায়, ঝোপের মধ্যে দেহ আটকে আছে। এই নদী পার হতে গিয়ে প্রায়ই গরু, ছাগল মারা যায়। এবার একজন মানুষ প্রাণ হারালেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজিডব্লু.২৭২-২৫২-টি-৬২, তারিখ ০৩.১০.২০২৫। চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/এইচকিউ, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আছে এবং ন্যূনতম যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণকারী অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত কন্ট্রাক্টরদের থেকে 'ওপেন' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ ডেপুটি সিএসটিই/ডব্লু/হাওড়া এবং ডেপুটি সিএসটিই/ডব্লু/।।।/শিয়ালদহের অধিক্ষেত্রাধীনে প্রোজেক্ট সুপারভিশন সার্ভিসেস (পিএসএস)-এর নিয়োগ। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৩,৯০,৩৫,৯৮১.৭৬ টাকা। জমাকৃত বায়না রাশি ঃ ৩,৪৫,২০০ টাকা। কাজ শেষ করার সময়সীমাঃ ২৪ (চব্বিশ) মাস। অফারের বৈধতা ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন। টেন্ডার নথিপত্র অনলাইনে জমার (বন্ধ) শেষ তারিখ ও সময়ঃ ০৫.১১.২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.১১.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইটের ঠিকানা, সময় ও তারিখ যখন থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে ঃ ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এ ০৩.১০.২০২৫ তারিখ থেকে। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডার বিড জমা করা যাবে ঃ ১. শুধুমাত্র অনলাইনে বিড জমা করতে হবে। ২. টেন্ডারদাতাকে/দের ই-টেন্ডার সিস্টেমে অংশগ্রহণের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইট অর্থাৎ www.ireps.gov.in-এ অবশ্যই রেজিস্টার করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধনী/ সংযোজনী, যদি প্রয়োজন হয়, শুধুমাত্র এই সাইটে প্রকাশিত হবে। ৩. শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত বিডাররা তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। ৪. এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল বিড/অফার অনুমোদন করা হবে না। ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে বাতিল করা হবে। ৫. রেলওয়ে বোর্ড লেটার নং ২০১৭/ট্রান্স/০১/পলিসি/পিটি-এস তারিখ ২৮.০৩.২০১৮ অনুযায়ী কাজের চুক্তির (৫০.০০ কোটি টাকা বা তার বেশি) প্রযোজ্যের জন্য ইলেক্ট্রনিক রিভার্স অকশন (ই-আরএ)।

(CON-44/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শিলাবতী ও ডিভিসি-র জলে আবারও প্লাবিত ঘাটাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ৬ অক্টোবর ঃ নিম্নচাপের ফলে লাগাতার বৃষ্টির জেরে নতুন করে প্লাবিত ঘাটাল পৌর এলাকা। শিলাবতী নদীর জলস্তর বা।তেই প্লাবিত বেশ কিছু এলাকা। জল পেরিয়ে চলছে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত। ফের জলযন্ত্রণার সম্মুখীন ঘাটালবাসী। শিলাবতী নদীর জলস্তর বেড়ে আবারও নতুন করে

প্লাবিত ঘাটাল পৌর এলাকা, জল পেরিয়ে চলছে যাতায়াত। কয়েকদিনের বৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে ঘাটালের শিলাবতী নদীর জলস্তর বেড়ে প্লাবিত ঘাটাল পৌর এলাকা। ইতিমধ্যেই ঘাটাল পৌরসভার এক, দুই, তিন, ছয়, নয়, দশ, নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকছে বন্যার জল। জল পেরিয়ে চলছে যাতায়াত। স্থানীয় মানুষজন সূত্রে খবর, এই নিয়ে চলতি মরশুমে আটবারে পড়ল ঘাটালের বন্যার সংখ্যা। সমস্যায় ঘাটালের বানভাসি এলাকার মানুষজন। পুজোর কয়েকমাস আগে পর্যন্ত জল জমে ছিল বেশ কিছু এলাকায়। পুজো নির্বিঘ্নে কাটতেই ফের জলযন্ত্রণাও ফিরে এল। লাগাতার বৃষ্টি তো আছেই তার উপর আবার ডিভিসির জলে ডুবে গেল ঘাটালের পৌর এলাকার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড। হু হু করে জল ঢুকতে শুরু করছে। ফুঁসছে নদী। বৃষ্টি হলে আরও পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে। চাষিদের মাথায় হাতে। এবছর একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে ফসল। বারবার খরচ করে চাষ করে মাঠেই নষ্ট হচ্ছে ফসল। ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন চাষিরা। থমকে গেছে ঘাটালের জনজীবন। জল পেরিয়ে এমন ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে কাজকর্ম বন্ধ রাখছেন অনেকেই। এভাবে চরম ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে ঘাটালবাসীকে। স্থায়ী সমাধানের দাবি আরও জোরালো হচ্ছে। এভাবে আর কতদিন জলযন্ত্রণার মুখে পড়ে থাকবেন তারা। একটু বৃষ্টি হলেই পরিস্থিতি খারাপের দিকে যায়। এবার আবার নিম্নচাপের ফলে একটানা বৃষ্টি চলছে। ফলে নদীর জলস্তর আরও বাড়ার সম্ভবণা করছে ঘাটালবাসী। ফের নতুন করে এলাকা প্লাবিত হওয়ায় তারা আতঙ্কিত।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

তরুণ রায়, আলিপুরদুয়ার, ৬ অক্টোবর ঃ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পর্যটন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল বন দফতর। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে হলং নদীর সেতু ভেঙে যাওয়া ছাড়াও এই জাতীয় উদ্যানের আরও বেশ কিছু সেতু ও রাস্তার ক্ষতি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পর্যটক ও বনকর্মীদের নিরাপত্তার স্বার্থে আপাতত পর্যটন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জলদাপাড়ার বনকর্তারা জানিয়েছেন, রাস্তাঘাট ও সেগুলি পরীক্ষার পর পর্যটন নিয়ে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে। নতুন করে তেমন আর ভারী বৃষ্টি হয়নি। ধীরে ধীরে আবহাওয়ার উন্নতি হতেও শুরু করেছে। কিন্তু এখনও চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার নমুনা। কোথাও জমে আছে জল, কোথাও বা ধস নেমে বিধ্বস্ত এলাকা। ভেঙেচুরে পড়ে রয়েছে রাস্তা। সবথেকে খারাপ পরিস্থিতি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের। জলমগ্ন জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা। এই অবস্থায় সেখানকার জীবজন্তু কেমন আছে তা নিয়ে ইতিমধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। এমনকী জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে গন্ডার ঘুরতে দেখা গেছে। এই অবস্থায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করা হল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। বন্ধ হাতি এবং জঙ্গল সাফারি। উৎসবের লম্বা ছুটিতে অনেকেই এই সময় পাহাড়ে বেড়াতে যান। একশৃঙ্গ গন্ডার, হাতি, বাইসন, হরিণ, লেপার্ড-সহ বহু পশুর বাস এই জঙ্গলে। শুধু তাই নয়, পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ থাকে জলদাপাড়ায় হাতির পিঠে চেপে জঙ্গল সাফারি করার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এবং পর্যটকদের সুরক্ষা কথা মাথায় রেখে তা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হচ্ছে বলে জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের তরফে দেওয়া

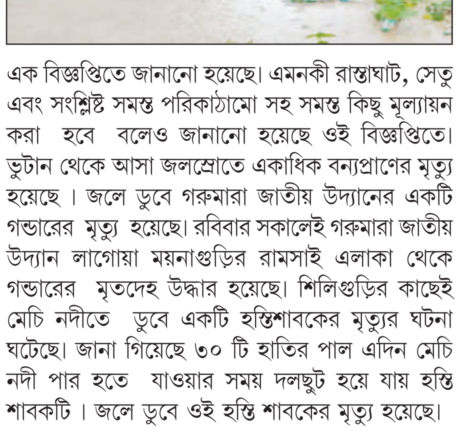

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এমনকী রাস্তাঘাট, সেতু এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত পরিকাঠামো সহ সমস্ত কিছু মূল্যায়ন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে। ভুটান থেকে আসা জলস্রোতে একাধিক বন্যপ্রাণের মৃত্যু হয়েছে । জলে ডুবে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একটি গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালেই গরুমারা জাতীয় উদ্যান লাগোয়া ময়নাগুড়ির রামসাই এলাকা থেকে গন্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। শিলিগুড়ির কাছেই মেচি নদীতে ডুবে একটি হস্তিশাবকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে ৩০ টি হাতির পাল এদিন মেচি নদী পার হতে যাওয়ার সময় দলছুট হয়ে যায় হস্তি শাবকটি । জলে ডুবে ওই হস্তি শাবকের মৃত্যু হয়েছে।

ফালাকাটা- আলিপুরদুয়ার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ভাঙল অস্থায়ী সেতু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৬ অক্টোবর ঃ উৎসবের মরশুম পুরোপুরি কাটার আগেই উত্তরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। কোথাও টুরিস্ট লজে জল ঢুকেছে, কোথাও আবার বাঁধের কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্যোগের জেরেই যেমন ভাঙল চরতোর্ষা ডাইভারশন। ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার সড়ক যোগাযোগ ফের বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা সড়কের বালুর ঘাট এলাকায় সঞ্জয় নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে পুরনো ব্রিজ ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিন্তু যাতায়াতের জন্য নদীর উপর দিয়ে অস্থায়ী রাস্তা করা হয়েছে। সেটিকে ডাইভারশন বলা হয়। জলোচ্ছ্বাসে সেই ডাইভারশন তথা অস্থায়ী রাস্তা ভেঙে গেছে। ফলে আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোচবিহার হয়ে ১৫ কিলোমিটার ঘুরে যাতায়াত করছেন মানুষজন। এর ফলে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। বহু মানুষ ফালাকাটায় কাজে যাওয়ার জন্য বের হন। তাঁদেরও ফিরে যেতে হয়। এই নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অন্যদিকে এই দুর্যোগের জেরে আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লকের বিবেকানন্দ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নোনাই নদীর বাঁধের বর্তমান অবস্থা বেশ উদ্বেগজনক। এই বাঁধের কয়েকটি অংশে ফাটল ধরেছে ও ধস নেমেছে। সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে সরানো, উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং, ৬ অক্টোবর ঃ উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি জেলাগুলিতে হঠাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ের কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। তীব্র বৃষ্টির ফলে পাহাড়ি এলাকায় ধস, নদী ও জলাধারের জলস্রোত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পর্যটক এবং স্থানীয়দের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন এবং উদ্ধারকর্মীরা হুমকির মুখে থাকা পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে সরানোর কাজ শুরু করেছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও কালিম্পং সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিপর্যস্ত এলাকায় পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য রেসকিউ টিম, পুলিশ এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী দল একযোগে কাজ করছে। বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় জলাবদ্ধতা এবং ধসের কারণে সরাসরি উদ্ধার কার্যক্রম কঠিন হলেও তবুও তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। পর্যটকরা বিভিন্ন হোটেল, গেস্ট হাউস এবং পাহাড়ি ট্রেইলে অবস্থান করছিলেন। বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হলেও প্রশাসন হেলিকপ্টার, বোট এবং জিপ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। স্থানীয় উদ্ধারকর্মীরা জানান, কিছু পর্যটককে ছোট নদী পার করানো হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক এবং জেলা প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, আবহাওয়ার তত্ত্বাবধান ও পর্যটক নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে রাখা হয়েছে। সকালের দিকে হঠাৎ ধস এবং জলপ্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে পড়েছিল, তবে পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন হচ্ছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পাহাড়ি এলাকায় হঠাৎ বৃষ্টিপাত এবং ঝড়ের ফলে রাস্তা ও ব্রিজে ক্ষতি হয়েছে। এই কারণে পর্যটকদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে প্রশাসনকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। তাছাড়া, ধসের আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদেরকে পাহাড়ি ঢলের কাছাকাছি যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। উদ্ধারকর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে। খাদ্য, জল এবং জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাহাড়ি অঞ্চলে আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে উদ্ধারকাজকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলেও তবুও প্রশাসন সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে কেউ বিপদের মধ্যে না পড়ে। পর্যটকরা জানান, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে আসলেও হঠাৎ ঝড়-বৃষ্টির কারণে সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরানো হয়েছে। অনেক পর্যটকও প্রশাসন এবং রেসকিউ টিমের কার্যক্রমের প্রশংসা করেছেন। স্থানীয় হোটেল মালিকরা জানিয়েছেন, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন প্রধান লক্ষ্য। উত্তরবঙ্গের পর্যটন দফতরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শীতকাল এবং দুর্গাপূজার সময়কালকে সামনে রেখে পর্যটক সংখ্যা বাড়বে। তাই এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। প্রশাসন ইতিমধ্যেই আবহাওয়া সম্পর্কিত সতর্কবার্তা জারি করেছে এবং পর্যটক এবং স্থানীয়দেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি জেলা সহ-সভাপতি

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৬ অক্টোবর ঃ প্রবল বর্ষণে যখন জলমগ্ন কোচবিহারের একাধিক এলাকা ঠিক সেই সময় সোমবার নাটাবাড়ি বিধানসভার বলরামপুর এলাকায় বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে যাওয়ার আগেই আক্রান্ত হলেন বিজেপি কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি উজ্জ্বল কান্তি বসাক। ইতিমধ্যে তুফানগঞ্জের বলরামপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল ত্রাণ শিবিরে। ঠিক এমন পরিস্থিতিতেই বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে নাটাবাড়ি বিধানসভার বলরামপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শোলাডাঙ্গা এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন বিজেপি কোচবিহার সহ-সভাপতি উজ্জ্বল কান্তি বসাক। অভিযোগ স্থানীয় বুথ সভাপতি বিপ্লব দেবনাথের বাড়িতে ত্রাণ সামগ্রি প্যাকেট করছিলেন বিজেপি কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি সহ বিজেপি কর্মীরা। সেই সময় অতর্কিত তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বুথ সভাপতির বাড়িতে হামলা চালায় এবং ঘর থেকে বের করে বেধড়ক মারধর করে উজ্জ্বল কান্তি বসাককে। ভাঙচুর করা হয় তার গাড়িও। গুরুতর আহত অবস্থায় বর্তমানে তিনি তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় বলেন - ত্রান নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আক্রান্ত বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা বিরোধীদের মানুষের পাশে যেতে দিচ্ছেন না তারা নিজেরাও যাচ্ছেন না। এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যজুড়ে। এটা নগ্ন গণতন্ত্রের একটা ছবি। অবিলম্বে এই সরকার পদত্যাগ করা উচিত। মানুষ যখন যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সেই সময় ত্রাণ বিলি করার জন্য কোচবিহার বিজেপির সহ-সভাপতি পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে ত্রান সামগ্রী নিয়ে গিয়ে তা প্যাকেট করছিলেন আর তখনই আক্রমণ এ অত্যন্ত লজ্জার। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন উজ্জ্বল কান্তি বসাক পুলিশ কে ফোন করেছিল কিন্তু সঠিক সময়ে পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি দলদাসে পরিণত হয়েছে রাজ্যের পুলিশ। যদিও ঘটনা অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি। তবে তিনি জানান এই ঘটনার সাথে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত না আসলে সারা বছর কখনোই বিজেপিকে সাধারণ মানুষ দেখতে পায় না শুধুমাত্র কোন একটি ঘটনা ঘটলে তারা ঘটনাস্থলে যান খবরের আলোয় আসার জন্য সে কারণেই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তবে যেভাবে শাসকদলের হাতে বিরোধীরা আক্রান্ত হচ্ছে ত্রাণ বন্টনের ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত লজ্জার বলেই মত রাজনৈতিক মহলে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাহলে কি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে আরো একবার কোচবিহার ? কেন গণতন্ত্রে বিরোধীদের বারবার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যদিও এ প্রশ্নের উত্তর আজও অধরা।

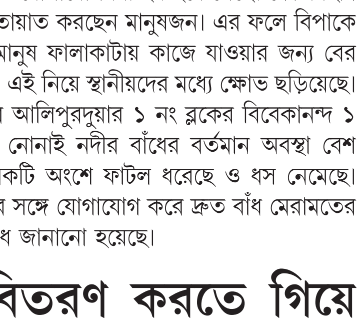

নৈহাটিতে হয়ে গেল বড়মার কাঠামো পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাকপুর, ৬ অক্টোবর ঃ শারদোৎসব সমাপ্ত হতে না হতেই আলোর উৎসবের তোড়জোড়। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন নৈহাটিতে শুরু হয়ে গেল কালীপুজোর প্রস্তুতি। সোমবার সেখানকার বিখ্যাত বড়মার মন্দিরে দেবীর কাঠামো পুজো হল মহা ধুমধামে। সকাল থেকে মন্দির চত্বরে ভিড় জমিয়েছিলেন অগণিত ভক্ত। ছিল বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী। হাজির ছিলেন স্বয়ং পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা। ছিলেন নৈহাটির সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক সনৎ দে। প্রতি বছর এই দিন বড়মার কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়েই নৈহাটি জুড়ে কালীপুজোর দামামা বেজে ওঠে। দুর্গাপুজোর খ্যাতি হিসেবে যদি কলকাতার নাম সর্বাগ্রে থাকে, তাহলে কালীপুজোয় সেই শিরোপা পেয়ে থাকে উত্তর ২৪ পরগনার দুই এলাকা - নৈহাটি, বারাসত। প্রতিমার উচ্চতা, মণ্ডপসজ্জা থেকে থিম, আলো - সবেতেই একে অপরকে টেক্কা দেয়। তার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে যায় বহুদিন আগে থেকে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হল না। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনই নৈহাটির বড়মার মন্দিরে হয়ে গেল দেবীর কাঠামো পুজো। সোমবার সকালে বিশেষ এই দিনে মন্দির খোলা সময়ই অগণিত ভক্ত হাজির হন। কষ্টিপাথরের বড়মাকে দর্শন করার পাশাপাশি তাঁরা অংশগ্রহণ করেন কাঠামো পুজোয়। কালীপূজার চারদিন ২২ফুট উচ্চতার ঘন কালো কৃষ্ণবর্ণের বড়মাকে দেখতে যে রেকর্ড ভিড় হবে, সেই আভাস মিলল এদিনই।

মালিগাওঁএ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ২১-২৪-২৫আর২ তারিখঃ ২৬-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ মালিগাওঁ এবং গোশালায়- ৩ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিভিন্ন মেক এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনেরেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেণ্ডার রাশিঃ ৪৮,০৬,৯৪৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৯৬,১০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DAINHAT MUNICIPALITY

For Details of floated e-tender against the Development work under E-NIT no-27 Dm/Engg/(ODF+)/2025-2026 Date: 04/10/2025

For Details Visit: http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in

Office ph no 7478003845

Sd/- Chairman

Dainhat Municipality

আলিপুরদুয়ার জংশনে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৫-২৬; তারিখ: ২৬-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৫-২৬; কাজের নাম ঃ ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি বিভিন্ন ধরণের বন্ড ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্য 'শিলিগুড়ি জং.-আলিপুরদুয়ার জং. (এসএল)-টিআরআর(পি)-৩৫.১০০ টিকেএম'। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৩১,৫৯,০৯৪/-টাকা; বায়না মূল্য: ৬৩,২০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৭-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দিঘায় ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব! মেরিন ড্রাইভে ভেঙে পড়ল গাছ, যান চলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ৬ অক্টোবর ঃ দিঘায় প্রবল বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডবে রাস্তার ওপর ভেঙ্গে পড়ল গাছ। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের মেরিন ড্রাইভে ভেঙ্গে গাছ, দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দিঘা গেট থেকে মেরিন ড্রাইভ ধরে শংকরপুর ও তাজপুর পর্যন্ত প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক পর্যটক যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তার ওপরে গাছ ভেঙে পড়ায় বহু গাড়ি ও পর্যটক আটকে পড়েন। ভোগান্তির শিকার হন স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও। রাস্তা অবরুদ্ধ হওয়ায় দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে থাকতে হয় তাদের। এক স্থানীয় যাত্রী বলেন বলেন, রাস্তার উপরে গাছ পড়ে থাকায় আমরা অনেকক্ষণ ধরে রাস্তার উপর আটকে ছিলাম। ঝোড়ো হাওয়ার তান্ডবে রাস্তার উপর বড় বড় গাছ ভেঙে পড়েছিল। তারপর প্রশাসনে খবর দেওয়ার পর স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জেসিবি এবং কাটার নিয়ে এসে গাছগুলো সরানো হল। এখন যান চলাচল ঠিক আছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত তৎপর হয়। পদিমা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গাছগুলোকে রাস্তা থেকে সরানোর কাজ শুরু করে। জেসিবি ও কাটারের সাহায্যে দ্রুত গাছ সরানো হয়। অবরুদ্ধ রাস্তায় যান চলাচল পুনরায় শুরু হয়। প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে মেরিন ড্রাইভে আটকে থাকা পর্যটকদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকা রাস্তায় আবার যান চলাচল শুরু হয়। স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও প্রশাসনের দ্রুত তৎপরতাকে প্রশংসা করেন পর্যটকরা। পদিমা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুশান্ত পাত্র বলেন, ঘটনা জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছি। ঝোড়ো হাওয়ার কারণে দিঘা গেট থেকে শংকরপুর যাওয়ার মেরিন ড্রাইভের উপর গাছ ভেঙে পড়েছিল। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে গাছ সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং যান চলাচলও স্বাভাবিক রয়েছে, দিঘার মেরিন ড্রাইভে ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টির তাণ্ডবে গাছ ভেঙে পড়ার সাময়িকভাবে যান চলাচল ব্যাহত হলেও, স্থানীয় প্রশাসনের দ্রুত দক্ষ তপরতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই উদ্যোগে স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও স্বস্তি অনুভব করেন।

একসঙ্গে চার দেশীয় তারকাকে দলে যুক্ত করল রাজস্থান ইউনাইটেড

সংবাদ সংস্থা, জয়পুর, ৬ অক্টোবরঃ গত আইলিগে সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়নি রাজস্থান ইউনাইটেডের পক্ষে। শক্তিশালী রিয়াল কাশ্মীরের কাছে পরাজিত হয়েই অভিযান শুরু করেছিল দেশের এই ফুটবল ক্লাব। যদিও নামধারী এফসিকে পরাজিত করে দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল রাজস্থান। কিন্তু সেই জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি পরবর্তীতে। যারফলে আত্মবিশ্বাস ক্রমশ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছিল এই ফুটবল ক্লাবের। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই পরবর্তীতে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়েছিল শিলং লাজং এফসি এবং হায়দরাবাদের ফুটবল ক্লাব তথা শ্রীনিধি ডেকান এফসি। তবে দ্বিতীয় লেগে রিয়াল কাশ্মীরকে অনায়াসেই আটকে দিয়েছিল এই দল। যারফলে একটা সময় লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে উঠে আসার সুযোগ চলে এসেছিল তাঁদের কাছে। যদিও সেটা সম্ভব হয়নি। অনায়াসেই তাঁদের আটকে দিয়েছিল গোয়ান ফুটবল ক্লাব চার্চিল ব্রাদার্স। স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্টের অন্যান্য দলগুলি তুলনায়

অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল রাজস্থান ইউনাইটেড। শেষ পর্যন্ত ২২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে শেষ করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। যা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না ম্যানেজমেন্টের তরফে। আসন্ন ফুটবল লিগে এবার ভালো ফল করতে বদ্ধপরিকর রাজস্থান। সেইমর্মে গত কয়েক মাসে একের পর এক দাপুটে ফুটবলারদের দলে টেনেছে এই ক্লাব। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও চার ভারতীয় ফুটবলার। যাদের মধ্যে রয়েছেন রাহুল আপ্পু থেকে শুরু করে লিটন শীল, অ্যালেন থাপা, এবং শাফিল পিপি। দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাহুল বলেন, ''রাজস্থান ইউনাইটেডের জার্সিতে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। সবাই আমাদের পাশে থাকুন, সমর্থন করতে থাকুন।'' লিটন বলেন, ''প্রতিটি ম্যাচেই নিজেকে প্রমাণ করতে চাই। পূর্বে ও যখন আমি এই দলের জার্সিতে খেলেছিলাম তখন এর মাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছি। আবার ও নিজেকে প্রমাণ করতে চাই।'' অ্যালেন থাপা বলেন, ''প্রতিটি স্বপ্ন শুরু হয় বিশ্বাস, কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ দিয়ে। সবসময় আমি ভারতীয় ফুটবল লিগে খেলার স্বপ্ন দেখে এসেছি। এবার রাজস্থান ইউনাইটেডের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছি। দলের হয়ে ভালো খেলার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা বদ্ধ।'' শাফিল জানান, 'রাজস্থান ইউনাইটেডে প্রথমবারের মতো খেলতে এসে আমি যথেষ্ট উৎসাহিত। আমাদের একটি শক্তিশালী দল রয়েছে। আমি আশা রাখি আমাদের কাছে লিগ জয়ের সুযোগ রয়েছে। আসুন সকলে মিলে এই সিজনটা স্মরনীয় করে তুলি।''

রোহিত অধিনায়ক থাকলে দলের 'সংস্কৃতি' বিগড়ে যাবে!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ৬ অক্টোবরঃ রোহিত শর্মা যে ভারতের ওয়ানডে দলের নেতৃত্ব হারাচ্ছেন, সেটা অনুমেয় ছিল। কিন্তু কেন হারাচ্ছেন, সেটাই এখন ক্রিকেট মহলের সবচেয়ে বড় কৌতূহল। কারণ, এশিয়া কাপ জেতা, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়, স্থিতিশীল পারফরম্যান্স-সবই তো রোহিতের অধিনায়কত্বে! তবু শনিবার বিসিসিআইয়ের ঘোষণায় স্পষ্ট হল, তিনি টিমে থাকবেন, খেলবেন। সবই সাধারণ খেলোয়াড় হিসেবে। তাঁর জায়গায় দলের হার ধরবেন শুভমান গিল। শুধু তাই নয়, এক সংবাদপত্রের একটি বিস্ফোরক রিপোর্টে উঠে এল আরও চমকে দেওয়া দাবি-বোর্ডের অন্দরে নাকি 'ভয়' ছিল, রোহিত অধিনায়ক থাকলে দলের 'সংস্কৃতি'ই নষ্ট হয়ে যাবে! রিপোর্টে বিসিসিআই সূত্রের উদ্ধৃতিঃ 'রোহিতের মতো বড় মাপের খেলোয়াড় নেতৃত্বে থাকলে, স্বাভাবিকভাবেই নিজের দর্শনই সাজঘরে চাপিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি এখন কেবল ওয়ানডে খেলছেন-যে ফরম্যাটে সবচেয়ে কম খেলা হয়। ফলে তাঁর প্রভাব অন্য দুই ফরম্যাটে নামা দলের সংস্কৃতি বদলে দিতে পারত!' অর্থাৎ, মূল উদ্বেগ একটাই-অল্প ম্যাচ খেলে রোহিত যেন পুরো কাঠামোর 'দিকনির্দেশক' না হয়ে ওঠেন। প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর শনিবার বলেন, ''তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক রাখা বাস্তবসম্মত নয়।' কিন্তু বোর্ডের ভেতরের ছবিটা যে পুরোপুরি আলাদা, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রোহিতের বদলে শুভমানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত তাই কেবল 'পরিবর্তন' নয়, একরকম 'কনট্রোল স্ট্রাটেজি' বলেই মনে করছে ক্রিকেট মহল। এখানেই শেষ নয়। ওই রিপোর্টে আরও দাবি করা

হয়েছে, গৌতম গম্ভীরের ভূমিকাও এই রদবদলের বড় কারণ। দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম ছয় মাসে দলের নবাগত কোচ টেস্ট ও ওয়ানডে-দুই ফরম্যাটেই পিছিয়ে ছিলেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পরপর সিরিজ হারের পর থেকে তিনি টিম ম্যানেজমেন্টে 'আরও সরাসরি' হস্তক্ষেপ শুরু করেন। তারপর থেকেই অভ্যন্তরীণ রূপরেখায় আসে বড় বদল। নেতৃত্বের পরিবর্তন এরই অংশ। রিপোর্ট বলছে, গম্ভীর ও আগরকর যৌথভাবে বুঝে যান, রোহিত-বিরাটের মতো দুই সিনিয়র খেলোয়াড়ের ফর্ম দু'বছর পর পর্যন্ত টিকবে কি না, তা নিশ্চিত নয়। সূত্রের ভাষায়, 'ওরা তিরিশের শেষ প্রান্তে। দু'বছর বাদে হঠাৎ যদি পারফরম্যান্স পড়ে যায়, তাহলে নেতৃত্বে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। দল সেই অবস্থা দেখতে চায়নি!' অর্থাৎ, সবকিছুর মূলেই একটাই ভাবনা-'অগ্রিম প্রস্তুতি'। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় কিংবা ইংল্যান্ডে টেস্ট জেতার পরও রোহিতকে সরিয়ে দিয়ে বিসিসিআই স্পষ্ট করেছে, এখন থেকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাই অগ্রাধিকার পাবে। এই নীতি মেনেই শুভমানের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া। তবে সমালোচকদের একাংশের যুক্তি ভিন্ন। তাঁদের চোখে, রোহিতের মতো 'ড্রেসিংরুম নেতা'-কে সরিয়ে দেওয়া মানে দলের ভারসাম্য নষ্ট করা। যাঁর অধীনে ভারত সাদা বলের ক্রিকেটে নতুন সাফল্য পেয়েছিল, তাঁর নেতৃত্বই নাকি দলের 'সংস্কৃতির' জন্য হুমকি-এই ব্যাখ্যা সবদিক দিয়ে অস্বস্তিকর। আসল কারণ যাই হোক না কেন, রোহিতের অধিনায়কত্ব হারানো এখন শুধু এক ক্রিকেটিং সিদ্ধান্ত নয়, বিসিসিআইয়ের ভেতরের নতুন পাওয়ার স্ট্রাকচারের প্রতীক। সওয়াল তাই স্পষ্ট-'সংস্কৃতি' বাঁচাতে গিয়ে, টিম ইন্ডিয়া কি সেই স্থিতিকে খুইয়ে ফেলল, যা একসময় রোহিতই নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন?

শুনশান আমদাবাদের গ্যালারি! অথচ নাগপুরে ইন্ডিয়া 'এ' ম্যাচ দেখতে ভিড়

হি.স., মুম্বই, ৬ অক্টোবরঃ একদিকে শুনশান টেস্ট, অন্যদিকে গমগমে একদিনের ম্যাচ! এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সাক্ষী থাকল ভারতীয় ক্রিকেট। আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম প্রায় ফাঁকা গ্যালারিতে শেষ হল ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ম্যাচ। অথচ একই সময়ে নাগপুরে ইন্ডিয়া 'এ' বনাম অস্ট্রেলিয়া 'এ' একদিনের ম্যাচে ভিড় জমালেন প্রায় ২৪ হাজার দর্শক! সিনিয়র দলের বদলে তুলনামূলক আনকোরা ক্রিকেটারদের দেখতে এত মানুষের ঢল-এই দৃশ্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদেরও অবাক করেছে। এই ব্যাপক উপস্থিতি দেখে বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা নিজেও তাজ্জব! এক্স-এ লিখেছেন, 'নাগপুরে যা দেখা গেল, তা অভূতপূর্ব! ইন্ডিয়া এ বনাম অস্ট্রেলিয়া এ ম্যাচে ২৪ হাজারেরও বেশি দর্শক! সাধারণত এ ধরনের লড়াইয়ে এমন ভিড় দেখা যায় না। কানপুর ও নাগপুরের মানুষদের আবেগ, ভালোবাসা-সবই প্রমাণ করল ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা দিনকে দিন বাড়ছে!' যদিও এই উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও বিসিসিআইয়ের সমালোচনা কমছে কই? আমদাবাদে টেস্ট ম্যাচের গ্যালারি কার্যত খালি পড়ে ছিল। যে কারণে প্রশ্ন উঠছে-বোর্ড কেন এমন ভেন্যুতে টেস্ট আয়োজন করছে, যেখানে দর্শকই আসে না?

শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচের ভেন্যু বদল! সমর্থকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ আইএফএ'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবরঃ শিল্প শহর কল্যাণীতে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড। শতাব্দী প্রাচীন এই টুর্নামেন্ট ঘিরে এবার থাকছে এক বিশেষ চমক। জানা গিয়েছে, গ্রুপ পর্বের কোনও ম্যাচেই থাকছে না টিকিট। অর্থাৎ, সমর্থকরা একেবারে নিখরচায় মাঠে বসেই দেখতে পারবেন শিল্ডের প্রতিটি খেলা। শুধুমাত্র ফাইনালের জন্যই রাখা হয়েছে টিকিটের ব্যবস্থা। ৮ অক্টোবর, দুপুর ৩টেয় কল্যাণী স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে কলকাতার লাল-হলুদ ব্রিগেড ইস্টবেঙ্গল এবং হায়দরাবাদের দল শ্রীনিধি ডেকান। যদিও পরের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল খেলবে নামধারী এফসির বিরুদ্ধে, কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। প্রথমে পরিকল্পনা ছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সব ম্যাচই হবে কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে। তবে পুজোর ছুটির কারণে ৯ অক্টোবরের আগে সেই মাঠ পাওয়া যাবে না। ফলে, টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ স্থানান্তরিত করা হয়েছে কল্যাণীতে। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত রবিবার রাত পর্যন্ত কল্যাণীতে থেকে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। কল্যাণীতে কয়েক সপ্তাহ আগেই সফলভাবে কলকাতা লিগের একাধিক ম্যাচ আয়োজন

করেছিল আইএফএ। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই এবার শিল্ডের আয়োজন সেখানে। শুধু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচই নয়, অন্যান্য দলগুলির ম্যাচও কল্যাণীতেই অনুষ্ঠিত হবে। এবার শিল্ডে মোহনবাগানের গ্রুপে থাকছে গোকুলম কেরালা ও ইউনাইটেড স্পোর্টস। সব ম্যাচেই থাকবে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য ফ্রি এন্ট্রি। আইএফএর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্যালারি ভরাতে ও টুর্নামেন্টের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পাশাপাশি, দেখা যেতে পারে বেশ কিছু প্রাক্তন ফুটবলারকেও। ইতিমধ্যেই ইস্টবেঙ্গলকে তাদের প্রথম ম্যাচ সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, লাল-হলুদ শিবির পূর্ণ শক্তির টিম নিয়েই নামতে চাইছে শিল্ডে। অন্যদিকে, মোহনবাগান ৯ অক্টোবর তাদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেন, ''আমাদের মূল লক্ষ্য, শৃঙ্খলার মধ্যে টুর্নামেন্ট শেষ করা এবং সমর্থকদের জন্য ভালো ফুটবল উপহার দেওয়া। ফাইনালে আলাদা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও করা হতে পারে।'' ফুটবলপ্রেমীদের জন্য নিঃসন্দেহে এক আনন্দের খবর। বিনা মূল্যে মাঠে গিয়ে প্রিয় দলের খেলা দেখা, গ্যালারিতে বসে উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হওয়ার সুযোগ সহজে আসে না। তাই এবারের শিল্ড নিঃসনেন্দহে হয়ে উঠতে চলেছে এক 'ফুটবল উৎসব', যেখানে খেলার সঙ্গে থাকবে আবেগ, ইতিহাস আর প্রতিযোগিতার উত্তেজনা। গ্রুপ পর্বের কোনও ম্যাচেই থাকছে না টিকিট। অর্থাৎ, সমর্থকরা একেবারে নিখরচায় মাঠে বসেই দেখতে পারবেন শিল্ডের প্রতিটি খেলা। শুধুমাত্র ফাইনালের জন্যই রাখা হয়েছে টিকিটের ব্যবস্থা।

আসন্ন সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য ২৩ জনের স্কোয়াড ঘোষণা খালিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

খালিদ জামিলের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে নিজেদের ফর্মে ফিরছে ভারতীয় ফুটবল দল। গত কাফা নেশনস কাপ থেকেই জাতীয় দলের দায়িত্ব শুরু করেছেন এই ভারতীয় কোচ। পুরনো বিপর্যয় ভুলে এই টুর্নামেন্ট থেকে ঘুরে দাঁড়ানো যে খুব

একটা সহজ হবে না ঠিক এমনটাই মনে করেছিল ফুটবল বিশেষজ্ঞদের একটা বিরাট অংশ। তার ওপর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারদের না পাওয়া নিয়ে ও দেখা দিয়েছিল হতাশা। যারফলে বলতে গেলে সীমিত শক্তি নিয়েই সেই টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়েছিল ব্লু-টাইগার্স। যেখানে প্রথম ম্যাচেই তাঁরা পরাজিত করেছিল শক্তিশালী তাজিকিস্তান দলকে। সেটা বিরাট বড় চমক ছিল সকলের কাছে। তারপর শক্তিশালী ইরানের বিপক্ষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও পরাজিত হতে হয়েছিল গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের। পরবর্তীতে আফগানিস্তানের সঙ্গে অমীমাংসিত ভাবে ম্যাচ শেষ করার পর শক্তিশালী ওমানকে টেক্কা দিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ব্রোঞ্জ জয় করে ফিরেছিল ভারতীয় ফুটবল দল। বলতে গেলে শূন্য হাতে ফেরার তুলনায় এই পদক জয় কিছুটা হলেও যেন বাড়তি উৎসাহ যুক্ত করেছে ফুটবলারদের মধ্যে। এবার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ সকলের। দিন তিনেক পরেই এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে সিঙ্গাপুর দলের বিপক্ষে। আগের তুলনায় এবার জয় পাওয়া যে অনেকটাই কঠিন সেটা ভালো মতোই জানেন খালিদ জামিল। তাই সবদিক মাথায় রেখেই আপাতত ২৩ জন ফুটবলারের একটি তালিকা প্রকাশ করলেন তিনি। যাদের মধ্যে গোলরক্ষক হিসেবে রয়েছে যথাক্রমে গুরপ্রীত সিং সান্ধু, গুরমিত সিং এবং অমরিন্দর সিং। রক্ষণভাগের দায়িত্বে থাকছেন আনোয়ার আলি, মুহম্মদ উভাইস, পরমভীর, রাহুল ভেকে, সন্দেশ ঝিঙ্গান এবং ভালপুইয়া। মাঝমাঠের দখল নেওয়ার জন্য থাকছেন যথাক্রমে ব্রান্ডন ফার্নান্দেজ, ড্যানিশ ফারুক, দীপক টাংড়ি, ম্যাকার্টন লুইস নিক্সন, নাওরেম মহেশ সিং, নিখিল প্রভু, সাহাল আব্দুল সামাদ, উদান্তা সিং। ফরোয়ার্ডে ঝড় তোলার জন্য থাকছেন ফারুক চৌধুরী, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে, লিস্টন কোলাসো, রহিম আলি, সুনীল ছেত্রী এবং বিক্রম প্রতাপ সিং।

ভিভ-মার্শালের দেশ ক্রিকেট খেলতেই ভুলে গেছে! ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধঃপতনের কারণ কী?

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাবিনা পার্কের ওই দিনটা যেন প্রতীক হয়ে রইল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অলআউট মাত্র ২৭ রানে। কী বলা যায় একে? ইতিহাসের মর্মান্তিক পালাবদল? নাকি ওঠানামার এই জীবনের নির্মম সত্য? এক সময়ের ভয়ঙ্কর দল এখন হাসির খোরাক। অ্যান্ডি রবার্টস, বর্ণময় সাম্রাজ্যের নীরব স্থপতি, ধরা গলায় বলেছিলেন, ''আমরা অনেক নিচে নেমেছি, কিন্তু ভাবিনি আরও নিচে নামতে পারি। এখন বুঝছি-খাদের তলাটা কেমন!'' এই পতনের আড়ালে আসল কারণ কী? শুধু খেলোয়াড়ের অভাব? নাকি গল্পটা আরও গভীর, আরও জটিল? একদিকে অর্থনীতি, অন্যদিকে ব্যবস্থাপনা, তার সঙ্গে বদলে যাওয়া সমাজ। আর এই মিশেলের বারুদই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটকে আজ ছাই করে দিয়েছে। এ কথা মানতে অসুবিধে নেই, বাইশ গজের লড়াই এখন মুনাফা আর ব্যবসার নামান্তর। ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া-এই তিন শক্তি যত রাজস্ব আয় করে, তা ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলোর স্বপ্নেরও বাইরে। ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিইও ক্রিস ডেহরিং খোলাখুলি সেটা মেনেও নিয়েছেন। এমন অসম কাঠামোয় টেস্ট ক্রিকেট চালানো মানে 'অর্থনৈতিক আত্মহত্যা'। টেলিভিশন রাইটস নেই, স্পনসর আসে না, মাঠে দর্শক কম। ফলে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক নামেমাত্র, পরিকাঠামো দুর্বল, জুনিয়র পর্যায়ের উন্নয়ন বন্ধ। একে একে প্রতিটি খিলান ভেঙে পড়ছে। তবু আশ্চর্য, এখনও ক্যারিবিয়ান মানুষ ক্রিকেটকে ভালোবাসে। ডেহরিংয়ের কথায়, ''যেদিন আমরা ২৭ রানে অলআউট হলাম, বিমানবন্দরে সবাই থামিয়ে জিজ্ঞেস করছিল-'স্যার, এই দলটার কী হবে?' সেটাই প্রমাণ যে মানুষ এখনও ভাবে, এখনও কেয়ার করে!'' ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো অখণ্ড ভূখণ্ড নয়। আসলে পনেরোটি দেশ ও দ্বীপের সমষ্টি। একটা পতাকার নিচে যে ঐক্যবন্ধন তৈরি হয়েছিল, তা আসে স্বাধীনতার আবেগ থেকে। তখন ক্রিকেট ছিল গর্বের ভাষা-একসঙ্গে 'সাদা পৃথিবী'-র বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর প্রতীক। কিন্তু সেই যুগ বিগত। দেশগুলো এখন স্বাধীন। সবার নিজেদের সরকার, নিজস্ব স্বার্থ। প্রশ্ন উঠছে-''ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামের এই যৌথ সত্তা আদৌ প্রয়োজনীয়?'' প্রাক্তন অধিনায়ক জিমি অ্যাডামসের সোজা কথা, ''এটা ভেবে দেখা দরকার। আমরা কি পুরোনো ভাবনায় আটকে

নেই?'' আসলে যখন একাধিক ছোট দেশ মিলে একদল তৈরি করে, তখন প্রশাসন, তহবিল, বাছাই-সব জায়গায় মতভেদ দানা বাঁধে। এবং সেই ফাটলই ধীরে ধীরে চওড়া হয় বাইশ গজে। যে ঘর ভেতর থেকে পচে, তাকে আর ঝড়ের দোষ দেওয়া যায় না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ড দীর্ঘদিন ধরে চলছে একাধিক ভুল সিদ্ধান্তে। প্রাক্তন ক্রিকেটার রোল্যান্ড বুচারের কথায়, ''২০২২ সালে আমরা ৫১ শতাংশ ম্যাচ জিতেছিলাম। তারপর সব ওলটপালট হয়ে গেল!'' বোর্ড তখন 'এক ব্যক্তির সর্বময় ক্ষমতা' নীতি নেয়-একজনই হবেন তিন ফরম্যাটের কোচ, তিন ফরম্যাটের সিলেক্টর। সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় ড্যারেন স্যামিকে। বুচারের মতে, ''এভাবে কোনও কোচ খেলোয়াড়ের বন্ধু হতে পারে না। কেউই নিজের দুর্বলতা বলবে না, কারণ নির্বাচন তার হাতে!'' এই ব্যবস্থাই সম্পর্ক নষ্ট করেছে। খেলোয়াড়রা ক্রমশ দূরে সরে গেছে বোর্ড থেকে। আর আস্থা হারালে ফলাফলও হারায়। মাঠের পারফরম্যান্সই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ২০০০ সালের পর থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডে অন্তহীন রাজনীতি। ছোট রাজ্যগুলো বড় রাজ্যের বিরুদ্ধে, নির্বাচকরা প্রদেশভিত্তিক, নেতৃত্বে অনিশ্চয়তা। একসময়ে ক্রিকেট ছিল জাতির ঐক্যের প্রতীক, আজ সেটা হয়ে গেছে দ্বীপপুঞ্জের দড়ি টানাটানি। বার্বাডোসের তরুণ জ্যাকব বেটহেল আজ ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজে থাকলে হয়তো এখনও অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরেই ঘুরপাক খেতেন। বুচারের সঙ্গত প্রশ্ন, ''আমাদের দেশে একটা ছেলেকে সিনিয়র দলে জায়গা পেতে ২৭-২৮ বছর লাগে। এত দেরি হলে কে থাকবে?'' সমস্যা স্রেফ একটা নয়। আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট-পরিকাঠামোই ভেঙে পড়েছে। স্কুল ও ক্লাব ক্রিকেটে প্রতিযোগিতা কমেছে। নতুন প্রজন্ম ফুটবল ও আমেরিকান লিগে আকৃষ্ট হচ্ছে। অথচ এই ক্যারিবিয়ান অঞ্চলেই একসময় ঘরোয়া ক্লাবগুলো থেকে উঠে আসতেন ভিভ, লারা, মার্শালরা। আসলে আজকের তরুণরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলার চেয়ে আইপিএল, বিগ ব্যাশ বা সিপিএলে নাম তুলতে বেশি আগ্রহী। যুক্তিটাও বাস্তব-ওখানে অর্থ আছে, জনপ্রিয়তা আছে। ব্যর্থ হলে পরদিনই অন্য লিগে খেলার সুযোগ আছে। যে কারণে অ্যান্ডি রবার্টস আক্ষেপের সুরে বলেন, ''আমাদের সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজ জার্সি ছিল গর্ব। এখন সেটা নেই। এখন শুধুই টাকার খেলা!'' ভুল বলেননি রবার্টস। আজকাল অনেকেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নাম কামিয়ে শেষে জাতীয় দলে ফিরে আসেন-যেন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরছে বেতন বাড়ানোর আশায়! এই মানসিক দূরত্বই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে মাটিতে নামিয়েছে। ক্রিকেটাররা এখন আর দেশের প্রতীক নন, পেশাদার কর্মচারী। তাই বলে ডিএনএ তো পুরোপুরি গায়েব হতে পারে না! ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা আজও দ্রুত বল করতে পারেন। তরুণ পেসাররা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাময়-জেডেন সিলস, আলজারি জোসেফ, কেমার রোচের অভিজ্ঞতাও কম নয়। কিন্তু সমস্যা ব্যাটিংয়ে। টেকনিক্যাল ধৈর্য আর মানসিক স্থিতি কার্যত উধাও। জনি গ্রেভ, প্রাক্তন সিইও, বলেন, ''আমাদের পেসাররা অস্ট্রেলিয়াকে আউট করতে পেরেছে, কিন্তু নিজেরা রান তুলতে পারিনি। ওটাই পার্থক্য!'' টেস্ট ক্রিকেট খেলার ধৈর্য আর কৌশল তৈরি করতে কোচিং দরকার-সেটা আজ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে অনুপস্থিত। একাডেমিগুলো নিস্তেজ, লেভেল-২ কোচের সংখ্যা নগণ্য। প্রশিক্ষণের আধুনিক কাঠামো নেই। ফলে প্রতিভা আসে, কিন্তু তৈরি হয় না। 'গর্ব'-এই একটা শব্দ একসময় ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের মেরুদণ্ড। অ্যান্ডি রবার্টসের কথায়, ''আমরা দেশের জন্য খেলতাম। এখনকার ছেলেরা টাকার জন্য খেলে! গর্ব হারিয়ে গেলে ক্রিকেট কেবল আরেকটা 'চাকরি' হয়ে যায়!''

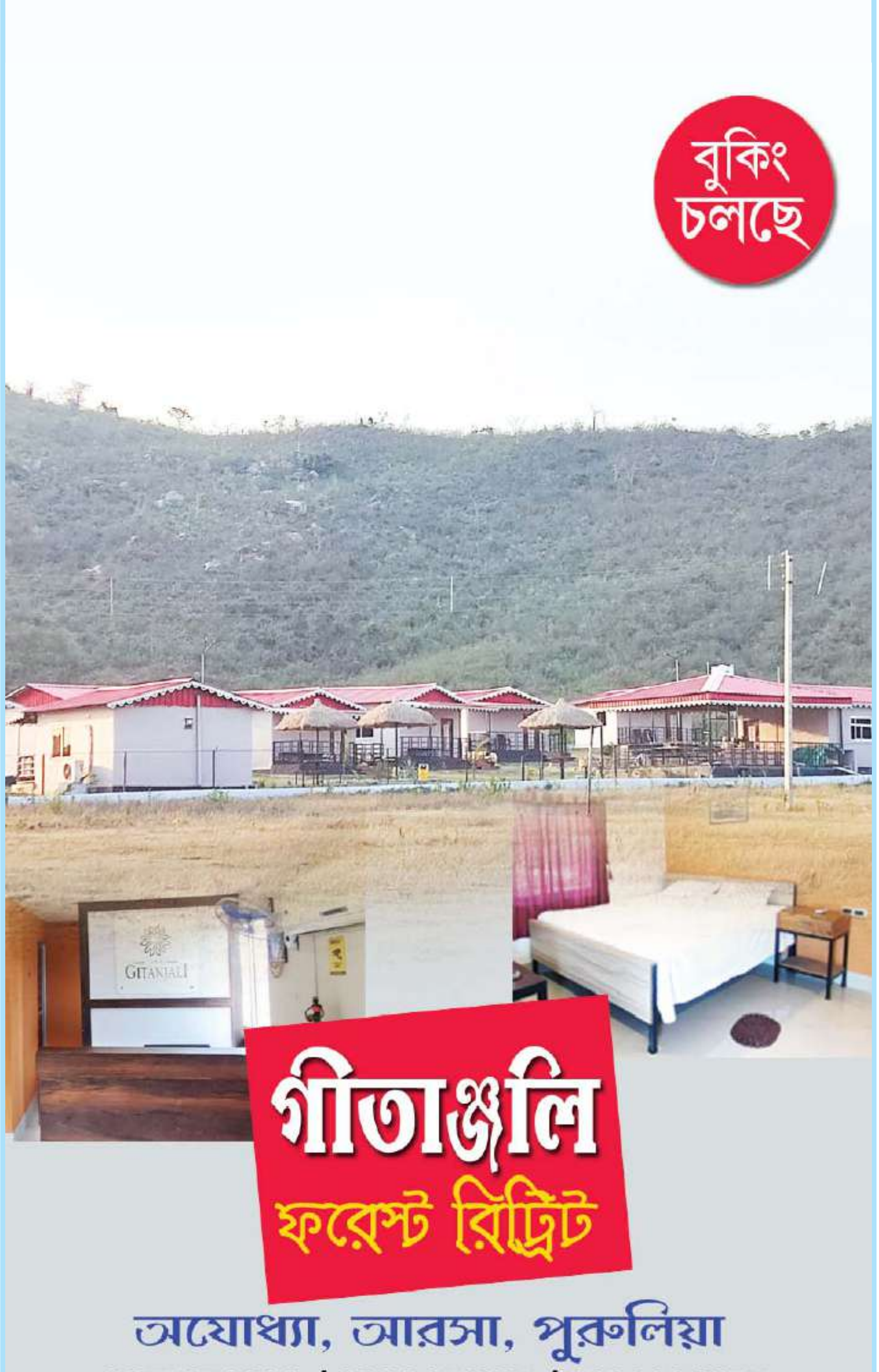

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com